জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ৫ # ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ # ১ আশ্বিন ১৪৩১

ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য জয়

ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য জয়...২৬

পাকিস্তান সফরে অবিশ্বাস্যভাবে টেস্ট সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। দুই ম্যাচের সিরিজে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশ করেছেন টাইগাররা। সব দিক দিয়ে শ্রেয়তর দল হিসেবে প্রতিপক্ষকে টপকে যায় বাংলাদেশ। ব্যাটসম্যানরা যেমন দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লড়াই করেছেন, তেমনিভাবে বলে আগুন ঝরিয়েছেন বোলাররা। বিপর্যয়ের মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যানরা দলকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। তারই ধারাবাহিকতায় বোলাররা নিশ্চিত করেন দলের জয়। বিশেষ করে মেহেদী হাসান মিরাজ, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, হাসান মাহমুদরা অসাধারণ পারফরম্যান্স করেন। এর আগে টেস্ট সিরিজে টাইগারদের এতটা দাপটের সঙ্গে খেলতে দেখা যায়নি। বিদেশের মাটিতে দেখতে পাওয়া যায় বদলে যাওয়া গর্বিত এক বাংলাদেশ দলকে।

বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের ৬

দলের মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন....২৮

বিপর্যয়েই ঝলসে ওঠে ৩০

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
বর্ষ ৪৮ ❁ সংখ্যা ৫ ❁ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১ আশ্বিন ১৪৩১ ❁ মূল্য ২০ টাকা

একই মঞ্চে সাবিনাদের.......................২
সম্পাদকীয়.....................................৩
আমরা ক্রীড়ামোদী ৪
বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের ৬
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৯
চোখ ধাঁধানো, প্রাণ ভরানো ১০
বাংলাদেশের পেস বোলারদের.............১২
হাবিবুল-পাইলটরা অভিভূত ১৪
আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশের ১৬
বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট......................১৮
থিম্পুতে অম্ল-মধুর ২০
চাই নিরপেক্ষ ও কলুষমুক্ত..................২২
দেশের বাইরে স্মরণীয় ২৪
একান্ত ব্যক্তিগত.............................২৫
ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশের..................২৬
দলের মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন ২৮
বিপর্যয়েই ঝলসে ওঠে লিটন দাসের ৩০
ক্রীড়াঙ্গনের অসঙ্গতি তুলে ধরার ৩২
যেখানে বাংলাদেশের ‘প্রথম’ ৩৪
দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ফুটবলারদের........৩৬
মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেট লিগে............৩৮
শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করে ৩৯
বিদায়ী সম্মাননা..............................৪০
দাবা অলিম্পিয়াডের..........................৪১
ক্রীড়াঙ্গনে কী ধরনের সংস্কার ৪২
কুইজমালা ৪৮
বিদেশি দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ৪৯
বৈষম্য দূরীকরণে ক্রীড়াঙ্গনে...............৫০
শব্দজট ৫৪
প্যারালিম্পিক সুখকর হয়নি ৫৫
ব্রিটিশ আমলে খেলাধুলার ৫৬
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা ৫৮
বাংলাদেশের টেস্ট জয়......................৬০
ফিরে দেখা টেবিল টেনিস ৬২
এ ছবি কার ৬৩
ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা ৬৪

একই মঞ্চে সাবিনাদের আবার শিরোপার হাতছানি

● ওমর ফারুক রুবেল ●

একই মঞ্চ, নেপাল। একই টুর্নামেন্ট, সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। আবার শিরোপা স্বাদের জন্য তাতিয়ে উঠবেন সাবিনা খাতুনরা। জিতে আনবেন দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব। সেই প্রত্যয় নিয়েই অক্টোবরে নেপালে যাবেন দেশের নারী ফুটবলাররা। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে পুরো দেশকে আনন্দে ভাসিয়েছিলেন বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা। এই অক্টোবরে সাফের আরও একটি আসরে সেই শিরোপা ধরে রাখার মিশনে মাঠে নামবেন সাবিনা খাতুন, সানজিদা আক্তাররা। যে নেপাল থেকে দুই বছর আগে সাফ জিতে এসেছিলেন, শিরোপা ধরে রাখার লড়াইটাও সেই নেপালেই। ২০২২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সাফের ফাইনালে নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল সাবেক কোচ গোলাম রব্বানীর দল। কাঠমান্ডু থেকে দেশে ফেরার পর বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে দেওয়া হয়েছিল বিপুল সংবর্ধনা। বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বাফুফে ভবনে। পুরো রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের অভিনন্দিত করেছিলেন।

ভারত ও পাকিস্তানের গ্রুপেই বাংলাদেশ

২০২২ সালে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে একই গ্রুপে পড়েছিল বাংলাদেশ। তখন এই গ্রুপে ছিল চারটি দেশ। বাকি দেশটি ছিল মালদ্বীপ। আগের পাঁচ আসরের চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী ভারতকে গ্রুপ পর্বেই বিদায় করে দিয়েছিল বাংলাদেশ। ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে বধ করেই শিরোপা উল্লাস করেছিলেন সাবিনা খাতুনরা। কিন্তু এবারের আসরে এ-গ্রুপে তিন দল। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। অন্যদিকে বি-গ্রুপে পড়েছে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান ও স্বাগতিক নেপাল। ১৭-৩০ অক্টোবর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এবারের আসর।

টুর্নামেন্টের খেলাগুলো

বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২০ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে। অন্য ম্যাচ ২৩ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে। এর আগে ১৭ অক্টোবর দুই পড়শি ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও ভারতের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন আসর। পরের দিন শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ মুখোমুখি হবে। একই দিনে নেপালের প্রতিপক্ষ ভুটান। ভুটান ও শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ২১ অক্টোবর। ওই দিনে মালদ্বীপের প্রতিপক্ষ নেপাল। বি- গ্রুপের শেষ ম্যাচ ২৪ অক্টোবর মালদ্বীপ ও ভুটান এবং নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। এ-গ্রুপে তিন দল হওয়ায় প্রতিটি দল দু'টি করে ম্যাচ খেলবে। অন্যদিকে বি-গ্রুপে চার দলের প্রত্যেকে খেলবে তিনটি করে ম্যাচ। ২৭ অক্টোবর হবে দু'টি সেমিফাইনাল। ফাইনাল হবে ৩০ অক্টোবর। সবগুলো ম্যাচ হবে কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে।

নতুন কোচে একই মিশন

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম শিরোপা সাবিনা খাতুনরা জিতেছিলেন নিয়মিত কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনের হাত ধরে। পট পরিবর্তন। গোলাম রব্বানী চলে গেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোচ হয়ে। সাবিনা খাতুনদের কোচ ইংল্যান্ডের পিটার বাটলার। তাই শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ এই ইংলিশ কোচের ওপরেই।

শিরোপা ধরে রাখতে পারবে কি বাংলাদেশ?

গত আসরে একটি উইনিং কম্বিনেশনে ছিল বাংলাদেশ দল। প্রত্যেকটি ম্যাচেই জিতে শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছিল। কি ভারত, কি নেপাল, কাউকেই পরোয়া করেনি। সাবিনা খাতুন, মারিয়া মান্দা, আখি খাতুন, সিরাত জাহান স্বপ্না, মাসুরা পারভীন, আনুচিং মোগিনী, কৃষ্ণা রানী সরকার, মনিকা চাকমা, সানজিদা আক্তারদের মতো ফুটবলাররা তোয়াক্কা করেননি কোনো দলকে। তাই প্রত্যেকটি ম্যাচেই জয় ধরা দিয়েছিল। দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন আট গোল, সিরাত জাহান স্বপ্না ও কৃষ্ণা রানী সরকার চারটি করে গোল করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান জাতীয় দলটি আগের চেয়ে অনেকটাই ভঙ্গুর। দেশসেরা অন্যতম ডিফেন্ডার আখি খাতুন নেই এই দলে। এখন তিনি চীনে খেলছেন। জাতীয় দল ছেড়ে চলে গেছেন আগের আসরে চার গোল করা সিরাত জাহান স্বপ্না ও আনুচিং মোগিনী। ইনজুরিতে ভুগছেন আগের আসরে চার গোল করা কৃষ্ণা রানী সরকার। এবার তিনি থাকবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। তাই শিরোপা ধরে রাখার নতুন মিশনের সাফল্য নিয়ে অনেকেই সন্দিহার।

আশা যোগাচ্ছেন যারা

আখি খাতুন, সিরাত জাহান স্বপ্না ও কৃষ্ণা রানী সরকাররা না থাকলেও বর্তমান জাতীয় দলে এসেছেন সাগরিকা, সুমাইয়া মাতসুশিমা এবং সুরভী আকন্দ প্রীতি। যারা আন্তর্জাতিক আসরে বয়সভিত্তিক দলে হ্যাটট্রিক করেছেন এবং বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। সেই সঙ্গে রয়েছেন অভিজ্ঞ অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। যার গোলের তোরে ভেসে যেত অন্য দেশগুলো। তাই এদের নিয়েই নতুন মিশনে ভালো করার আশা করছেন মহিলা ফুটবল সংশ্লিষ্টরা।

সাফের আগের ছয়টি আসর

সাল	ভেন্যু	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১০	বাংলাদেশ	ভারত	নেপাল
২০১২	শ্রীলঙ্কা	ভারত	নেপাল
২০১৪	পাকিস্তান	ভারত	নেপাল
২০১৬	ভারত	ভারত	বাংলাদেশ
২০১৯	নেপাল	ভারত	নেপাল
২০২২	নেপাল	বাংলাদেশ	নেপাল

সাফ পঞ্চম আসরে যেভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ

গ্রুপ পর্ব

বাংলাদেশ ৩ : ০ মালদ্বীপ
বাংলাদেশ ৬ : ০ পাকিস্তান
বাংলাদেশ ৩ : ০ ভারত

সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ ৮ : ০ ভুটান

ফাইনাল

বাংলাদেশ ৩: ১ নেপাল

এ-গ্রুপঃ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান
বি-গ্রুপঃ মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও নেপাল

তারিখ	প্রতিপক্ষ	সময়	ভেন্যু
১৭ অক্টোবর	ভারত-পাকিস্তান	বিকাল ৫টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
১৮ অক্টোবর	মালদ্বীপ-শ্রীলঙ্কা	দুপুর ১টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
	ভুটান-নেপাল	সন্ধ্যা ৬টা ১৫	দশরথ স্টেডিয়াম
২০ অক্টোবর	বাংলাদেশ-পাকিস্তান	বিকাল ৫টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
২১ অক্টোবর	ভুটান-শ্রীলঙ্কা	দুপুর ১টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
	মালদ্বীপ-নেপাল	বিকাল ৫টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
২৩ অক্টোবর	বাংলাদেশ-ভারত	বিকাল ৫টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
২৪ অক্টোবর	মালদ্বীপ-ভুটান	দুপুর ১টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
	নেপাল- শ্রীলঙ্কা	বিকাল ৫টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
২৭ অক্টোবর	সেমিফাইনাল-১ (চ্যাম্পিয়ন 'এ' ও রানার্সআপ 'বি')	দুপুর ১টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
	সেমিফাইনাল-২ (চ্যাম্পিয়ন 'বি' ও রানার্সআপ 'এ')	বিকাল ৫টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম
৩০ অক্টোবর	ফাইনাল (সেমিফাইনাল বিজয়ী ১ ও ২)	বিকাল ৫টা ৪৫	দশরথ স্টেডিয়াম

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক
মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার
মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক
মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার
মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এ টি এম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিকস
মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রুফ রিডার
মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

প্রচ্ছদ ও কালার ডিজাইন
আবির মাহমুদ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
ক্রীড়াজগত
৪৮ বর্ষ ● ৫ সংখ্যা ● ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ● ১ আশ্বিন ১৪৩১

এ যেন নতুন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি

বদলে গেল কি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল? না হলে পাকিস্তানের মাটিতে যেভাবে হোয়াইটওয়াশ করেছে স্বাগতিকদের, এমনটা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। আগেও সিরিজ জয় করেছে, কিন্তু তা ছিল দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। পরাজিত জিম্বাবুয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ মোটেও সমীহযোগ্য দল ছিল না। পরিসংখ্যানে হয়তো এই দুই দলের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে, অথচ তা নিয়ে খুব বেশি গৌরব করা যায় না। পূর্বে চারবার সিরিজ জিতলেও একবারই শুধু জয় এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে। যদিও দেশে-বিদেশে প্রথম টেস্ট ও সিরিজ জয়ের ইতিহাসকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। যেকোনো প্রথমই আলাদা গুরুত্ব বহন করে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দলীয় শক্তিমত্তা ও মাঠের পারফরম্যান্সের দৃষ্টিকোণ থেকে আগের সব কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে এবারের বিস্ময়কর সাফল্য। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয় করা যেখানে স্বপ্নের মতো, সেখানে ২-০ ম্যাচে সিরিজ জয়! সত্যিই অভাবিত, অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব। এর আগে ইংল্যান্ড ছাড়া আর কোনো দল পাকিস্তানকে তাদের মাঠে হোয়াইটওয়াশ করতে পারেনি। দ্বিতীয় দল হিসেবে এই মাইলফলক গড়েছেন টাইগাররা।

পাকিস্তান তো আর জিম্বাবুয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো অনুজ্জ্বল বা দুর্বল দল নয়। নিজেদের মাঠে তারা অনেকটাই অপ্রতিরোধ্য। সেই দলটিকে সব দিক দিয়ে পরাভূত করা মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। মজার ব্যাপার, দ্বিতীয় টেস্টে জয় পেতে চার দিনও লাগেনি। টেস্টে এতটা তেড়েফুঁড়ে কবে খেলেছে বাংলাদেশ? অবাক করেছে ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বশীলতা তাঁরা কবে অর্জন করেছেন? বোলাররা যেভাবে গতির ঝড় তোলেন, তা প্রতিপক্ষকে রীতিমতো কাঁপিয়ে দিয়েছে। এত গতি এল কোথা থেকে? বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে আগাগোড়াই জয়ের জন্য লড়াই করে যাওয়ার এমন নজির বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে খুব একটা দেখা যায় না। ২৬ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লিটন দাস আর মেহেদী হাসান মিরাজ যে মহাকাব্যিক ব্যাটিং করেন, তা যেকোনো ক্রিকেটারের পাঠ্য তালিকায় স্থান করে নেওয়ার মতো। বল হাতে মিরাজের স্পিন তো আছেই, হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার আক্রমণাত্মক বোলিং যেন নতুন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। পেস বোলিংয়ে বরাবরই পিছিয়ে থাকা টাইগাররা এবার যেন প্রকৃত অর্থেই টাইগার হয়ে উঠেছেন।

টেস্ট ক্রিকেটে স্বাগতিক পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ, সেই ধারা আগামীতেও যাতে অব্যাহত থাকে, সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। টাইগাররা যেহেতু এমন একটা জয়ের স্বাদ পেয়েছেন, এই স্বাদ নিশ্চয়ই তাঁরা বারবার পেতে চাইবেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে যেন কোনো কার্পণ্য করা না হয়।

সম্পাদকীয় কার্যালয় : ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫ ০৫ ৩৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০৫ ০৫ ৫৭
e-mail : krirajagat@gmail.com ও krirajagat@yahoo.com

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন সঠিক সংস্কার

সেরা চিঠি

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের সাফল্য খুব সামান্যই। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন সঠিক সংস্কার। শুধু ক্রীড়াবিদ নন, তাঁদের সঙ্গে জড়িত সবাইকে হতে হবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্য ব্যর্থতার প্রকৃত মূল্যায়ন থাকতে হবে। সঙ্গে থাকতে হবে সঠিক জবাবদিহিতা। ক্রিকেটের কোনো এক ফরম্যাটে বাংলাদেশ খারাপ খেললে বিসিবি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও পরবর্তী সময়ে সেই কমিটি থেকে কোনো ফলাফল বেরিয়ে আসে না। অথচ জবাবদিহিতা ছাড়া স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা থাকবে না। ক্রিকেট বোর্ডের উচিত হবে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা। বোর্ডের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকলে খেলোয়াড়দের তা মেনে চলতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনে বিভিন্ন ফেডারেশনে যাঁরা নতুনভাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন, তাঁদের উচিত হবে যথাযথভাবে তা পালন করা। 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' প্রতিপাদ্যে তৈরি হতে যাচ্ছে 'বাংলাদেশ স্পোর্টস ইনস্টিটিউট'। দেশের খেলাধুলাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ এটি। বাংলাদেশে প্রথম এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে যাচ্ছে। খেলোয়াড়, কোচ এবং ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে জড়িত সবার জন্য তা হবে বিশেষায়িত এক স্থান। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপলক্ষে এবং লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়াবিদদের হাইপারফরম্যান্স, ক্রীড়ায় সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জন, ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্রীড়া কৌশল ও নেতৃত্বগুণের মানোন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' স্লোগানে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নির্মিত হতে যাচ্ছে 'বাংলাদেশ স্পোর্টস ইনস্টিটিউট'। এই স্পোর্টস ইনস্টিটিউট ক্রীড়াবিদ তৈরির চেয়ে তাদের মানোন্নয়নের কাজ বেশি করবে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে ক্রীড়াবিদদের মান উন্নয়ন করা হবে। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈরি এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও উচ্চ ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্পোর্টস ইনস্টিটিউট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতনামা স্পোর্টস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশেষায়িত স্পোর্টস সেবা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এই ইনস্টিটিউট। ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও চীনসহ উন্নত রাষ্ট্র স্পোর্টস ও সায়েন্সের মেলবন্ধনে যে ফলাফল ও সাফল্য সেই দেশগুলো অর্জন করেছে, তা দেশের মাটিতেও নিশ্চিত করাই হবে এই ইনস্টিটিউটের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিটি খেলায় সুযোগ-সুবিধার কোনো কমতি নেই। তারপরও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলায় তেমন এগিয়ে নেই। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে খেলাধুলায় উন্নয়ন করতে হবে।

তোহা বকর
প্রবাহ ভবন (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পাশে)
উপজেলা : কাহালু, জেলা : বগুড়া।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- সম্পাদক

ক্রীড়াঙ্গনের নতুন অভিভাবকের প্রতি বিনীত অনুরোধ

চিঠির শুরুতে প্রথমে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ক্রীড়াঙ্গনের নতুন অভিভাবক নির্বাচিত হওয়া আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে। কিছু দিন আগে আসিফ মাহমুদ সাহেব তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারটিতে বসার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। আশা রাখি তাঁরই নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে পারবে আগামীর সুন্দর, মসৃণ ক্রীড়া বাংলাদেশ। এটাই জাতি আশা করে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসে এবারই হয়তোবা প্রথম কোনো তরুণ এ গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে বসতে পেরেছেন, যা এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আমরা যাঁরা ভালোবাসি, তাঁদের সবার হয়তোবা এখন থেকে চোখ থাকবে আসিফ সাহেব দেশকে কতটুকু সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, সেটা। এ কথাটা বলার কারণ হলো, ফুটবল খেলার কথাই ধরা যাক, অতীতে আমরা দেখেছি এ খেলাটার কোনো প্রাণই ফিরে আনতে পারেনি বাফুফে। যুগের পর যুগ চলে গেছে, কিন্তু সেই ফুটবলের সোনালি দিনটা কেউ ফিরিয়ে আনতে পারেননি, যা বড় একটা ব্যর্থ দিকও বলা যায় এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসে। যেখানে এক এক দেশ ফুটবলে ইদানীং বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ফুটবল-বিশ্বে, সেখানে আমরা দিন দিন পিছিয়ে আছি। ঠিকমতো লিগের খেলা হয় না, এসএ গেমসে নেই কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য। পরিণামে সময় এরপর সময় চলে গেছে কিন্তু সেই নব্বই দশকটা ফিরিয়ে আনা কখনো সম্ভব হয়নি একমুহূর্তের জন্য। যেটা এ দেশের ফুটবল ইতিহাসের খারাপ একটা দিকও বলা যায়। আবার ক্রিকেটের কথা বললে ও ধরতে গেলে একই অবস্থা আমরা দেখি, যেমন ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দল দারুণভাবে ব্যর্থ হতে আমরা দেখেছি, তারপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও আমাদের ছিল না উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য। আর বছরের পর বছর তো বিভিন্ন সিরিজ খেললেও নেই কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য। নেই কোনো দলের ধারাবাহিকতা। অথচ দেখতে দেখতে ক্রিকেটের বয়সটাও আর কম পেরিয়ে যায়নি। তারপরও উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসেনি এখনো আমাদের। অথচ আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের খেলার ধারাবাহিকতাটা কত সুন্দর চোখে পড়ে আমাদের। তারা আমাদের অনেক পরে এসে বিশ্ব ক্রিকেটে যেভাবে শাসন করছে, তা সত্যি সত্যিই অসাধারণ লাগে। আর আমরা দিন দিন আফগানিস্তান থেকেও পিছিয়ে পড়ছি। আসলে আমরা এ দেশের ক্রীড়াপ্রিয় মানুষরা এই দুই প্রধান খেলাকে ভীষণ ভালোবাসি, তাই এগুলো নিয়ে একটু লিখলাম। আশা রাখি, আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের নতুন অভিভাবকের হাত ধরে এই দুই খেলাসহ ক্রীড়াঙ্গন বেশ এগিয়ে যাবে। কোথায়, কোন জায়গায় মূল সমস্যা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নিলে সব খেলাধুলাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আশা রাখি, তিনি সবকিছুতে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে বেশ সফলতা অর্জন করে এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে একটা সুন্দর অবস্থানে পৌঁছে দিতে পারবেন। দেশবাসীরা কিন্তু এটাই আশা করে নতুন এই অভিভাবকের প্রতি। পরিশেষে আবারও নতুন এই ক্রীড়া উপদেষ্টাকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম (রাসেল)
আলম মনজিল, আমতলী,
কালাম উল্লাহ বাড়ি, ফটিকছড়ি,
চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

সাকিব প্রসঙ্গে

বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। কিন্তু কখনো কখনো তাঁর কাছ থেকে বোর্ড এবং দর্শক এমন কিছু উপহার পান, যা আশা করে না, কোনো মানুষের কাছেই আনন্দের নয় সেই কার্যকলাপগুলো। তিনি দলকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে চলতে চেয়েছেন। তিনি কখনো কখনো এমন কার্যক্রম করেছেন, যা দলকে বিশ্ব মঞ্চে ডুবিয়েছেন। প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন খেলোয়াড়রা। কেউ মুখ খুলে কথা বলার সাহস পাননি। যার ফলে যেই দর্শক তাঁকে মাথায় তুলেছিল, সেই দর্শক মাথা থেকে ছুড়ে ফেলেছেন। গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি খেলে কানাডা থেকে সাকিব আল হাসানের দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দেন পাকিস্তানে। সাকিব কি ভবিষ্যতেও

এমন করতে পারবেন? ২১ আগস্ট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে অবধারিতভাবে সাকিব প্রসঙ্গ উঠে আসে কয়েকবার। তিনি বলেন, সাকিব এভাবে বাইরে থেকে খেলতে পারবেন কি না, এটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে। সাকিব বাইরে থেকে খেলতে পারবে কি না, আরেকটা ব্যাপার। যেটা আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখব।' ক্রিকেটারদের নিয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসবে। সিরিজ কিংবা সফর চলাকালীন একজন ক্রিকেটার কী করতে পারবেন আর কী করতে পারবেন না, সে ব্যাপারে থাকবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। 'খেলোয়াড়দের ব্যাপারে কিছু নিয়ম যোগ করা হবে। তাঁরা কী করতে পারবেন, কী করতে পারবেন না। বিশেষ করে সফর চলাকালীন সময়, সফরের আগে ও পরে ক্রিকেটাররা কী করতে পারবেন, কী পারবেন না, এসব থাকবে। নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রত্যাশা করছি বিসিবির নতুন সভাপতির কাছে। যোগ্য ব্যক্তি যথাস্থানে স্থান দেওয়াটাই হবে অধিকতর সম্মানের। সেই সুদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

মোহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত
দৌলতপুর কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা।

স্বাগতম বিসিবির নতুন সভাপতিকে

দেশের সর্বোচ্চ ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অর্থাৎ বিসিবির শীর্ষ পদেও পরিবর্তন এল। এক যুগ পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতির পদ থেকে নাজমুল হাসান পাপন পদত্যাগের পর একই দিনে বিসিবির নতুন সভাপতি করা হয়েছে ফারুক আহমেদকে। স্বাগতম ফারুক আহমেদকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি নিজের লক্ষ্য নিয়ে বলেছেন-'লক্ষ্য অনেক বড়। প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য দেশের সম্মান বৃদ্ধিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। দলকে একটা জায়গায় (ভালো) দেখতে চাই। কীভাবে দেখব, সেটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। সুতরাং অনেক জায়গায় আমাদের কাজ করতে হবে।' তিনি আরও বলেন-'অনেক দিন ধরে কাজ হয়েছে, হয় নাই, এসব নিয়ে প্রশ্ন আছে। আমাদের প্রথম ও প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে আমাদের কাজটা সহজ হবে। আমরা অন্য দিকে যেন সরে না যাই। সুতরাং বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ক্রিকেট সব মিলিয়েই এটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।' আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি।

মাইনুল হক (পাপ্পু)
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন

পাকিস্তান সফরে গিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে দাপটের সহিত বিশাল ব্যবধানে ১ম টেস্ট ম্যাচটি জেতার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রথম পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো টেস্ট ম্যাচ জিতল, তা-ও আবার তাদের দেশে এবং ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। সত্যিই অসাধারণ এক ম্যাচ উপহার দিয়েছিলেন রাওয়ালপিন্ডিতে মুশফিকরা। এ সিরিজের আগে অবশ্য এক সংবাদ সম্মেলনে মুশফিক বলেছিলেন তিনি লম্বা ইনিংস খেলার প্রতি বেশ মনোযোগী হবেন এবার। যেমন কথা তেমন কাজ করে দেখালেন ধর্মভীরু মুশফিক। অল্পের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি করতে পারলেন না তিনি। তবে চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না তাঁর। বোলাররাও ভালো পারফরম্যান্স করে দেখানোর ফলে এবার জয়টি হাতের নাগালে চলে এসেছিল। সামনে আসছে চ্যামপিয়ন্স ট্রফি, সেটাতেও আশা করি বাংলাদেশ দল ভালো পারফরম্যান্স করে দেখাতে পারবেন শান্তরা। ওয়ানডে বিশ্বকাপে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দল বাজে খেলার ফলে বিশ্বের কাছে আমরা বেশ সমালোচিত হয়েছি, এই সমালোচনা জবাব মুশফিকরা এবার পাকিস্তানে গিয়ে দিতে পেরেছেন, তাই ভীষণ ভালো লাগতেছে বৈকি জাতির। আশা রাখি এ জয়ের ধারা সামনে ও অব্যাহত থাকবে।

সাদমান মাহমুদ
জারিয়া বারুজ টাওয়ার, বাবুল সাহেব এর ভিলা, বায়জিদ, চট্টগ্রাম।

বিসিবি সভাপতির কাছে প্রত্যাশা

দেশের মানুষ এবার একটু ক্রিকেটের ময়দানে নতুন এবং স্বচ্ছ কিছু দেখার অপেক্ষায় আছে। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ফারুক আহমেদ দায়িত্ব নেওয়ার আগে বিসিবির দায়িত্বে ছিলেন আরও ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে কেউই ক্রিকেটার ছিলেন না। ফারুক আহমেদ আপাদমস্তক একজন ক্রিকেটার। তিনি জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে তাঁর অধিনায়কত্বে আইসিসি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। জাতীয় দলের পক্ষে সাতটি ওয়ানডেতে ও একটি হাফ সেঞ্চুরির ইনিংস খেলেছেন এই সাবেক ক্রিকেটার। ক্রিকেট দলের তিনবারের নির্বাচক। তিনি প্রথম ও একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে বিসিবির সভাপতি হয়েছেন। যেকোনো ক্রিকেটারের জন্য যা সর্বোচ্চ সম্মান। তিনি ১৫তম সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ায় আমরা খুবই সন্তুষ্ট। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা, ক্রিকেট বোর্ড দুর্নীতি বন্ধে একটা সিস্টেম চালু, সাকিবের বিষয়েও পলিসি, জাতীয় দলকে প্রাধান্য ও ঘরোয়া আসরকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ ছাড়া কোনো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কখনোই ব্যক্তিগত রোষানলে যেন পড়তে না হয়। আমরা সবাই চাই তরুণদের নতুন বাংলাদেশে নতুন করে ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে হবে এবং ভাবনা অনুযায়ী কাজও করতে হবে। তবেই আমরা ক্রীড়াঙ্গনের সুদিন দেখতে পাব।

মিসেস নূর জাহান বেগম
৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিঙ্ক রোড,
সোনাডাঙা, খুলনা-৯১০০

রোনালদো কেন 'মিস্টার ইউসিএল' নামে পরিচিত?

আজ আমি এমন এক ফুটবলার কে নিয়ে লিখতে যাচ্ছি যার নাম জানেন না, এমন ক্রীড়া অথবা ফুটবলপ্রেমী খুব কমই আছেন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫ সালে জন্মগ্রহণকারী পর্তুগালের মাদেইরা থেকে উঠে আসা বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম ফুটবলার তিনি। তিনি আর কেউ নন, বরং আপনার আমার পরিচিত ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। রোনালদোকে নিয়ে উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্ডার সেফেরিন বলেন, 'তার পেশাদারিত্ব, কাজের নীতি, উৎসর্গ এবং মহান মঞ্চে উজ্জ্বল হওয়ার ক্ষমতা– এমন গুণাবলী যা সকল ফুটবল খেলোয়াড়দের সর্বত্র অনুকরণ করা উচিত।' ২৯ আগস্ট উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২০২৪-২৫ এর ড্র অনুষ্ঠিত হয়। আর এই অনুষ্ঠানে রোনালদোকে উয়েফার তরফ থেকে একটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে রোনালদোকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উয়েফা প্রেসিডেন্ট রোনালদোর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। রোনালদো এ পর্যন্ত ইউসিএলে ১৮৩ ম্যাচ খেলে ১৪০টি গোল দিয়ে ইউসিএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কীর্তি গড়েন। রোনালদোর ১ অক্টোবর, ২০০৩ সালে ইউসিএলে অভিষেক হয়। রোনালদো ইউসিএলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ৫৯ ম্যাচে ২১ গোল ও ৯টি অ্যাসিস্ট, রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ১০১ ম্যাচে ১০৫ গোল ও ২৪টি অ্যাসিস্ট এবং জুভেন্টাসের হয়ে ২৩ ম্যাচে ১৪ গোল ও ৪টি অ্যাসিস্ট করেন। তিনি ইউসিএল ২০১৩-১৪ মৌসুমে ১২ ম্যাচে ১৭ গোল করে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েন। তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে একবার ও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চারবার, সর্বমোট পাঁচবার ইউসিএল জয় করেন। রোনালদো এ পর্যন্ত সাতটি পৃথক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে মৌসুম শেষ করেন, যা অন্য কোনো ফুটবলারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উয়েফা প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার সেফেরিন অনুষ্ঠানটিতে আরও বলেন, 'আমি যখনই ফুটবল নিয়ে চিন্তা করি, তখনই আমার রোনালদোর কথা মনে পড়ে। আমি যদি তার কীর্তি নিয়ে কথা বলা শুরু করি, তাহলে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগবে বলে শেষ করতে।' এসকল চোখ ধাঁধানো সমীকরণ ও পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে অনেকে রোনালদোকে 'মিস্টার ইউসিএল' বলে আখ্যায়িত করেন। এমনকি ইউসিএলে তাঁর পারফরম্যান্স এতটাই অসাধারণ যে, অনেকে ইউসিএলকে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না বলে 'উয়েফা ক্রিশ্চিয়ানো লিগ' বলে থাকেন। তিনি ইউসিএলের একমাত্র ফুটবলার যিনি ৪টি ইউসিএল ফাইনালে গোল স্কোর করেন। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় কেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ইউসিএলের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং 'মিস্টার ইউসিএল' নামে খ্যাত।

নাজমুস সাদাত চৌধুরী সায়েম
৯ম শ্রেণি, সীতাকুন্ড সরকারি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
সীতাকুন্ড পৌরসভা, চট্টগ্রাম।

ঘোষণার বোঝা মাথায় নিয়েও দলকে দারুণভাবে লিড এনে দিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা, আর দ্বিতীয় টেস্টে ২৬ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে ফাইটব্যাকের অনন্য নজির দেখিয়ে ২৬২ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তারাই। অন্যদিকে বাংলাদেশের বোলাররা ছিলেন উইকেট শিকারে নিজেদের ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় মশগুল, প্রয়োজনের সময় কেউ না কেউ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বিধ্বংসী বোলিং করেছেন; নইলে কোনোভাবেই এমন জোড়া জয় হাতে ধরা দিত না বাংলাদেশের। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে টিম স্পিরিটের জয়গান গেয়েই অবিস্মরণীয় কীর্তি গড়েছে বাংলাদেশ।

দুঃসহ অতীত পেছনে ফেলে পাকিস্তানের বিপক্ষে এবারই প্রথম টেস্ট ও সিরিজ জয়ের মুখ দেখেছে বাংলাদেশ। তবে এর আগেও বাংলাদেশ দেশের বাইরে এই সংস্করণের সিরিজ জিতেছে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করে। টানা দুই টেস্ট জয়ও এই প্রথম নয়, আছে পরপর তিন টেস্ট জয়ের রেকর্ডও (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে, ২০১৪ সালে)। এমনকি সাদা পোশাকের ক্রিকেটে 'দৈত্যবধের' নজীরও ইতিপূর্বে বাংলাদেশ দেখিয়েছে একাধিকবার। ২০১৬ সালে মিরপুরে ইংল্যান্ডকে হারানো, ২০১৭ সালে কলম্বোয় শততম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে হারের স্বাদ উপহার দেওয়া, একই বছরের আগস্টে শেরে বাংলায় অস্ট্রেলিয়াকে ধরাশায়ী করা, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডকে কুপোকাত করার পর গত বছর সিলেটে সেই ব্ল্যাক ক্যাপসদের আবারো পরাজিত করা... সার্বিকভাবে প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা বিবেচনায় টেস্টে বাংলাদেশের গৌরবময় কীর্তির উদাহরণ দিতে গেলে এগুলোই আসতো ঘুরেফিরে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য কি? আগের সব কিছু ছাপিয়ে এখন উত্তরটা একদম সহজ- পূর্ণ শক্তির পাকিস্তানকে তাদেরই দেশে হোয়াইটওয়াশ করা। প্রায় ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের সেরা অর্জন যে এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০ তে সিরিজ জয়, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আরও একধাপ এগিয়ে সব সংস্করণ মিলিয়েই এটিকে রাখছেন শীর্ষে, পাকিস্তান থেকে ফেরার পর বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলছিলেন, 'আমার কাছে তো মনে হয়, সবচেয়ে বড় অর্জন এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের। এটা শুধু আমার

সিরিজের ট্রফি নিয়ে উল্লসিত বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত

একার ব্যক্তিগত কথা নয়, দলের সবাই এটা বিশ্বাস করে।'

৯টি সিরিজ জয়ের 'ময়নাতদন্ত'

দীর্ঘ ১৫ বছর পর এই নিয়ে দেশের বাইরে

প্রথমটি বাদে বাংলাদেশের বাকি ৮টি টেস্ট সিরিজ জয়ী দলেই ছিলেন মুশফিকুর রহিম

দ্বিতীয়বার একাধিক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দ্বিতীয় সারির ক্যারিবীয় দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রথম পেয়েছিল এমন অভিজ্ঞতা। টাইগাররা এ পর্যন্ত খেলেছে ১৪৪ টেস্ট, জিতেছে ২১টিতে, হেরেছে ১০৫ ম্যাচে এবং ড্র হয়েছে ১৮ টেস্ট। সেখানে ১, ২ ও ৩ ম্যাচের মিলিয়ে সাকুল্যে ৭৫টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের মধ্যে নবমবার সিরিজ জিতল বাংলাদেশ, পরাজিত হয়েছে ৫৬টিতে এবং অমীমাংসিত রাখতে পেরেছে ১০টি সিরিজ। এর বাইরে ২০০১ সালের আগস্টে এশিয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে মুলতানে পাকিস্তানের মোকাবিলা করে হারে বাংলাদেশ, যেটি কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজের অংশ ছিল না। মোট ৫ দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৯টি সিরিজ জয়ের ৬টি দেশের মাঠে এবং ৩টি বিদেশের মাটিতে।

বিস্তারিত 'ময়নাতদন্ত' করে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ ১ ম্যাচের সিরিজ খেলেছে ১০টি, জিতেছে ৪টি, হেরেছে ৫টি, ড্র ১টি; ৬২টি খেলেছে ২ ম্যাচের সিরিজ, জয় পেয়েছে ৪টিতে, পরাজিত হয়েছে ৪৯টিতে, অমীমাংসিত রেখেছে ৯টি সিরিজ এবং ৩টি ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলে ২টিতে হেরে ১টি জয় করেছে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষকে ৪ বার হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ এবং নিজেরা 'ধবলধোলাই' হয়েছে ৩৮ বার। সবচেয়ে বেশি ৪টি সিরিজ জয় এসেছে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে, ২টি ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ১টি করে আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিপক্ষে।

পাকিস্তানকে তাদেরই দেশে হোয়াইটওয়াশ করার পর রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পুরস্কার বিতরণী শেষে ট্রফির সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের উদ্‌যাপন

বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের সেরা অর্জন

মো. মাহবুবুর রশিদ

প্রথমটি রেকর্ড গড়া ১০ উইকেটে এবং দ্বিতীয়টি ৬ উইকেটে– রাওয়ালপিন্ডিতে ক্রিকেট-দুনিয়া কাঁপানো টানা দুই টেস্ট জয়ে নতুন ইতিহাস লিখেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করার অবিশ্বাস্য অর্জনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে হাথুরু-শান্তর দল। কল্পনাকে হার মানানো এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও কেমন যেন একটা ঘোরলাগা অবস্থা বিরাজ করছে এখনো, সত্যিই পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে তো টাইগাররা! এমনিতে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে অঘটন ঘটলেও টেস্ট ক্রিকেটে কিন্তু ‘অঘটন’ নামক কোনো শব্দের অস্তিত্বই নেই। লাল বল আর সাদা পোশাকের পাঁচ দিনের ম্যাচে সেশন বাই সেশন রোমাঞ্চ আর নাটকীয়তা শেষে শক্তি-সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে যোগ্যতম দলটিই হাসে শেষ হাসি; এখানে চমক কিংবা ফ্লুক সাফল্য বলে নেই কিছু। তা-ও কোনোক্রমে এক ম্যাচ জিতলে তবুও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ উভয় টেস্টেই যেভাবে স্নায়ুচাপ সামলে অতুলনীয় পেশাদারিত্ব দেখিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ ঠেলে দিয়ে জয় তুলে নিয়েছে, টেস্টের পোড় খাওয়া দল পাকিস্তানকেও তা বিস্মিত করেছে। প্রথম টেস্টে ৪৪৮ রানে পাকিস্তানের ইনিংস

নিজেদের টেস্ট ইতিহাসের সেরা সাফল্য নিয়ে পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পর বিমান বন্দরে নাজমুল-হাথুরু বাহিনীর এমন ফুলেল শুভেচ্ছা তো প্রাপ্যই ছিল

বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ জয়ের গল্প...

২০০০ সালের নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে ঢাকায় টেস্ট অভিষেকের পর বাংলাদেশ দল প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়ের মুখ দেখে ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে সফরকারী জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। চট্টগ্রাম টেস্টে ২২৬ রানের বড় ব্যবধানে জয়ের পর ঢাকা টেস্টে লড়াকু এক ড্র আদায় করে ১-০ তে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে হাবিবুল বাশার সুমনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তার আগপর্যন্ত টানা ১৬ সিরিজে বাংলাদেশের কপালে জুটেছিল কেবলই হার। প্রায় সাড়ে চার বছর পর ২০০৯ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে বাংলাদেশ ক্যারিবীয় দলকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বার সিরিজ জিতে, যা টাইগারদের প্রথম ‘হোয়াইটওয়াশ’ সাফল্য! কিংসটাউন টেস্টে ৯৫ রানে জয়ের পর বাংলাদেশ গ্রেনাডায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট জিতেছিল ৪ উইকেটে। প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে বাংলাদেশের অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজা পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর ম্যাচের বাকি অংশে নেতৃত্ব দেওয়া সাকিব আল হাসান পরের ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে টস করেছিলেন। উল্লেখ্য, স্পন্সর নিয়ে বিরোধের জেরে তারকা ক্রিকেটারদের বিদ্রোহের কারণে ওই সিরিজে দ্বিতীয় সারির খেলোয়াড়দের নিয়ে জোড়াতালির দল সাজিয়ে মাঠে নেমেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এরপর বাংলাদেশের তৃতীয় সিরিজ জয় আসে ২০১৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে, ঘরের মাঠে। সেবার বাংলাদেশ সফরে এসে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পথে মিরপুর টেস্টে ৩ উইকেটে, খুলনা টেস্টে ১৬২ রানে এবং চট্টগ্রাম টেস্টে ১৮৬ রানে হেরেছিল জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশকে একমাত্র ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। সাকিব আল হাসানের অধিনায়কত্বে ২০১৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ তে ‘ধবলধোলাই’ করেছিল বাংলাদেশ নিজেদের আঙিনায়। চট্টগ্রামে ৬৪ রানে জিতলেও টাইগাররা মিরপুরে ক্যারিবীয়দের বিধ্বস্ত করে ইনিংস ও ১৮৪ রানে। টেস্ট ক্রিকেটে সেটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস ব্যবধানে জয়। এরপর বাংলাদেশ ইনিংসে জিতেছে কেবল আর একটি ম্যাচ, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ইনিংস ও ১০৬ রানে। সিরিজটিও এক ম্যাচের ছিল বলে শেষ হাসি হেসেছিল মুমিনুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। পরের বছরের (২০২১) জুলাইয়ে বাংলাদেশের জিম্বাবুয়ে সফরেও ছিল একটা টেস্ট। হারারেতে ২২০ রানের জয়ে সিরিজ নিজেদের করে নেয় মুমিনুল বাহিনী। গত বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশে প্রথমবার টেস্ট খেলতে আসে আয়ারল্যান্ড। মিরপুরে একমাত্র টেস্টে আইরিশদের ৭ উইকেটে হারিয়ে সিরিজও জিতে নেয় টাইগাররা। বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন সাকিব আল হাসান। মাস দুয়েক পর ২০২৩ সালের জুনে আফগানিস্তানকে মিরপুরে একমাত্র টেস্টে ৫৪৬ রানের রেকর্ড গড়া ব্যবধানে হারিয়ে দেয় বাংলাদেশ এবং ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামে প্রথম সাক্ষাতে ২২৪ রানে হারের প্রতিশোধ নিয়ে লিটন দাসের নেতৃত্বে সিরিজটাও জিতে নেয় লাল-সবুজ দল। সেটি ছিল বাংলাদেশের অস্টম টেস্ট সিরিজ জয়। সবশেষ পাকিস্তানকে তাদেরই আঙিনায় ২-০ ব্যবধানে লজ্জায় ডুবিয়ে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় সিরিজ জয়ের কথা তো বলা হয়েছে আগেই।

বিদেশের মাঠে বাংলাদেশ প্রথমবার একাধিক ম্যাচের সিরিজ জিতেছিল ২০০৯ সালে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের ৯টি সিরিজ জয়ের তালিকা...

নং.	প্রতিপক্ষ	সময়কাল	আয়োজক	ম্যাচ	ফল	অধিনায়ক
১.	জিম্বাবুয়ে	জানুয়ারি ২০০৫	বাংলাদেশ	২	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	হাবিবুল বাশার সুমন
২.	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	জুলাই ২০০৯	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী	মাশরাফি ও সাকিব
৩.	জিম্বাবুয়ে	অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৪	বাংলাদেশ	৩	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী	মুশফিকুর রহিম
৪.	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮	বাংলাদেশ	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী	সাকিব আল হাসান
৫.	জিম্বাবুয়ে	ফেব্রুয়ারি ২০২০	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	মুমিনুল হক সৌরভ
৬.	জিম্বাবুয়ে	জুলাই ২০২১	জিম্বাবুয়ে	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	মুমিনুল হক সৌরভ
৭.	আয়ারল্যান্ড	এপ্রিল ২০২৩	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	সাকিব আল হাসান
৮.	আফগানিস্তান	জুন ২০২৩	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী	লিটন কুমার দাস
৯.	পাকিস্তান	আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪	পাকিস্তান	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী	নাজমুল হোসেন শান্ত

● মো. মনির উদ্দিন ●

ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP

পাকিস্তানকে তাদেরই মাটিতে টেস্ট সিরিজে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ করে চমকে দিয়েছে বাংলাদেশ। সাদা পোশাকে এমন রঙিন সাফল্যের পুরস্কারও মিলেছে হাতেনাতে, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় 'বড় লাফ' দিয়েছে টাইগাররা। ৮ নম্বরে থেকে পাকিস্তান সিরিজ শুরুর পর রাওয়ালপিন্ডিতে টানা দুই জয়ে বাংলাদেশ উঠে এসেছে চতুর্থ স্থানে। অন্যদিকে পাঁচে থাকা পাকিস্তান ছিটকে গেছে বাংলাদেশের ছেড়ে আসা পজিশন অর্থাৎ ৮ নম্বরে।

আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার ৪ নম্বরে উঠে আসা বাংলাদেশের এবার এমনকি লর্ডসে অনুষ্ঠেয় ফাইনালে খেলার সম্ভাবনাও রয়েছে

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চতুর্থ স্থানে উঠে এল বাংলাদেশ

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকা একটু জটিল! যেখানে প্রতিটি জয়ের জন্য বরাদ্দ ১২ পয়েন্ট, ড্র ৪ ও টাই হলে ৬ পয়েন্ট। তবে সিরিজভেদে ম্যাচের সংখ্যা কমবেশি হওয়ায় সরাসরি এই পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে ক্রম সাজানো হয় না। বরং মোট প্রাপ্ত পয়েন্ট দলগুলো যত ম্যাচ খেলবে তত ম্যাচের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পয়েন্টের শতকরা হিসাব বের করে ক্রম সাজানো হয়। যেমন এখন পর্যন্ত ৬ টেস্ট খেলা বাংলাদেশের পয়েন্ট ৩৩। যেহেতু ৬ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৭২ পয়েন্ট পাওয়া সম্ভব, সে কারণে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৪৫.৮৩ শতাংশ। এ ছাড়া স্লো ওভার রেটের কারণে পয়েন্ট কেটে জরিমানার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম স্থানে থেকে পাকিস্তান সিরিজ শুরু করা নাজমুল হোসেন শান্তর দল প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে জয়ের পর ছয়ে উঠে এলেও স্লো ওভার রেটের কারণে ৩ পয়েন্ট জরিমানা দিয়ে আবার নেমে যায় সাতে। পরের টেস্টটি ৬ উইকেটে জিতে যাওয়ায় অবশ্য ৪ নম্বরে নাম লিখিয়েছে বাংলাদেশ। চলমান ২০২৩-২৫ চক্রে ইতিমধ্যে তিনটি সিরিজে ৬টি টেস্ট খেলে ৩টিতেই জয়ী হওয়া বাংলাদেশের শতকরা পয়েন্ট ৪৫.৮৩। শীর্ষে থাকা ভারতের শতকরা পয়েন্ট ৬৮.৯২, দ্বিতীয় স্থানের অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৬২.৫০। শতকরা ৫০ ভাগ পয়েন্ট নিয়ে নিউজিল্যান্ড আছে তিনে। পরের জায়গাগুলোয় যথাক্রমে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও সবার নিচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে সিলেটের মাঠে নিউজিল্যান্ডকে ১৫০ রানে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের চক্র শুরু করেছিল বাংলাদেশ। মিরপুরে পরের ম্যাচটি ৪ উইকেটে জিতে সিরিজ ড্র করে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। এরপর গত মার্চ-এপ্রিলে নিজেদের আঙিনায় বাংলাদেশ ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ হয় শ্রীলঙ্কার কাছে। সিলেট টেস্ট ৩২৮ রানে জিতে নেওয়ার পর লঙ্কানরা চট্টগ্রাম টেস্টে জয়ী হয় ১৯২ রানে। সর্বশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের হোয়াইটওয়াশ কীর্তি নিয়ে তো ক্রিকেট বিশ্বে এখন তোড়পাড় চলছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের হাতে এখনো ৩টি সিরিজ রয়েছে। চলতি সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সফরে গিয়ে চেন্নাই ও কানপুরে দুটি টেস্ট খেলবে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। পরবর্তী সময়ে অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরে এসে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের মোকাবিলার কিছুদিন পর টাইগাররা উড়াল দেবে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দ্বৈরথের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে নর্থ সাউন্ডে এবং দ্বিতীয়টিতে কিংসটাউনে। টেস্টে চরম দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে বাংলাদেশ এবার ভালো কিছুর আশা করতেই পারে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গত দুই আসরেই পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানির দল হিসেবে শেষ করেছিল বাংলাদেশ। ২০১৯-২১ চক্রে ৭ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতে পরাজিত হওয়া ও ১টি ড্র করা বাংলাদেশ ২০২১-২৩ চক্রে ১২ ম্যাচ খেলে জয়ের মুখ দেখেছিল ১ ম্যাচে, হেরেছিল ১০টিতে এবং অন্য ম্যাচটি ড্র হয়েছিল। অথচ এবারের চক্রে (২০২৩-২৫) এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচের ৩টিতেই জিতেছে বাংলাদেশ, হেরেছে ৩ ম্যাচে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে তৃতীয় চক্রে এসে নিজেদের সেরা সাফল্য ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে বাংলাদেশ। এখানেই শেষ নয়, নাজমুল হোসেন শান্তর দলের সামনে রয়েছে আরও বড় অর্জনের হাতছানি। কী সেটা? সম্ভাবনার নিক্তি জানাচ্ছে, এবার এমনকি ফাইনালে খেলারও আশা করতে পারে বাংলাদেশ! শর্ত হলো সে ক্ষেত্রে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও পরের তিন সিরিজেও ভালো করতে হবে। বাংলাদেশ যদি হাতে থাকা শেষ ৬টি টেস্টই জেতে এবং আর কোনো পয়েন্ট জরিমানা না দেয়, তবে শতকরা হিসেবে সর্বোচ্চ ৭২.৯১ পয়েন্ট পেতে পারে। আবার ৬টি ম্যাচই হারলে পয়েন্ট কমে ২২.৯১ শতাংশ হয়ে যাবে। পরের ৬ টেস্টে ৩টি করে হার-জিত দেখলে শতকরা পয়েন্ট হবে ৪৭.৯১। শেষ পর্যন্ত কী হবে, কে জানে, তবে অন্তত কাগজ-কলমের হিসাবে বাংলাদেশের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা ভালো করেই টিকে আছে। এবারের চক্রের ফাইনাল আগামী বছরের ১১-১৫ জুন অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ডের লর্ডসে।

অন্যদিকে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে আগের মতোই নবম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ, ১৩ রেটিং পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ৬৬। দুর্দশার মধ্য দিয়ে যাওয়া পাকিস্তান নেমে গেছে ৮ নম্বরে (রেটিং পয়েন্ট ৭৬)। ২০০৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে র‍্যাঙ্কিং প্রবর্তনের পর পাকিস্তানের এটিই সর্বনিম্ন পয়েন্ট।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকা...

ক্রম	দল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র	পয়েন্ট	শতাংশ
১.	ভারত	৯	৬	২	১	৭৪	৬৮.৫২
২.	অস্ট্রেলিয়া	১২	৮	৩	১	৯০	৬২.৫০
৩.	নিউজিল্যান্ড	৬	৩	৩	০	৩৬	৫০.০০
৪.	বাংলাদেশ	৬	৩	৩	০	৩৩	৪৫.৮৩
৫.	ইংল্যান্ড	১৫	৮	৬	১	৮১	৪৫.০০
৬.	দক্ষিণ আফ্রিকা	৬	২	৩	১	২৮	৩৮.৮৯
৭.	শ্রীলঙ্কা	৬	২	৪	০	২৪	৩৩.৩৩
৮.	পাকিস্তান	৭	২	৫	০	১৬	১৯.০৫
৯.	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৯	১	৬	২	২০	১৮.৫২

চোখ ধাঁধানো, প্রাণ ভরানো এক অবিস্মরণীয় সফল অভিযান

● আশরাফ উদ্দিন খান ●

আইসিসি আয়োজিত বিশ্ব ক্রিকেটের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা চলছে। সারা জগতের ক্রিকেটাঙ্গন এখন উত্তাল উন্মাদনায় ভরপুর। আগামী ১১ই জুন লর্ডসে অনুষ্ঠিতব্য ফাইনালের আসরে কোন কোন দল মাঠে নামবে তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলো একে অপরের সামনাসামনি হবার জন্য নিজেদেরকে যথাসাধ্য, তৈরি করে জিতেছে। এখন এই আসর অনেকটা মাঝপথে। ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাট দেশে বিদেশে চলছে নানাবিধ আয়োজন। টি-টোয়েন্টি, ওডিআই, টি-টেন, দ্য হান্ড্রেড ইত্যাদিরও বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে তবু বলতে দ্বিধা নেই যে, টেস্ট ক্রিকেট এখনও সবার উপরে। এই খেলার গতি গজগমনের সাথে তুলনীয় হলেও আভিজাত্যের প্রশ্নে তুলনাহীন। এই খেলার সূচি অনুযায়ী আমাদের সামনে পড়ে ক্রিকেটের অন্যতম পরাশক্তি পাকিস্তান। আগস্টের একুশ থেকে সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ পর্যন্ত দু'টি টেস্ট হয় বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান। স্থান রাওয়ালপিন্ডি। সে দেশের প্রায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের শহর। হিন্দুকোশ আর কারাকোরামের অতি নিকটবর্তী মনোরম শহর। অনতিদূরে ভূস্বর্গ কাশ্মির। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেটের একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক মনে করছি। ১৯৫২ সালে ভারতের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট সিরিজ তাদের খেলা শুরু। ২-১ ব্যবধানে পরাজিত হলেও লক্ষ্ণৌ টেস্টে একটি জয় ছিল নজরকারা। সেই টেস্টেই নজরে পরে পাকিস্তানের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকানো নজর মাহমুদের। জয়ের নায়ক ইতিহাস সৃষ্টিকারী বোলার ফজল মাহমুদ। এরপর ১৯৫৪ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে চার টেস্টের এক সিরিজ খেলায় দুই দেশ মিলিত হয়। ফলাফল ১-১। শেষ টেস্টে ওভালের মাঠে স্বাগতিকদের হারিয়ে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয় সুদক্ষ অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদারের পাকিস্তান। এই সময় তাদের দলে ছিলেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যাটার হানিফ মোহাম্মদ। সাথে ছিলেন মধ্যম মানের ওয়াকার হাসান, মাকসুদ আহমদ ও ইমতিয়াজ আহমেদের মতো ব্যাটসম্যান। ফজলের সহকারী বোলার খান মোহাম্মদ, মাহমুদ হোসেন ও স্পিনার জুলফিকার আহমেদও ভালো বল ছুঁড়েছেন। এরপর থেকেই দেশটির ক্রিকেটের সুনাম চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ঘরের মাঠে ১৯৫৯ সালে সোবার্স, কানহাই, হান্টে ও ওয়েসলী হলের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়। পর্যায়ক্রমে সে দেশে আবির্ভূত হন অনেক ক্রিকেট তারকা। বিশ্বমানের পেস বোলার ইমরান খান, সরফরাজ নেওয়াজ, ওয়াসিম আকরাম ওয়াকার ইউনিসও গতিসম্রাট শোয়েব আখতার। তাদের সাথে ছিলেন স্পিনার আব্দুল কাদির, সাকলাইন মোশতাক, মুশতাক আহমেদ, নাসিমুল গনি প্রমুখ। ব্যাটসম্যানের সারি আরও দীর্ঘ। এই সময়ের সেরা ব্যাটারদের কথা উল্লেখ করলে বলতে হয় জাভেদ মিয়ানদাদ, সাঈদ আহমেদ, মাজিদ খান, জহীর আব্বাস, সাঈদ আনোয়ার, ইনজামামুল হক, মোহাম্মদ ইউসুফ ও দেশের একমাত্র দশহাজার ক্লাবের সদস্য ইউনুস খানের নাম তাছাড়া হানিফ ভ্রাতা ওয়াজির মোহাম্মদ ও চৌকষ খেলোয়াড় মুশতাক মোহাম্মদের নামও উল্লেখযোগ্য। এদের নিয়েই পাকিস্তান ১৯৯২ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। এই পাকিস্তানের বিপক্ষেই আমাদের খেলার সূচি নির্ধারিত হয়। এর আগে এই দেশের সাথে তের বার সাক্ষাত হয়েছে। বারো বারই হেরেছি। একটি মাত্র টেস্টে খুলনার মাটিতে তামিম ইকবারের ডাবল সেঞ্চুরির সুবাদে ড্র হয়, কিন্তু কোনোদিন জয়ের আস্বাদ পাইনি। একবার জয়ের চার দ্বারপ্রান্তে গিয়েও ওদের দলনায়ক ইনজামামের জন্য স্বল্প ব্যবধানে হেরেছি। এবারের আমাদের ক্রিকেট ছিল নববলে বলীয়ান। জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ক্রিকেটারদের মাঝেও প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই নেপোলিয়ানের আল্পস ডিঙানোর মতো আমাদের সোনার ছেলেরা অসাধ্য সাধনে নেমে পড়ে। সাধন করেছেন ও সাফল্যের সাথে, বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে। এর আগে আরও তিনবার টাইগারবাহিনী প্রতিপক্ষকে ধবল ধোলাই দিয়েছে। দু'বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং একবার জিম্বাবুয়ে। তা সত্ত্বেও এবারের ফলাফল অন্যবারের সাথে তুলনীয় নয়। শক্তিধর ক্রিকেট দেশ অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানো আর

পাকিস্তানকে হারিয়ে খেলোয়াড়দের উল্লাস

জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড বা স্কটল্যান্ডকে হারানো এক কথা নয়। শশক শিকার আর শুশুক শিকারে অনেক তফাৎ রয়েছে। এবারের জয়ে আমরা নিজেরে নিজেদেরকে চিনেছি। শক্তির সাথে বিজয় অভিযানের আগে জাতীয় কবির ভাষায় গেয়ে উঠতে হবে এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি। যাই হোক, লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে দেখা যাক কোথায় কি হয়েছে।' ২১ আগস্ট। পিন্ডির মাঠে জোর বৃষ্টি। খেলা শুরু হতে প্রায় তিনঘণ্টা বিলম্ব হয়। টসে জিতে আমাদের বিচক্ষণ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। নির্ভুল সিদ্ধান্ত। ভেজা মাঠ। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। তাদের আগের তারকারা কেউ নেই, তবু মাঠে আছেন বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। রয়েছেন অসামান্য বোলার শাহীন শাহ আফ্রিদী। তার নিকটাত্মীয় শহীদ আফ্রিদীও ছিলেন সমীহ জাগানো অলরাউন্ডার। প্রথম দিনে অতি দ্রুত আবদুল্লাহ শফিক, শান মাসুদ ও বাবর আজম বিদায় নিলে কিছুক্ষণের জন্য সায়েম আইউব হাল ধরেন। তারপর শুরু হয় সৌদ মাকিল আর মোহাম্মদ রিজওয়ানের দর্শনীয় ব্যাটিং। শাকিলের ১৪১ এবং রিজওয়ানের ১৭১ (নটআউট) রানের উপর ভর করে স্বাগতিক দল ৬ উইকেটে ৪৪৮ রান করে দ্বিতীয় দিন শেষ হওয়ার অল্প একটু আগে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রথম টেস্টের এই চিত্রের পেছনে পাক অধিনায়কের স্থির বিশ্বাস ছিল প্রতিপক্ষের পক্ষে ২৪৯ রান করে ফলোঅন এড়ানো সম্ভব নয়। ধারণাটা অমূলক ছিল না। কারণ এর আগে এমনটাই ঘটেছে একাধিকবার কিন্তু চিরদিন 'কাহারও সমান নাহি যায়।' তারা কোনোভাবেই ভাবতে পারেনি যে মুশফিকুর রহিম তার ক্যারিয়ারের তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৯১, সাদমানন ৯৩, লিটন ৫৬, মেহেদী ৭৭ আর মুমিনুল (৫০) পাহাড় সমান প্রতিবন্ধক হয়ে সামনে দাঁড়াবেন। অধিনায়কের স্থির বিশ্বাস ছিল, আফ্রিদী, নাসিমশাহ আর খুররম শাহজাদের সামনে এই অর্ধচেনা দেশের ক্রিকেটাররা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। মানুষ ভাবে এক, স্রষ্ঠা গড়েন আরেক। নিজেদের গড়া রানে ফলোঅন' দূরে থাক, টাইগাররা তুললেন আরও ১১৭ রান বেশি। ৫৬৫। পাক-অধিনায়কের তখন অবস্থা 'সাঁঝের প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে-নিজেই পুড়ে গেলাম। এই হতাশার কারণেই দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের ব্যাটাররা একে একে কর্তিত কদলী বৃক্ষের মতো ভূপাতিত হতে থাকেন। থেমে যায় তাদের স্বপ্ন সাধ। মোহাম্মদ রিজওয়ান (৫-১) একা হাল ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন না। আবদুল্লাহ শফিক (৩৭) কিছুটা সঙ্গ দিলেও ইনিংস শেষ হয় ১৪৬ রানে। বাকি কাজ অর্থাৎ ৩০ রান তুলতে টাইগার ওপেনারদের সাড়ে ছয় ওভারের বেশি লাগেনি। এই অবিশ্বাস্য ১০ উইকেটে জয়ের পেছনে ছিল বোলার আর ফিল্ডারদের অচিন্ত্যনীয় নৈপুণ্য। স্পিনার মিরাজ (২১/৪), সাকিব (৪৪/৩), পেসার শরীফুল (২০/১), হাসান (২০/১) এবং নবাগত নাজিদ রানার (৩০/১) ত্রাস সৃষ্টি করা বোলিং। পিন্ডির মাঠে, গরমের মধ্যেও বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা এতটা করতে পারবেন সম্ভবত কেউ ইতোপূর্বে ধারণাও করতে পারেননি। আরম্ভ হতো দ্বিতীয় টেস্ট। শান মাসুদের চোখে মুখে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার দৃঢ় সংকল্প। শান্তর চিন্তা, কোনোক্রমে ড্র করা যায় কি না। হয়তো বা এমন চিন্তাই তারা করেছেন। শান্তর পক্ষে সিরিজ হারানোর ভয় ছিল না তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ৩০ আগস্ট প্রবল বৃষ্টি। টস হলো না। খেলাও হলো না। বৃষ্টিতে ভেসে গেল মহামূল্যবান একটি দিন। উভয় দলের তখন ভিন্ন মনোভাব। পশ্চিমারা ভাবলেন, প্রতিশোধ নেবার একটি দিন নষ্ট হয়ে গেল। সফরকারীদের একটু স্বস্তি যে, চার দিনের খেলাটি হয়তো মীমাংসার পর্যায়ে নাও পৌছাতে পারে। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হলো। টসে জিতে এবারও শান্ত ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন। 'ব্লু ওয়ার্ল্ড সিটি'র পৃষ্ঠপোষকতায় মাঠে নামে পাকিস্তানি দল। শুরুতেই শফিকের শূন্যহাতে প্রত্যাগমন। এদিকে মেহেদী মিরাজ আর সাকিব আল হাসানের ঘুর্ণিজাল। সায়েম আয়ুব (৫৮), শান মাসুদ (৫৭) ও সালমান আগা (৫৪) চেষ্টা করেও ইনিংসটি পৌনে তিনশো তো টেনে নিতে সক্ষম হলেন না। ২৭৪ রানেই শেষ। একদিন পার করা পাক বাহিনীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। শুরুতে সালমানের ক্যাচ মিস না হলে রান হতো আরও কম। শুরু হলো টাইগারদের ইনিংস। দ্বিতীয় (তৃতীয়) দিনের শুরুতেই হলো দুর্যোগ। শাদমান (১০), শান্ত (৪), জাকির (১), মুমিনুল (১), মুশফিক (৩) ও সাকিব (২) যখন সাজঘরে ফেরেন তখন স্কোর বোর্ড-এ শোভা পাচ্ছিল ২৬/৬। ফলোঅন এড়ানো রীতিমতো কঠিন কাজ। ওদিকে চলছিল পাকিস্তানি দর্শকদের উদ্বাহু নৃত্য। গোটা স্টেডিয়াম উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত। বাংলাদেশের দর্শকবৃন্দ টিভির সামনে বসে আছেন মসিলিপ্ত বদলে। এই সময় একটি ঘটনা মনে পড়লো। ১৯৫৯ সাল। ঢাকার মাঠে পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলা। পাকিস্তানের রান উঠলো মাত্র ২২। পাঁচজন তাঁবুতে ফেরার পর এই চিত্র। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হলের ঘণ্টায় ৯৫ মাইল বেগে বল করার ধকল সওয়া পাক ব্যাটারদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সেই ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল হার মেনেছিল। সোবার্স, কানহাইদের পক্ষে পাক বাহিনীর জয়যাত্রা ঠেকানো সম্ভব হয়নি। এবারও তারই পুনরাবৃত্তি হলো। কেউ কি ভেবেছিল যে, ফিনিক্স পাখীর মতো দেশকে কি কেউ টেনে তুলতে পারবেন! ভেবেছিলেন লিটন কুমার দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজ। লিটন করলেন ২২৮ বলে ১৩৮, আর মিরাজের হলো ১৯১ বলে ৭৮ রান। সপ্তম জুটিতে রেকর্ড পরিমাণ রান (১৬৫)। সবশেষে বাংলাদেশের রান উঠলো ২৬২। প্রায় সমান সমান। আমাদের ইনিংসের এই ধস নামার পেছনের কারিগর ছিলেন স্বাগতিকদের বোলার খুররম শাহজাদ। তিনি ৯০ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের অনুকূলেই খেলাটি হেলে পড়ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের পেসারদের মূর্তি দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। হাসান মাহমুদ ৪৩/৫, নাহিদ রানা ৪৪/৪ আর তাসকিন ৪০/১ অবিশ্বাস্যভাবে খারাপের কারণে চতুর্থ দিন শেষ পর্যন্ত আর খেলা হয় না। এই দিনের খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো হাসান মাহমুদের টেস্টের এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট লাভ আর নবাগত নাহিদ রানার ঘণ্টায় ১৫২ কিলোমিটার বেগে বল নিক্ষেপ। ১৯৫৯ সালে দেখেছিলাম দানব সদৃশ্য দেহ নিয়েস্যার ওয়েসলী হলের সমান গতির (৯৫ মাইল) বল। এটা ঢাকার মাঠের ঘটনা। বাংলাদেশের সামনে জয়ের জন্য প্রয়োজন পড়ে ১৮৫ রান। শেষ দিনের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ রান তাছাড়া বৃষ্টিরও সম্ভাবনা প্রবল। এতদসত্ত্বেও টাইগার বাহিনী দমে যাননি। কিন্তু বৃষ্টি এলো না। আমাদের খেলোয়াড়রা দেখে শোনে ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে চা বিরতির আগেই প্রয়োজনীয় (জয়সূচক) রান তোলেন। জাকির (৪০), শাদমান (২৪), শান্ত (৩৮), মুমিনুল (৩৪) আউট হলেও দুই প্রবীণ মুশফিক ২২ আর সাকিব ২১* রান করে দেশকে অচিন্ত্যনীয় জয় এনে দেন। বিদেশের মাটিতে, তাও পাকিস্তানের প্রাচীন রাজধানী বাইরে এই অসাধ্য সাধন হয়ে গেল। আমাদের খেলোয়াড়রা পুরস্কারের অর্থ দান করলেন বন্যা পীড়িত, শহীদ রিকশাওয়ালার পরিবার ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকারীদের মাঝে। খেলা শেষে সাকিব-মুশফিকের কোলাকুলি ছিল দেখার মতো দৃশ্য। শেষ ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় লিটন ও সিরিজ সেরা মিরাজ এবং প্রথম ম্যাচের ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ মুশফিক সমুদয় পুরস্কারের অর্থই অকাতরে দান করেছেন। শেষ দিনে জাকির ও রান রেটে সেরা (৩৯ বলে ৪০) হয়ে একটি পুরস্কার লাভ করেন। এই বিজয় শুধু বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নয়। ১৮ কোটি জনতার বিজয়। নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের এক দিগ্বিজয়। কোচ হাথুরুসিংহকেও অভিনন্দন জানাই। আগামীতে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে খেলা আছে। সেক্ষেত্রেও যেন এই জয়ের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। অব্যাহত থাকে, এই কামনা আমাদের সকলের। এই বিজয় অর্জন ধরে রাখার শক্তি নতুন বাংলার শার্দুল বাহিনীর অবশ্যই আছে।

সিরিজের শিরোপা হাতে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করার বড় কারিগর বাংলাদেশের পেস চতুষ্টয়- হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, শরীফুল ইসলাম ও তাসকিন আহমেদ

বাংলাদেশের পেস বোলারদের কীর্তিগাথা

মো. মুলতানুর রহমান

লাল বলে বাংলাদেশকে গতির ঝড়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তান। অথচ উল্টো বাংলাদেশের পেসারদের তাণ্ডবে দিশেহারা হয়ে গেছে দলটির ব্যাটসম্যানরা। টেস্ট সিরিজে অবিশ্বাস্যভাবে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পথে এটাই সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছে পাকিস্তানকে। হোম এডভান্টেজ নিতে গিয়ে বুমেরাং হয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশই বরং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একাদশ সাজিয়ে উইকেটের সুবিধা কাজে লাগিয়েছে। এটা ঠিক যে মেহেদী হাসান মিরাজের অফস্পিন ও সাকিব আল হাসানের বাঁহাতি স্পিনের কার্যকারিতাও কম ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় সিরিজ জয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন পেসাররাই। দুই টেস্টে বাংলাদেশের পেস বোলাররা শিকার করেছেন মোট ২১ উইকেট, যা এক সিরিজে সর্বোচ্চ। ২টির করে টেস্ট খেলা হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানা পেয়েছেন যথাক্রমে ২৪.১২ গড়ে ৮ ও ৩৯.৫০ গড়ে ৬ উইকেট। অন্যদিকে ১টি করে ম্যাচ খেলা তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম নিয়েছেন যথাক্রমে ২৪.২৫ গড়ে ৪ ও ৩২.৩৩ গড়ে ৩ উইকেট। প্রথম টেস্ট খেলে চোটে পড়া শরীফুলের জায়গায় দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে নামেন অভিজ্ঞ তাসকিন। স্কোয়াডে থাকা বাংলাদেশের পঞ্চম পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদের তো কোনো ম্যাচ খেলারই সুযোগ হয়নি।

গতি, সুইং ও বাউন্স মিলিয়ে স্বাগতিক দলের পেসারদের হারিয়ে বাংলাদেশের পেসাররাই বিধ্বংসী বোলিং করেছেন। নতুন বলে ঝাঁঝালো আক্রমণ, পুরোনো বলে নিয়ন্ত্রণ; সব মিলিয়ে হাসান-রানারা ছিলেন অনবদ্য। অথচ অভিজ্ঞতা কিংবা বয়স; সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে ছিলেন পাকিস্তানি পেসাররা (শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ আলী ও মীর হামজা)। তারুণ্যনির্ভর পেস আক্রমণ সাজিয়ে পাকিস্তানকে ধসিয়ে দিয়ে বাজিমাত করেছে বাংলাদেশ। অথচ এমন কিছু হবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। অবশ্য বাংলাদেশের পেসারদের মনে বিশ্বাস ছিল। মনের ভেতরে জেদ ছিল। ছিল ভালো করার তীব্র ক্ষুধাও। বাংলাদেশের পেস চতুষ্টয় একটা ব্রিগেড হয়ে স্রেফ এলোমেলো করেছেন পাকিস্তানের ব্যাটিং আক্রমণ। রানা-তাসকিনদের একেকটি 'গোলা-বারুদে' লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় বাবর আজমদের মতো ব্যাটিং স্তম্ভ, পাকিস্তান যার মাশুল দিয়েছে গোহারা হয়ে।

পেসারদের এই প্রথম দশে ১০!

রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানকে মাত্র ১৭২ রানে অলআউট করে বাংলাদেশের জয়ের ভিত গড়ে দেওয়ার পথে ১০ উইকেটের সব কটিই মিলেমিশে তুলে নেন টাইগার পেসাররা। ইনিংসের শুরু থেকে তোপ দাগানো হাসান মাহমুদ ৪৩ রানে পান ৫ উইকেট, যা তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। নিয়মিত প্রায় দেড় শ কিলোমিটার বেগে বল করে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের হৃদয়ে ভয়ের নীলস্রোত বইয়ে দেওয়া নাহিদ রানা ৪ উইকেট নিতে খরচ করেন ৪৪ রান। ৪০ রান দিয়ে অন্য উইকেটটি যায় দীর্ঘদিন পর টেস্ট খেলতে নামা তাসকিন আহমেদের পকেটে। পেসারদের দাপটের কারণে স্বভাবতই দুই স্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান ছিলেন উইকেটশূন্য। নিজেদের ইতিহাসের ১৪৪তম টেস্টে এসে বাংলাদেশের পেস বোলাররা এই প্রথম ভাগাভাগি করে নিলেন প্রতিপক্ষের এক ইনিংসের ১০ উইকেট। সব মিলিয়ে টেস্টে প্রতিপক্ষের অলআউট হওয়া ইনিংসে পেসারদের ১০ উইকেট নেওয়ার ঘটনা দেখা গেছে ৮৫৯ বার।

এর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পেসারদের ওয়ানডেতে ২ বার ১০ উইকেট করে নেওয়ার কীর্তি থাকলেও টেস্টের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৯টি করে উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ছিল ৪ বার। প্রথমটি ২০০১ সালে জিম্বাবুয়ে সফরে, বুলাওয়ে টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেট পেয়েছিলেন বাংলাদেশি পেসাররা (মঞ্জুরুল ইসলাম ৬/৮১, হাসিবুল হোসেন শান্ত ২/১২৪ ও মোহাম্মদ শরিফ ১/১১২)। একই বছর নিউজিল্যান্ড সফরে হ্যামিল্টন টেস্টের প্রথম ইনিংসেও ঘটেছিল একই ঘটনা (মাশরাফি মুর্তজা ৩/১০০, মোহাম্মদ শরিফ ৩/১১৪, মঞ্জুরুল ইসলাম ২/৬৬ ও খালেদ মাহমুদ সুজন ১/৪০)। শাহাদাত হোসেন ৪/১০৮, সৈয়দ রাসেল ৪/১২৯ ও আফতাব আহমেদ ১/৩৩ মিলে শ্রীলঙ্কার ৯ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন ২০০৫ সালে কলম্বো টেস্টের প্রথম ইনিংসে। সবশেষ ২০২২ সালের জানুয়ারিতে মাউন্ট

মঙ্গানুই টেস্টে নিউজিল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারানোর পথে ব্ল্যাক ক্যাপসদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেট পেয়েছিলেন বাংলাদেশের পেসাররা (ইবাদত হোসেন ৬/৪৬ ও তাসকিন আহমেদ ৩/৩৬)। শেষ পর্যন্ত টাইগার পেস বোলাররা অর্জন করলেন 'দশে দশ' কীর্তি।

যেখানে সেরা বাংলাদেশের পেসাররা

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের বোলিং আক্রমণ স্পিননির্ভর হলেও গত কয়েক বছরে ক্রমেই পেসারদের দাপট হয়ে উঠছে লক্ষণীয়। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি যে ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হওয়া পর্যন্ত গত ২০ মাসে টেস্টে পেস বোলিংয়ে গড় ও স্ট্রাইক রেটে সবার চেয়ে ভালো করেছেন বাংলাদেশের পেসাররা। এই সময় বাংলাদেশি পেসারদের দখলে গেছে ৮ টেস্টে ৬৭ উইকেট। এক একটি উইকেট নিতে বাংলাদেশের পেসারদের খরচ হয়েছে ২৭.৮৯ হারে রান, উইকেটপ্রতি বল ছুঁড়তে হয়েছে ৪৩.১টি; যা উভয়ক্ষেত্রেই সেরা। গড়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরে রয়েছেন ইংল্যান্ডের পেসাররা (২৮.০৪) এবং স্ট্রাইকরেটে অস্ট্রেলিয়ার পেসাররা (৪৬.০)। অথচ এই সময় বাংলাদেশ ৮ টেস্টের ৬টিই খেলেছে নিজেদের মাঠ মিরপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেটে; যার একটিও পুরোপুরি পেস সহায়ক নয়। 'পেস স্বর্গ' পেলে কী করতে পারেন বাংলাদেশের পেসাররা, সেটা তো তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তান সফরেই। এবার কী ঘুম ভাঙবে বিসিবির, দেশের মাঠগুলোর উইকেট তৈরি নিয়ে নতুন করে ভাবা হবে তো?

বাংলাদেশের পেস বোলিংয়ে বিপ্লব

গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচের দায়িত্ব নেন নিউজিল্যান্ডের আন্দ্রে অ্যাডামস। এরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর অধীনে বাংলাদেশের পেসাররা দারুণ সাফল্য অর্জন করেন। সবশেষ পাকিস্তানের মাটিতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। দল নিয়ে গর্বিত অ্যাডামস বলেছেন, 'তরুণ এই দলটি নিয়ে আমি গর্বিত। এই ধরনের উইকেট আমরা সিরিজের আগে আশা করিনি, পেসাররা দুর্দান্ত বোলিং করেছে।'

এক ফ্রেমে পাকিস্তান সফরে যাওয়া বাংলাদেশের পাঁচ পেসারের সঙ্গে ওপেনার সাদমান ইসলাম (বাঁ থেকে চতুর্থ)

বাংলাদেশে এখন চলছে পেস বসন্ত। চারপাশে সৌরভ ছড়াচ্ছেন পেসাররা। চোট কাটিয়ে ইবাদত হোসেন সুস্থ হলে তো 'কাকে রেখে কাকে দলে নেব' এ রকম মধুর সমস্যায় পড়বেন নির্বাচকরা। প্রতিষ্ঠিতদের বাইরে পাইপলাইনেও আছেন বেশ কয়েকজন তরুণ পেসার। এই যে পেসারদের রাজত্ব, এর শুরুটা যদি হয় ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওটিস গিবসনের হাত ধরে, তবে সেটা পূর্ণতা পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বনন্দিত সাবেক পেসার 'সাদা বিদ্যুৎ'খ্যাত অ্যালান ডোনাল্ডের যুগে। ২০২২ সালের মার্চ থেকে শুরু করে নভেম্বর ২০২৩; প্রায় দেড় বছর সময়ে এই প্রোটিয়া কিংবদন্তি টাইগারদের পেস বোলিং কোচের দায়িত্ব নিয়ে যা করেছেন, সেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে আলাদা করে লেখা থাকবে। কিন্তু তাঁকে ধরে রাখার তেমন সদিচ্ছা দেখাননি পদত্যাগ করা বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। বাংলাদেশ ছেড়ে এখন সুদূর জোহানেসবার্গে আছেন ডোনাল্ড, কিন্তু শিষ্যদের ওপর ঠিকই চোখ রেখেছেন; হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নিয়মিত খবরাখবর রাখার পাশাপাশি পরামর্শ দিতেও কার্পণ্য করছেন না। সবশেষ পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের পেস ইউনিটের বিস্ময়কর অর্জনে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দেশের একটি সংবাদমাধ্যমকে ডোনাল্ড বলেন, 'আমার অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল তাঁদের (পেসারদের) মন থেকে ভয় দূর করা, তাঁরা ভুল করার ভয়ে থাকত সব সময়। আমি সেই ভয় দূর করেছি, এক বছরের মধ্যেই সেটার পুরস্কার আসতে শুরু করেছিল। এখন তাঁদের এভাবে পারফর্ম করতে দেখাটা অন্য রকম আনন্দ দেয় আমাকে। আমি চাই তাঁরা শুধুই উন্নতি করুক। এটাই হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বড় অর্জন। যে আত্মবিশ্বাস পেসারদের মধ্যে আছে, সেটা ধরে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে উদীয়মানদের খুঁজে যত্ন নিতে হবে প্রত্যেকের।'

হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম- বাংলাদেশের চার পেসার পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে জয়ের ক্ষেত্র তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন

হাবিবুল-পাইলটরা অভিভূত, দেখছেন চ্যালেঞ্জও

তোফায়েল আহমেদ

সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে অভাবনীয় সাফল্যের গল্প লিখেছে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশের স্বাদ দিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। অথচ এই সিরিজের আগে পাকিস্তানকে কখনোই লাল বলের ক্রিকেটে হারানোর নজির ছিল না টাইগারদের। সিরিজটি ছিল আবার আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। তাই এই অর্জনের মাহাত্ম্যও অনেক বেশি। অনেকে এই কৃতিত্বকে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের নতুন দিনের শুরুও বলছেন। সাবেক ক্রিকেটাররা এই জায়গাটায় কী ভাবছেন?

পাকিস্তানকে যেভাবে হোয়াইটওয়াশ করেছেন টাইগাররা, তাতে হাবিবুল বাশার, খালেদ মাসুদ পাইলট, জাভেদ ওমর বেলিম, অলক কাপালি ও তুষার ইমরান রীতিমতো অভিভূত। তাই বলে এই সাফল্যের কারণে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে, এমনটা বলতে নারাজ তাঁরা। তাঁরা বরং এই সাফল্যকে এগিয়ে যাওয়ার আভাস হিসেবে দেখছেন এবং প্রত্যাশা করছেন আসছে সিরিজগুলোয় এই ধারা বজায় রাখবে বাংলাদেশ। আর সেটা পারলেই টেস্টেও বড় শক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব বলে বিশ্বাস তাঁদের।

একান্ত আলাপে সাবেক ক্রিকেটাররা টাইগারদের সাফল্য নিয়ে যা বললেন-

সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে : হাবিবুল বাশার

টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ এবং সেটাও পাকিস্তানের মাটিতে। সত্যিই অনেক অনেক খুশি আমি। কারণ, ওয়ানডে সিরিজ এবং টেস্ট সিরিজ জেতার মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য আছে। টেস্ট ম্যাচ জেতাকে সবাই অন্য চোখে দেখেন। টেস্ট জিতলে দলের মর্যাদা বেড়ে যায়, দলের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। বিদেশের মাটিতে জিতলে তো আত্মবিশ্বাস আরও বেশি বেড়ে যায়। তাই আমি খুবই খুশি, পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্সে।

বাংলাদেশ যখন টেস্ট ম্যাচ জিতে, সারা বিশ্বেই কিন্তু আলোচনা হয় এ নিয়ে। ওয়ানডেতে আমরা মোটামুটি নিয়মিত জিতি। এই ফরম্যাটে বাংলাদেশের সঙ্গে যেকোনো দলের ব্যবধান কমে আসে। কিন্তু টেস্ট ম্যাচ জিততে হলে আপনাকে সর্বোচ্চটা দিতেই হবে। আর এবার টেস্ট সিরিজটা বাংলাদেশ যেভাবে খেলেছে, এটা সত্যিই মুগ্ধকর। সব বিভাগেই খেলোয়াড়রা সেরা ছিল। ধারাবাহিকতা ছিল পারফরম্যান্সে, যেটা খুবই জরুরি ছিল। তবে এটাও মনে রাখতে হবে টেস্ট খুবই কঠিন একটি জায়গা। তাই এখনই বলা যাবে না, আমরা বড় লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এ রকম পারফরম্যান্স যদি আমরা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চক্রে করতে পারি, অন্তত যদি টেবিলের ৫ নম্বরে থেকেও শেষ করতে পারি, তাহলে বলব আমরা টেস্ট ক্রিকেটে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। কারণ, এটা ধরে রাখাটা খুব কঠিন হবে। এর আগের চক্র আমরা শেষ করেছিলাম টেবিলে সবার তলানিতে থেকে। বর্তমান চক্রে আপাতত ৪ নম্বরে আমরা। শেষ পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কী দাঁড়ায়, সেটি হবে দেখার বিষয়।

টেস্ট ক্রিকেট আসলে মোটেও সহজ কিছু নয়। সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে। যদি আমরা সেই চ্যালেঞ্জ উতরে যেতে পারি, তাহলে বলতে পারব, আমরা টেস্ট ক্রিকেটে অনেক দূর এগিয়েছি। তবে আগানোর মতো নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো সবচেয়ে বড় বিষয়। এখন যেমন মনে হচ্ছে আমাদের দলটার প্রতিপক্ষের ২০ উইকেট নিয়মিতভাবে নেওয়ার সামর্থ্য হয়েছে। পেস বোলাররা উইকেট পাচ্ছে। আমরা আক্রমণ করতে পারছি। এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য অনেক বড় ও ভালো দিক।

ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে : খালেদ মাসুদ পাইলট

পাকিস্তানের ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ জয়। এটা একটা বিশাল অর্জন। তাই বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় ও ম্যানেজমেন্টসহ সব সদস্যকে আমার অভিনন্দন। বিদেশের মাটিতে এক সিরিজে টানা দুটি টেস্ট জয়, এটা মোটেও কম ব্যাপার নয়।

তা ছাড়া পুরোপুরি দলগতভাবেই এসেছে এই অর্জন। ব্যাটসম্যানরা পারফর্ম করেছে, পেস ও স্পিন বোলাররা মিলে দুই ম্যাচেই প্রতিপক্ষের ২০ উইকেট নেওয়ার মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আমাদের পেস বোলাররা যে কত ভালো করেছে, দেখার মতো ছিল বিষয়টি। মনে হচ্ছে যেন উল্টো আমাদের বোলাররা ওদের জন্য হুমকি। আমাদের ফার্স্ট বোলাররা ওদের হেলমেটে মেরেছে, আমাদের বোলারদের ওদের খেলতে সমস্যা হয়েছে। ব্যাটসম্যানদের বেশ কিছু ইনিংস ছিল দেখার মতো। প্রথম টেস্টে মুশফিকুর রহিমের ১৯১ রানের ইনিংস, সাদমান ইসলামের ৯৩ রানের ইনিংস, দ্বিতীয় টেস্টে মেহেদী হাসান মিরাজের ব্যাটিং এবং বোলিং নৈপুণ্য, লিটন দাসের সেঞ্চুরি। দ্বিতীয় টেস্টে ২৬ রানে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর লিটন দাস ও মিরাজের একটা জুটি হয়। এমনটা তো ধারনারই বাইরে ছিল। তখন তো মনে হচ্ছিল এই ম্যাচটা বাংলাদেশ হেরেই যাবে। কিন্তু সেখান থেকে জুটি গড়ে তোলা এবং ফিরে আসা। হাসান মাহমুদের ছোট একটা ইনিংস ছিল। ছোট হলেও তার সেই ৫১ বলে অপরাজিত ১৩ রানের ইনিংসটা দলের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নাহিদ রানা এবং হাসান মাহমুদ দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে বোলিং আগুন ঝরিয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় সুপার অলরাউন্ড পারফরম্যান্স বাংলাদেশ দলের। আর সিরিজ জয়ের পর ট্রফি নেওয়ার সময় দলের গ্রুপ ছবিটা যদি দেখেন। দুই সিনিয়র খেলোয়াড় ছিল দুই দিকে। একদিকে মুশফিক, অন্যদিকে সাকিব। মনে হচ্ছিল দুই সিনিয়র খেলোয়াড় দুই দিক থেকে পুরো দলকে আগলে রেখেছে। সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য, অসাধারণ ফলাফল। আশা করব এই ধারাবাহিতকাটা আমাদের খেলোয়াড়রা ধরে রাখবে। কারণ, আমরা কখনো একটা ম্যাচে ভালো খেলি, এরপর

হারিয়ে যাই। এই ভুলটা যেন না হয়। বাংলাদেশ দল পাকিস্তান থেকে এসে কয়েক দিন নিশ্চয়ই এই সাফল্যটা উদ্‌যাপন করবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভারতের বিপক্ষে যে সিরিজটি আসছে, সেখানে যেন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখে। আমি নিশ্চিত ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা খুবই সিরিয়াসলি হ্যান্ডেল করবে।

ফার্স্ট বোলারদের ডমিনেট করা বড় প্রাপ্তি : জাভেদ ওমর বেলিম

টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর গত ২৪ বছরেও এই ফরম্যাটে আমরা ওয়ানডের মতো প্রতিষ্ঠিত দল হতে পারিনি। সেখানে পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদের মাটিতেই দুই ম্যাচের সিরিজ ২-০ তে জয়, এটা অবশ্যই অনেক বড় অর্জন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দলের জন্য এটা বিশ্বাসের জায়গা হিসেবে কাজ করবে। একটা বিষয় কী, আগেও বাংলাদেশ টেস্টে জয় লাভ করেছে। কিন্তু এবারের পাকিস্তান সিরিজটা আমার কাছে স্পেশাল মনে হচ্ছে। কারণ, আমরা পুরোপুরি ডমিনেট করে জিতেছি। ব্যাটিং তো ভালো ছিলই, ফিল্ডিংও ঠিক আছে। সঙ্গে বোলিংয়ে আমরা ওদের উল্টো আক্রমণ করেছি। আগে যেটা হতো, প্রতিপক্ষ বোলাররা বাউন্সার দিলে আমরা অস্বস্তিতে পড়ে যেতাম। কিন্তু পাকিস্তানে উল্টো আমরা এই কাজটা করেছি। ওরা নিজেদের মাঠে খেলেছে, অনেক বড় বড় পেস বোলার ওদের ছিল। এরপরও ওরা এই কাজগুলো এবার করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের পেসারা ধারাবাহিকভাবে এটা করেছে। যদি এটা নিয়মিত করতে পারে, তাহলে আমাদের জন্য বিষয়টা দারুণ প্রাপ্তি হবে। যেকোনো দেশের বিপক্ষে, বিশেষ করে অ্যাওয়েতে পাকিস্তানের মতো প্রতিপক্ষকে কঠিন সময় উপহার দেওয়া, আমার মনে হয় এই আক্রমণাত্মক ফার্স্ট বোলিং খুব বড় অর্জন আমাদের জন্য। আমি মনে করি আমাদের এখন বিকল্প বাড়ল। এর আগেও আমরা চারজন পেস বোলার নিয়ে খেলেছি, কিন্তু তা এতটা আক্রমণাত্মক ছিলাম না। বাউন্সার দেওয়া, প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের হেলমেটে লাগানো, এগুলো কম দেখা যেত, বা যেতই না। স্পিনে আমরা অনেক আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। পেস বোলিংয়েও উন্নতি দৃশ্যমান হওয়ায় এখন যেটা হলো, যদি স্পিন ট্র্যাক উইকেট বানানো হয়, তাহলে আমরা স্পিনে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করব। কেউ যদি পেসবান্ধব উইকেট বানায়, তখন আমরা পেস বোলিং দিয়ে ঘায়েল করব। বাংলাদেশ যদি এই ফাস্ট বোলিং আক্রমণ নিয়ে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে পারে, তাহলে টেস্টেও প্রতিষ্ঠিত দল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদিও এটা বলাটা দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। তবে ১০-১৫ টেস্টে যদি এ রকম পারফর্ম করে, তাহলে বিষয়টা বলতেই হবে।

২০০৩ সালের কষ্ট কিছুটা লাঘব হলো : অলক কাপালি

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয় টেস্ট ক্রিকেটে আমাদের জন্য অনেক বড় একটি অধ্যায় বলে আমি মনেকরি। অনেক বছর ধরে আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বিশেষ করে ২০০৩ সালের কথা আমি বলবো। সেবার আমরা পাকিস্তান সফরে একটি ম্যাচ জেতার খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু খুব কাছে যাওয়ার পরও আমরা তা জিততে পারিনি। ওই টেস্টটা জিততে পারলে আমাদের ক্রিকেটের জন্য তা অনন্য অর্জন হতো। টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার তিন বছরের মধ্যে আমরা প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়ে যেতাম। সেই কষ্টটা এখন কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে বলে আমি মনেকরি। পাকিস্তানে আমাদের দল যেভাবে খেলেছে, বোঝা গেছে সবাই কিছু একটা করতে চায়। আমি মনে করি টেস্ট ক্রিকেটে এটা আমাদের নতুনভাবে ফিরে আসার জন্য ভালো একটি অধ্যায়। কারণ, এটা সত্যি যে টেস্ট ক্রিকেটে আমরা খুব একটা ভালো খেলছিলাম না। তবে এখন দল যে অবস্থায় আছে, এটা যদি ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য সামনে অনেক ভালো সময় আসবে। এখন আমরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে ৪ নম্বরে আছি। ভারত সফরে গিয়ে টেস্ট সিরিজ জিততে না পারলেও অন্তত যদি ড্র করে আসতে পারি, সেটা আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি হবে। সবাই যেভাবে খেলছে এবং সবার মধ্যে যে আত্মবিশ্বাসটা আছে, আমার বিশ্বাস ভালো কিছু সম্ভব। বর্তমানে আমাদের বোলিং আক্রমণ যদি দেখেন, ভারত-ইংল্যান্ডের মতো বোলিং আক্রমণ হয়ে গেছে আমাদের। পাকিস্তানে যেমন ওদের বোলিংয়ের চেয়ে আমাদের বোলারদের বোলিং ভালো হয়েছে। এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। কারণ, আমি মনে করি, টেস্ট ক্রিকেটে পেস বোলিংয়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এটা ধরে রাখতে পারলে সামনে অনেক ভালো সময় আসবে। দেশের মাটিতে টেস্টে আমরা ভালো করতে পারি, এখন বিদেশেও ভালো করা শুরু করেছি। দুই জায়গাতেই যখন আমরা ভালো করব, তখন র‍্যাঙ্কিংয়ে ওপরে ওঠে আসার সম্ভাবনা বাড়বে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান দল এখন আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিপক্ষে এখন সিরিজ জেতা বা অন্তত ড্র করা উচিত। আত্মবিশ্বাস থাকলে আমি মনে করি সেটা অসম্ভব কিছু নয়।

ভারত সিরিজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ : তুষার ইমরান

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জয়কে অবশ্যই আমি ঐতিহাসিক বলব। দেশের বাইরে পর পর দুটি টেস্ট আমরা ডোমিনেট করে জিতেছি। কোন পজিশন থেকে ডমিনেট করেছি, সেটাও দেখার বিষয়। প্রথম টেস্টে যেমন প্রায় সাড়ে ৪০০ রান করে ওরা (পাকিস্তান) ইনিংস ঘোষণা করে। ওই অবস্থান থেকে পাকিস্তানের জয়টাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ দল সেটা হতে দেয়নি। ভালোভাবে ওদের রান টপকে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ওদের দ্রুত অলআউট করে দিয়েছি এবং চাপে ফেলেছি। দ্বিতীয় টেস্ট তো ওরা প্রায় নিজেদের মুঠোতেই নিয়ে নিয়েছিল। ২৬ রানে ৬ উইকেট পরে যাওয়ার পরও ব্যাটাররা যেভাবে কাম ব্যাক করেছে, এটা অসাধারণ লেগেছে। আর আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, কোন উইকেটে কোন ধরনের বল করতে হবে, আমাদের বোলাররা এখন সেটা রপ্ত করতে পেরেছে। টেস্ট ম্যাচ জিততে হলে প্রতিপক্ষের ২০ উইকেট নিতে হবে, এটা চিরন্তন সত্যি একটা কথা। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানে এবার সত্যিকারের স্পোর্টিং উইকেটে খেলা হওয়ার পরও আমাদের বোলাররা অসাধারণ বোলিং করেছে।

তবে টেস্টে বড় দল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক কাজ করার আছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে সাফল্যের পর বাংলাদেশ টেস্টেও অনেক দূর এগিয়েছে, এই আলোচনা ওঠাটা স্বাভাবিক। তবে এই পাকিস্তান দলকে কিন্তু আমি ওদের সেরা দল বলতে রাজি না। ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনুস, সাকলায়েন মুশতাকদের পাকিস্তান কিন্তু এটা না। তাই বলে বাংলাদেশের অর্জনকে আমি ছোট করছি না। আসলে সামনে যদি আরও ভালো ভালো দলের বিপক্ষে আমরা ইতিবাচক ফলাফল করি, তাহলে বলতে পারব টেস্টেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই জায়গাটায় আসছে ভারতের বিপক্ষে সিরিজটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যদি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি, তাহলে বলব আমরা উন্নতি করছি। ভালো দলের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে পারার মতো বড় কিছু তো আর হয় না। আমি চাই, প্রতিটি টেস্ট ম্যাচ ও প্রতিটি টেস্ট সিরিজ বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী দলের প্রস্তুতিটা হোক। পাকিস্তান সিরিজের আগে লাল বলের জন্য আমরা অনেক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। 'এ' দলের সফর ছিল। যারা শুধু লাল বলের ক্রিকেটার, তাদের নিয়ে স্থানীয় কোচরা অনেক কাজ করেছে। ফলটা কিন্তু আমরা ওভাবেই পেয়েছি। এভাবে প্ল্যানিং করে প্রতিটি সিরিজে আমাদের এগোনো উচিত।

ভারতের বিপক্ষে দুঃস্বপ্নের টেস্ট অধ্যায় (১৩ ম্যাচে ১১ হার, ড্র ২) এবার বদলাতে পারবে বাংলাদেশ?

আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশের এবার ভারত অভিযান

● মো. মাহবুবুর রশিদ ●

পাকিস্তানের মাটিতে ইতিহাস গড়া সফল মিশনের স্মৃতি তরতাজা থাকতে থাকতেই বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সামনে অপেক্ষা করছে আরেক কঠিন পরীক্ষা। এবার টাইগারদের ভারত অভিযান। সফরে দুই দল প্রথমে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ এবং পরে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মোকাবিলা করবে। টেস্ট ম্যাচের সিরিজটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। এটা সত্যি যে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তানের তুলনায় ঘরের মাঠে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী ভারত। তিন সংস্করণের ক্রিকেটেই নিজেদের আঙিনায় এক প্রকার অজেয় দলে পরিণত হয়েছে তারা। টেস্টের কথাই ধরা যাক। চলমান আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৬৮.৫২ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দল ভারত, যদিও এ ক্ষেত্রে তারা র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান করছে দুইয়ে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর ও ২০২২ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সবশেষ টেস্ট সিরিজ হারের পর ভারত এই ফরম্যাটে খেলা ৭টি সিরিজের ৫টিই জিতেছে এবং ২টি সিরিজ ড্র করেছে।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ভারতের বিপক্ষে এ পর্যন্ত ১৩ টেস্ট খেলে ১১টিতেই হেরেছে বাংলাদেশ, 'সাফল্য' বলতে কোনোক্রমে ২টি ম্যাচ ড্র রাখা, যেখানে বড় ভূমিকা ছিল বৃষ্টির। অন্যদিকে ভারতের মাটিতে ৩টি টেস্ট খেলে কোনোটিতেই ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ, ২টিতে হেরেছে ইনিংস ব্যবধানে এবং অন্যটিতে ২০৮ রানে। তাহলে এবার কী অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের জন্য? অতীত ইতিহাস কিন্তু শঙ্কা-জাগানিয়া। এমনিতে অসম দ্বৈরথের ভিড়ে একটা জায়গায় উভয় দল কিন্তু একই সমতলে দাঁড়িয়ে। নিজেদের খেলা সবশেষ ৮ টেস্টের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দলেরই জয় সংখ্যা ৫, (বাংলাদেশ হেরেছে ৩ ম্যাচ আর ভারত ২ পরাজয়ের পাশাপাশি ১ ম্যাচ ড্র করেছে)।

টাইগার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে

আগে যা-ই হোক, অন্তত সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের নিরিখে তাই ভারতের বিপক্ষে এবার দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলবে বাংলাদেশ, এমনটি আশা করাই যায়। অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে রঙিন পোশাকের ক্রিকেটে এই দুই দলের মোকাবিলা বেশ জমজমাট হচ্ছে এবং ক্রিকেট বিশ্বে যথেষ্ট আকর্ষণ জাগাতে সমর্থ হয়েছে। এটা ঠিক যে পাকিস্তানের বিপক্ষে একটা টেস্ট সিরিজ জয়ের কারণে রাতারাতি অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের মতো পরাশক্তি হয়ে যায়নি বাংলাদেশ। তবে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে অমন একটা অবিস্মরণীয় সাফল্যের পর নাজমুল হোসেন শান্ত বাহিনীর মনে দারুণভাবে রোপিত হয়েছে আত্মবিশ্বাসের বীজ, যার সারাংশ হলো, 'আমরাও পারি।' আত্মবিশ্বাসে টগবগ করতে

থাকা বাংলাদেশ আর যা-ই হোক ভারতকে নিশ্চয় এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না, হারার আগেও হেরে যাবে না, লড়াই করবে সাধ্যমতো। টিম স্পিরিটের বলে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কোনো দল ঝাঁপিয়ে পড়লে ইতিবাচক ফল অর্জন অসম্ভব নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, পাকিস্তানকে পরপর দুই টেস্টে উড়িয়ে ক্রিকেট বিশ্বে হইচই ফেলে দেওয়ার পর বাংলাদেশকে আর হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই ভারতের। এই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের মাধ্যমেই ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় টেস্ট অভিষেক হওয়া বাংলাদেশ প্রায় দুই যুগ পর এবার সম্ভবত দেশটির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি 'সম্মান' পেয়ে তবেই বাইশ গজের দ্বৈরথে নামবে। বাংলাদেশকে 'সমীহ' করে ভারতকে 'সতর্ক' হওয়ার আওয়াজ নানা জায়গা থেকে কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে জোরেশোরে। ভারতের সিনিয়র সাংবাদিক ও বিশ্লেষক গৌতম ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এই বাংলাদেশ নতুন বাংলাদেশ এবং এমন একটা রাজনৈতিক আবহ রয়েছে, তারা আরও বেশি তেড়েফুঁড়ে আসছে।' দেশটির সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার দীপ দাশগুপ্তের অভিমত, 'পাকিস্তান ভালো দল, ওদেরই বাড়িতে গিয়ে হারানো, তা-ও দেশের বাইরে গিয়ে। সে হিসেবে ইন্টারেস্টিং হওয়াই উচিত (বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট সিরিজ)।' বছর দুয়েক আগে 'টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট' এর ছদ্মাবরণে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলকে কোচিং করিয়ে যাওয়া ভারতের সাবেক খেলোয়াড় শ্রীধরন শ্রীরাম বলেছেন, 'এটা দারুণ একটা সিরিজ হবে। ভারত অনেক অভিজ্ঞ, ঘরের মাঠে দুর্দান্ত দল। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এটি অন্য রকম চ্যালেঞ্জ হবে।'

ভারতে খেলতে গেলে যেকোনো দলের জন্যই প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় উইকেট। এবার বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের উইকেট সাজিয়ে রেখেছে ভারত, এ নিয়ে সবার মধ্যে কৌতূহল। যদি গত কয়েক বছরের মতো পেস সহায়ক উইকেট বানায় ভারত, তাতেও সমস্যা নেই, পাঁচ পেসার (হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও খালেদ আহমেদ) তো মজুদ রয়েছেই বাংলাদেশ শিবিরে। আর যদি পুরোনো ঐতিহ্যে ফিরে স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য 'র‍্যাঙ্ক টার্নার' উইকেটে খেলায় ভারত, তাহলে বাংলাদেশকে সার্ভিস দিতে প্রস্তুত চার স্পিনার (সাকিব আল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান)। এ ছাড়া স্পোর্টিং উইকেটে টেস্ট আয়োজন করলেও বাংলাদেশের ভয়ের কারণ নেই। মোট কথা, প্রতিপক্ষ ভারতের উইকেট ও কৌশল নিয়ে চিন্তিত না হয়ে বাংলাদেশ নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তিমত্তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হলো। দিনশেষে যা হওয়ার হবে।

বাংলাদেশ-ভারত সিরিজের সূচি...

১৯-২৩ সেপ্টেম্বর : প্রথম টেস্ট, চেন্নাই
২৭ সেপ্টেম্বর-১ অক্টোবর : দ্বিতীয় টেস্ট, কানপুর
৬ অক্টোবর : প্রথম টি-টোয়েন্টি, গোয়ালিয়র
৯ অক্টোবর : দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি, দিল্লি
১২ অক্টোবর : তৃতীয় টি-টোয়েন্টি, হায়দরাবাদ।

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
আফগানিস্তান	২০১৯-২০২৩	২	১	১	০
অস্ট্রেলিয়া	২০০৩-২০১৭	৬	১	৫	০
ইংল্যান্ড	২০০৩-২০১৬	১০	১	৯	০
ভারত	২০০০-২০২২	১৩	০	১১	২
আয়ারল্যান্ড	২০২৩-২০২৩	১	১	০	০
নিউজিল্যান্ড	২০০১-২০২৩	১৯	২	১৪	৩
পাকিস্তান	২০০১-২০২৪	১৫	২	১২	১
দ. আফ্রিকা	২০০২-২০২২	১৪	০	১২	২
শ্রীলঙ্কা	২০০১-২০২৪	২৬	১	২০	৫
ও. ইন্ডিজ	২০০২-২০২২	২০	৪	১৪	২
জিম্বাবুয়ে	২০০১-২০২১	১৮	৮	৭	৩
সর্বমোট	২০০০-২০২৪	১৪৪	২১	১০৫	১৮

টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে ভারত...

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ড্র
আফগানিস্তান	২০১৮-২০১৮	১	১	০	০
অস্ট্রেলিয়া	১৯৪৭-২০২৩	১০৭	৩২	৪৫	২৯
বাংলাদেশ	২০০০-২০২২	১৩	১১	০	২
ইংল্যান্ড	১৯৩২-২০২৪	১৩৬	৩৫	৫১	৫০
নিউজিল্যান্ড	১৯৫৫-২০২১	৬২	২২	১৩	২৭
পাকিস্তান	১৯৫২-২০০৭	৫৯	৯	১২	৩৮
দ.আফ্রিকা	১৯৯২-২০২৪	৪৪	১৬	১৮	১০
শ্রীলংকা	১৯৮২-২০২২	৪৬	২২	৭	১৭
ও.ইন্ডিজ	১৯৪৮-২০২৩	১০০	২৩	৩০	৪৭
জিম্বাবুয়ে	১৯৯২-২০০৫	১১	৭	২	২
সর্বমোট	১৯৩২-২০২৪	৫৭৯	১৭৮	১৭৮	২২২

* এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১টি টেস্ট টাই করেছে ভারত

এক সারিতে বাংলাদেশ-ভারত ১৩ টেস্টের আদ্যোপান্ত...

নং.	ভেন্যু	বাংলাদেশ ইনিংস	ভারত ইনিংস	ফল	ম্যাচ শুরুর তারিখ	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
১.	ঢাকা	৪০০/১০ ও ৯১/১০	৪২৯/১০ ও ৬৪/১	ভারত ৯ উইকেটে জয়ী	১০ নভেম্বর ২০০০	সুনীল যোশী (ভারত)
২.	ঢাকা	১৮৪/১০ ও ২০২/১০	৫২৬/১০	ভারত ইনি. ও ১৪০ রানে জয়ী	১০ ডিসেম্বর ২০০৪	ইরফান পাঠান (ভারত)
৩.	চট্টগ্রাম	৩৩৩/১০ ও ১২৪/১০	৫৪০/১০	ভারত ইনি. ও ৮৩ রানে জয়ী	১৭ ডিসেম্বর ২০০৪	মো. আশরাফুল (বাং)
৪.	চট্টগ্রাম	২৩৮/১০ ও ১০৪/২	৩৮৭/১০ ও ১০০/৬	ম্যাচ ড্র	১৮ মে ২০০৭	মাশরাফি মুর্তজা (বাং)
৫.	মিরপুর	১১৮/১০ ও ২৫৩/১০	৬১০/৩	ভারত ইনি. ও ২৩৯ রানে জয়ী	২৫ মে ২০০৭	জহির খান (ভারত)
৬.	চট্টগ্রাম	২৪২/১০ ও ৩০১/১০	২৪৩/১০ ও ৪১৩/৮	ভারত ১১৩ রানে জয়ী	১৭ জানুয়ারি ২০১০	শচীন টেন্ডুলকার (ভা)
৭.	মিরপুর	২৩৩/১০ ও ৩১২/১০	৫৪৪/৮ ও ২/০	ভারত ১০ উইকেটে জয়ী	২৪ জানুয়ারি ২০১০	জহির খান (ভারত)
৮.	ফতুল্লা	২৫৬/১০ ও ২৩/০	৪৬২/৬	ম্যাচ ড্র	১০ জুন ২০১৫	শিখর ধাওয়ান (ভারত)
৯.	হায়দ্রাবাদ	৩৮৮/১০ ও ২৫০/১০	৬৮৭/৬ ও ১৫৯/৪	ভারত ২০৮ রানে জয়ী	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	বিরাট কোহলি (ভারত)
১০.	ইন্দোর	১৫০/১০ ও ২১৩/১০	৪৯৩/৬ (ডিক্লেয়ার্ড)	ভারত ইনি. ও ১৩০ রানে জয়ী	১৪ নভেম্বর ২০১৯	মায়াঙ্ক আগারওয়াল (ভারত)
১১.	কলকাতা	১০৬/১০ ও ১৯৫/১০	৩৪৭/৯ (ডিক্লেয়ার্ড)	ভারত ইনি. ও ৪৬ রানে জয়ী	২২ নভেম্বর ২০১৯	ইশান্ত শর্মা (ভারত)
১২.	চট্টগ্রাম	১৫০/১০ ও ৩২৪/১০	৪০৪/১০ ২৫৮/২	ভারত ১৮৮ রানে জয়ী	১৪ ডিসেম্বর ২০২২	কুলদীপ যাদব (ভারত)
১৩.	মিরপুর	২২৭/১০ ও ২৩১/১০	৩১৪/১০ ও ১৪৫/৭	ভারত ৩ উইকেটে জয়ী	২২ ডিসেম্বর ২০২২	রবিচন্দ্রন অশ্বিন (ভারত)

ভারতের বিপক্ষে ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর নিজেদের ইতিহাসের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি খেলেছিল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট দ্বৈরথের পাতা থেকে...

পাকিস্তানের মাটিতে সাদা পোশাক আর লাল বলের ক্রিকেটে অবিস্মরণীয় সাফল্যের পর বাংলাদেশ দলের পরবর্তী মিশন ভারত। এবারের সফরে ২টি টেস্ট ও ৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, এ পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ১৩ টেস্ট খেলে ১১টিতেই হেরেছে বাংলাদেশ, ড্র হয়েছে বাকি ২ ম্যাচ। রেকর্ডের পাতা উল্টিয়ে বাংলাদেশ-ভারত টেস্ট মোকাবেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তুলে এনেছেন.... **মো. মনির উদ্দিন**

ইতিহাসের শুরুটা যেখানে...

২০০০ সালের ২৬ জুন আইসিসির বৈঠকে দশম দেশ হিসেবে টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছিল বাংলাদেশ। ক্রিকেটের অভিজাত আঙিনায় পথচলা শুরু হয়েছিল ওই বছরেরই ১০ নভেম্বর, সৌরভ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার মাধ্যমে। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে টেস্ট অভিষেকের ঐতিহাসিক ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং বেছে নিয়ে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের রেকর্ডগড়া ১৪৫ ও হাবিবুল বাশার সুমনের ৭১ রানের ওপর করে ১৪১.৩ ওভার উইকেটে কাটিয়ে অলআউট হওয়ার আগে ঠিক ৪০০ রান তোলে বাংলাদেশ। পরে নাঈমুর রহমান দুর্জয় (৬/১৩২) ও মোহাম্মদ রফিকের (৩/১১৭) ঘূর্ণি সামলে সুনীল জোসির ৯২, সৌরভ গাঙ্গুলীর ৮৪ ও সদাগোপান রমেশের ৫৮ রানের সৌজন্যে ৪২৯ রান তুলতে পারে ভারত। তৃতীয় দিন শেষে যে ম্যাচে ড্রয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় ৪৬.৩ ওভারে মাত্র ৯১ রানে গুটিয়ে গিয়ে চতুর্থ দিনেই বাংলাদেশ হেরে যায় ৯ উইকেটে। টেস্ট ক্রিকেটে মুদ্রার দুই পিঠ দেখতে একদমই সময় নেয়নি বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ আশরাফুলের বীরত্ব

২০০৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের মোকাবেলা করে ভারত। বাংলাদেশ অসহায় আত্মসমর্পণ করে ম্যাচটি হেরে বসে ইনিংস ও ৮৩ রানের ব্যবধানে। দল হারলেও হারেননি মোহাম্মদ আশরাফুল। বাংলাদেশের 'আশার ফুল'খ্যাত এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান প্রথম ইনিংসে দলীয় ৩৩৩ রানের মধ্যে একাই করেন ১৫৮ রান। ইরফান পাঠান, জহির খান, অনীল কুম্বলে ও হরভজন সিংয়ের মতো বোলারদের সামলে তাঁর ১৯৪ বলের দর্শনীয় ইনিংসে ছিল ২৪টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কার মার। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য মাত্র ৩ রানে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ গোহারা হলেও দর্শনীয় ইনিংসের সৌজন্যে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল।

চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশ হেরে যাওয়ার পরও ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল

প্রথম ড্র ও ম্যাচসেরা মাশরাফি

২০০৭ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফরে এসে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-০ তে জিতে ফিরেছিল ভারত। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে ভারতকে রুখে দিয়ে ড্র আদায় করে নিতে সমর্থ হয় বাংলাদেশ। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে ম্যাচসেরা বিবেচিত হন মাশরাফি মর্তুজা। ৮ উইকেটে ৩৮৭ রান তুলে ডিক্লেয়ার করা ভারতের প্রথম ইনিংসে ২৪.৫ ওভারে ৯৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট শিকার করা দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬ রানে পান ১ উইকেট। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর। তবে, প্রথম ইনিংসে মাশরাফি খেলেছিলেন ৭৯ রানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ক্যারিয়ারের সেরা ইনিংস। আট নম্বরে নেমে ৯১ বলের মোকাবেলায় ৭ চার আর ৩ ছক্কায় সাজানো ওই ইনিংসের ওপর ভর করেই বাংলাদেশ করেছিল ২৩৮ রান, যা বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচটি ড্র রাখতে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

লিটন দাসের অভিষেক

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার টেস্ট ড্রয়ের দেখা পায় ২০১৫ সালের জুনে। ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে সিরিজের একমাত্র ওই টেস্টেও দেখা গিয়েছিল রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা। শিখর ধাওয়ানের ১৭৩, মুরলি বিজয়ের ১৫০ ও আজিঙ্কা রাহানের ৯৮ রানে ভারত প্রথম ইনিংসে ডিক্লেয়ার করেছিল ৬ উইকেটে ৪৬২ রানে। সাকিব আল হাসান নিয়েছিলেন ৪ উইকেট এবং লেগ স্পিনার জুবায়ের হোসেন ২ উইকেট। জবাবে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে সবক'টি উইকেট হারিয়ে করতে

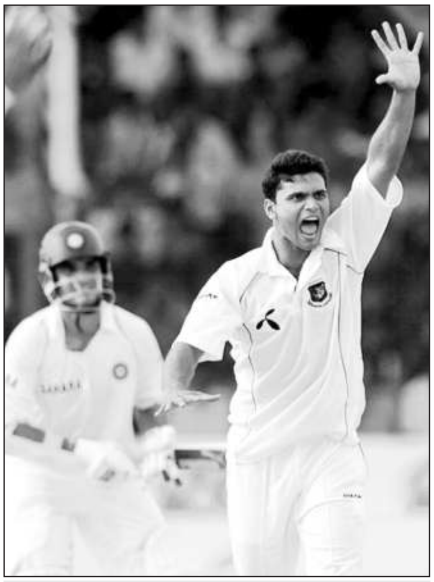

ভারতের সঙ্গে প্রথম ড্রয়ে ব্যাটে-বলে নৈপুণ্য প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ হন মাশরাফি মর্তুজা

পারে ২৫৬ রান। স্পিনারদের দাপটের ম্যাচে রবিচন্দ্রন অশ্বিন শিকার করেন ৫ উইকেট, হরভজন সিং উইকেট পান ৩টি। বাংলাদেশের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭২ রান আসে ওপেনার ইমরুল কায়েসের ব্যাট থেকে। সাত নম্বরে নেমে ৪৫ বলে ৪৪ রানের স্ট্রোক সমৃদ্ধ ইনিংস খেলেন লিটন দাস। সেটি ছিল এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের অভিষেক টেস্ট। সাদা পোশাকে বাংলাদেশের হয়ে প্রথমবার নেমেই যে প্রতিশ্রুতির সাক্ষর রেখেছিলেন লিটন, খুব একটা ধারাবাহিকতা দেখাতে না পারলেও এই সংস্করণে তাঁর পরিসংখ্যান বেশ ভালো। ফলোঅনে পড়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ২৩ রান তোলার পর ম্যাচ নিস্ফলা ড্র হয়ে যায়।

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরি করেছেন জাকির হাসান

দুঃস্বপ্নের সেই ডে-নাইট টেস্ট

এখন পর্যন্ত দিবারাত্রির টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২২টি। এর মধ্যে কেবল একটিই খেলেছে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে ভারত সফরে যাওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে অনেকটা হঠাৎ করেই বাংলাদেশকে কলকাতায় দ্বিতীয় ম্যাচটি ডে-নাইট টেস্ট খেলার প্রস্তাব দেয় দেশটি। বাংলাদেশও আগপাশ না ভেবে রাজি হয়ে যায়। কোনো প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া আচমকা রহস্যময় গোলাপি বলের ক্রিকেট খেলতে নেমে বাংলাদেশের পরিণতি হয় শোচনীয়! তার উপর কলকাতার ইডেন গার্ডেনে টসে জিতে ব্যাটিং নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মুমিনুল হক। ভারতের তিন পেসার ইশান্ত শর্মা (৫/২২), উমেশ যাদব (৩/২৯) ও মোহাম্মদ সামি (২/৩৬) মিলে গতি, বাউন্স আর সুইংয়ের ঝড়ে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের ঘায়েল করে ফেলেন ৩০.৩ ওভারে ১০৬ রানে। সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন ওপেনার সাদমান ইসলাম, লিটন দাস আউট হন ২৪ রানে এবং নাঈম হাসান ১৯। দ্বিতীয় ইনিংসে মুশফিকুর রহিমের ৭৪ ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ৩৯ রানের কল্যাণে বাংলাদেশ কিছুটা উন্নতি করে যেতে পারে ১৯৫ পর্যন্ত। উমেশ যাদব ৫ ও ইশান্ত শর্মা ৪ উইকেট নিয়ে ধসিয়ে দেন বাংলাদেশকে। উভয় ইনিংসে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন ব্যাটসম্যান বলের আঘাত নিয়ে মাঠ ছাড়েন। এর ফাঁকে একমাত্র ইনিংস ভারত ঘোষণা করে দিয়েছিল ৯ উইকেটে ৩৪৭ রানে, যেখানে ছিল বিরাট কোহলির সেঞ্চুরি (১৩৬) ও দু'টি হাফ সেঞ্চুরি-চেতেশ্বর পুজারা (৫৫) ও আজিঙ্কা রাহানে (৫১)। ৩টি করে উইকেট নেন আল-আমিন হোসেন ও ইবাদত হোসেন, তাইজুল ইসলাম ১টি। ইনিংস ও ৪৬ রানের ব্যবধানে হেরে দিবারাত্রির টেস্ট খেলার 'শখ' মিটে যায় বাংলাদেশের!

আমিনুলের পর জাকির

বাংলাদেশের হয়ে এ পর্যন্ত টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরি করেছেন মোট ৪ জন- আমিনুল ইসলাম বুলবুল (১৪৫), মোহাম্মদ আশরাফুল (১১৪), আবুল হাসান রাজু (১১৩) ও জাকির হাসান (১০০)। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ জনের কীর্তি ভারতের বিপক্ষে এবং মাঝের দু'জন করেছেন যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে। সেই ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে দেশের অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩৮০ বলে ১৭ বাউন্ডারিতে ১৪৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন আমিনুল।

একইসঙ্গে দেশের ও নিজের অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরির সেটি ছিল তৃতীয় ঘটনা। সবশেষ ২০২২ সালে ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তামিম ইকবালের চোটের কারণে সুযোগ পাওয়া জাকির হাসান বাংলাদেশের টেস্ট ক্যাপ মাথায় পরে প্রথম ইনিংসে ২০ রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেছিলেন ২২৪ বলে ১৩ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় সাজানো ১০০ রানের চমৎকার ইনিংস।

টেস্ট অভিষেকে ৪৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন লিটন দাস, প্রতিপক্ষ ছিল ভারত

সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক মুশফিক

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সাক্ষাতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৬০৪ রান করেছেন মুশফিকুর রহিম (৮ টেস্টের ১৫ ইনিংসে ৪৩.১৪ গড়ে, সর্বোচ্চ ১২৭)। এই সংস্করণে দলটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ২১ উইকেট শিকার করেছেন সাকিব আল হাসান (৮ টেস্টের ১২ ইনিংসে ৩৭.৯৫ গড়ে, সেরা ৫/৬২)। বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় ২০০ পার্টনারশিপ গড়েছেন তামিম ইকবাল ও জুনায়েদ সিদ্দিকি, দ্বিতীয় উইকেটে, ২০১০ সালে মিরপুরে।

মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকেই ভারতের বিপক্ষে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান পেয়েছে বাংলাদেশ

ভুটানের মাঠে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

থিম্পুতে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের

● রফিকুল ইসলাম ●

দ্বিতীয় ম্যাচের ইনজুরি সময়ের প্রথম মিনিটে ভুটানের গোলের ভিডিওটি যদি আপনি বারবার দেখেন, তাহলে অবাক হবেন। বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে বিরক্তিও তৈরি হবে। হয়তো নিজের চুল টানতে টানতে বলবেন–এভাবে কেউ গোল খায়? ফ্রি-কিকের বল বক্সে হাওয়ায় ভাসল, বাংলাদেশের রক্ষণের কেউ ক্লিয়ার করতে পারলেন না। একটু দূরেই ফাঁকায় দাঁড়িয়েছিলেন ভুটানের তিন খেলোয়াড়। কী হয়? প্রতিপক্ষকে বড় একটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে সেটাই যেন দেখছিলেন বাংলাদেশের কয়েকজন ডিফেন্ডার।

ভুটানের তিন ফুটবলারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিলেন কিংগা ওয়াংচুক। বল পেয়ে কালবিলম্ব না করে তিনি পাঠিয়ে দিলেন জালে। শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে সর্বনাশ বাংলাদেশের, হাতছাড়া সিরিজ জয়ের সুযোগ। প্রথম ম্যাচ হারা ভুটান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ১-১ এ সিরিজ ড্র করে। ওই গোলের দৃশ্যই সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বাংলাদেশের ফুটবলের কঙ্কাল চিত্রটি। মনে প্রশ্ন জাগল; এমন অসুন্দর ফুটবল আর কতকাল খেলবে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা?

প্রীতি ম্যাচ খেলতে ভুটানকে বেছে নেওয়ার কারণ ছিল র‍্যাঙ্কিং বাড়িয়ে নেওয়া। দুই ম্যাচ জিতলে সেই উদ্দেশ্য সফলও হতো। এখন কী হবে? হয়তো র‍্যাঙ্কিং টেবিলে দুই দেশের অবস্থান বদলাবে না। ভুটানের পেছনেই থাকতে পারে বাংলাদেশ। তাতে ডিসেম্বরে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের ড্রয়ে বাংলাদেশকে থাকতে হবে ৪ নম্বর পটেই। তাতে গ্রুপের প্রতিপক্ষরা হবে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ড থেকে বাদ পড়ার শঙ্কাটা যে আরও বড় হলো। সমশক্তির দল ভুটানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ জেতার লক্ষ্যপূরণ না হওয়ায় বাংলাদেশের ফুটবলারদের সামর্থ্য ও স্প্যানিশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরার যোগ্যতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই মানের ফুটবল খেলতে বিদেশি কোচ ও শক্তিশালী কোচিং স্টাফ লাগে কি না, সে আলোচনাও শুরু হয়েছে ফুটবল অঙ্গনে।

গত বছর জুনে বেঙ্গালুরুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ ম্যাচে ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। তারপরও দেশটির বিপক্ষে এই সিরিজের আগে দুটি ভয় ছিল কাবরেরার দলের। এক. ৮ বছর আগে থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে ভুটানের কাছে প্রথবার হেরেছিল বাংলদেশ। সেই দুর্বিষহ স্মৃতি তাড়া করে বেড়াচ্ছিল বাংলাদেশ দলকে। দুই. বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা কয়েক মাস ধরে ছিলেন ম্যাচের বাইরে, আর ভুটানের খেলোয়াড়রা ছিলেন ঘরোয়া ফুটবলের মধ্যে। এই দুইয়ের পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে থিম্পুর ৮০০০ ফুট উচ্চতার বিষয়টি তো ছিলই। উচ্চতার বিষয়টি মাথায় রেখেই বেশ কয়েক দিন আগে ভুটানে গিয়েছিল দল। কাজের কাজ কিছু হয়নি। এক ম্যাচ হেরে ও আরেক ম্যাচ জিতে সিরিজ সমতায় রাখতে পেরেছে ভুটান। আর বাংলাদেশ ঘরে ফিরেছে একরাশ হতাশা নিয়ে। এমন ফুটবল দেখতে চাননি কেউ। বাস্তবতা হলো-দেখতে হয়েছে সবাইকে।

থিম্পুতে মুদ্রার দুই পিঠই দেখেছে বাংলাদেশ। পাহাড়ি দেশটির বিপক্ষে হয়েছে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা। অথচ দাঁতে দাঁত চেপে আর মিনিট পাঁচেক ভুটানকে আটকিয়ে রাখতে পারলেই ১-০ তে সিরিজ জিতে ফিরতে পারতেন তপু-জামালরা। বাংলাদেশ না পারলেও ভুটান ঠিকই দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে জ্বলে উঠতে হয়। এ সিরিজ থেকে বাংলদেশের অনেক পাঠ নেওয়ার আছে। নিজেদের অবস্থান পরিমাপেরও সুযোগ আছে। বাস্তবতা হলো যুগ যুগ ধরেই এভাবে চলছে বাংলাদেশের ফুটবল। ঘরোয়া লিগ থেকে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক পেলেও কখনো জাতীয় দলের জার্সিতে আলো ছড়াতে পারেন না তাঁরা। অতি মূল্যায়িত ফুটবলাররা দর্শক-সমর্থকদের হৃদয় ভেঙে আসছেন যুগের পর যুগ ধরে।

২০২৩ সালের জুনে ভারতের বেঙ্গালুরুতে হওয়া সবশেষ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। সেমিফাইনালে কুয়েতের বিপক্ষে ১২০ মিনিট লড়াই করে হেরেছিল। সেমিতে খেলা ও কুয়েতের বিপক্ষে লড়াই করেই যেন সব জয় করে ফেলেছিলেন ফুটবলাররা। তাই তো খুশিতে বাফুফে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিয়েছিল খেলোয়াড়দের। দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠাতেই দলকে পুরস্কার দেওয়া প্রমাণ করে বাংলাদেশের লক্ষ্যটাও কমে গেছে। যেন সর্বোচ্চ সামর্থ্যই সেমিফাইনাল খেলা।

২০১৬ সালে এই থিম্পুতে ভুটানের কাছে ইতিহাসে প্রথমবার হেরে বড় ধাক্কা খেয়েছিল বাংলাদেশের ফুটবল। সব খেলাতেই জয়-পরাজয় থাকে। তারপরও কিছু হার মেনে নেওয়া কঠিন হয় ভক্তদের। ৮ বছর আগের সেই হারটাও তেমন ছিল। আবার থিম্পুতে বাংলাদেশকে হারিয়ে ভুটান বুঝিয়ে দিল জয়ের অভ্যাসটা তৈরি হয়েছে তাদের। এক সময়ে যে দলটির বিপক্ষে বলে-কয়ে জিতত বাংলাদেশ, এখন সেই দেশটিই জিতে মাঠ ছাড়ছে। সবশেষ ৭ সাক্ষাতে দুই ম্যাচ জিতে ফুটবল মাঠে বাংলাদেশকে ভালোভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশটি। ৫ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের জয়টি ছিল ভুটানের গোলরক্ষকের ভুলে। আর দ্বিতীয় ম্যাচে ভুটানের জয়টি ছিল বাংলাদেশের রক্ষণের ব্যর্থতায়। তবে ভুটানের গোলটি ছিল তাদের

বুদ্ধিদীপ্ত ছকে। ফ্রি-কিক নেওয়া আর গোল হওয়ার মধ্যে সে সময়টুকু ছিল, তাতে রক্ষণ ভালোভাবেই জমাট করা যেত। সেখানেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তপু বর্মণরা। গোলরক্ষকের কোনো সুযোগ ছিল না ফাঁকায় দাঁড়ানো ভুটানি খেলোয়াড়ের শট ঠেকানোর। মিতুল কিছু বুঝে উঠার আগেই বল আছড়ে পড়ে বাংলাদেশের জালে।

ফাঁকতালে পাওয়া গোলে প্রথম ম্যাচ জয়ের পর ভাগ্যের সহায়তা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। তবে শুরুর দিকে পাওয়া গোলটি ধরে রেখে ম্যাচ জিতে মাঠ ত্যাগ করতে পারায় তিনি খেলোয়াড়দের কিছু প্রশংসাও করেছিলেন। প্রথম ম্যাচেই কাবরেরা বুঝে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় ম্যাচে একই রকম ফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রতিদিন তো আর ভাগ্যের শিঁকে ছিঁড়ে না। তাই দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর কৌশল ছিল ড্র করে সিরিজ নিশ্চিতের। কাবরেরার সেই কৌশল বুমেরাং হয়েছে। শেষ দিকে ভুটান একের পর এক আক্রমণ করে গোল করার চেষ্টা করেছে এবং সফল হয়েছে ইনজুরি সময়ে গিয়ে।

বাংলাদেশের ফুটবলারদের কিছু মুখস্থ কথা আছে। সে সব কথায় মনে হতে পারে, পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর কিংবা ভালো খেলার মন্ত্র যেন তাদের মুখস্থ। ম্যাচের আগে মুখে যেভাবে খই ফোটে, ম্যাচে তাঁদের পা সেভাবে পা চলে না। 'আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, আমরা সবাই ভালো খেলার জন্য মুখিয়ে আছি'-এই জাতীয় কথা ম্যাচের আগে শুনতে হয় খেলোয়াড়দের কাছ থেকে। আর ম্যাচের পর শুনতে হয় 'আমরা চেষ্টা করেছি, পরিনি। ছোট ছোট কিছু ভুলে ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে'—এসব শুনতে শুনতেও বিরক্ত দর্শক।

দ্বিতীয় ম্যাচের পর হারের অদ্ভূত যুক্তি দিয়েছেন কোচ কাবরেরা। 'ভুটান প্রথম ম্যাচ হারার কারণে দ্বিতীয় ম্যাচটি তাদের জয় দরকার ছিল। তারা সেভাবেই খেলেছে। আর আমরা গোলটি খেয়েছিল রক্ষণের ভুলে। এই জায়গাগুলোয় আরও কাজ করার আছে'—এমন ব্যাখ্যা ছিল কাবরেরার। প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও বদলি হিসেবে জামাল ভূঁইয়াকে নামিয়েছিলেন কোচ। বেশ কিছুদিন ধরেই কী ঘরোয়া কী আন্তর্জাতিক ম্যাচ; জামাল ভূঁইয়া হয়ে গেছেন সর্বাধিক ৬০-৬৫ মিনিটের খেলোয়াড়। এই দুই ম্যাচে বদলি হিসেবে নেমেও তিনি এমন কিছু করতে পারেননি, যাতে ম্যাচের চাকাটা ঘুরতে পারে। তিনি আগে কখনো সেটা পারেননি। তাই তো এবারের ঘরোয়া মৌসুমে তিনি নেই কোনো ক্লাবে। একটি দেশের জাতীয় দল ক্লাব পান না, সেটা বাংলাদেশে তো প্রথমই, বিশ্বেও বিরল ঘটনা।

দিনের পর দিন জামাল ভূঁইয়াকে দলে রাখা এবং তাঁর বাহুতে অধিনায়কের ব্যাজ লাগিয়ে দেওয়া নিয়ে অনেক সমালোচনাও সইতে হচ্ছে কোচকে। কিন্তু 'জামাল লড়াকু ফুটবলার, সে মাঠে থাকলে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা ভয় পান' এমন যুক্তি দিয়ে ফর্মহীন একজন খেলোয়াড়কে খেলিয়ে যাচ্ছেন কাবরেরা। কিছু দিন আগে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলের ৪ ফুটবলারের জায়গা হয়েছিল কাবরেরার স্কোয়াডে। দুই ম্যাচে খেলার সুযোগ পাওয়া কেউই নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি। বরং তারা এটা বুঝিয়েছেন অনূর্ধ্ব-২০ আর জাতীয় দলের অনেক তফাত। তবে তরুণদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। জাতীয় দলে বছরের পর বছর খেলে আসা বড়রাও নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে ব্যর্থ। নতুনদের মধ্যে তাঁরাও পারছেন না আইডল হয়ে উঠতে। এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে এ বছর নভেম্বর উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করবে বাফুফে। তবে র‍্যাঙ্কিং বাড়িয়ে যে ফায়দাটা নিতে চেয়েছিলেন কাবরেরা, সেটা হয়নি ভুটানের বিপক্ষে সিরিজ ড্র করায়। ভুটানের বিপক্ষে এই সিরিজের আগে দুই দেশের মোকাবিলা ছিল ১৪ বার। ১১ জয়ের বিপরীতে ছিল দুই ড্র, এক হার। এই সিরিজের পর জয় ও হার দুটিই বাড়ল বাংলাদেশের। দুই দেশের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম জয় পেতে ভুটানের লেগেছিল ৩২ বছর। আর দ্বিতীয় জয় পেল ৮ বছর পর। পরের জয়টি পেতে হয়তো সময়ের ব্যবধান আরও কমে যাবে পাহাড়ি দেশটির। এক সময়ে বাংলাদেশের অনেক পেছনে থাকা ভুটান যে এখন সামনে হাঁটছে।

জয়-পরাজয়ের চেয়ে ফুটবলে বড় জিনিস হলো সৌন্দর্য। সবাই সুন্দর ফুটবলের পূজারি। তবে বাংলাদেশের ফুটবল থেকে সুন্দর শব্দটি খসে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে ভালো পারফম্যান্স দেখা গেলেও তার ধারাবাহিকতা থাকছে না। ভুটানের বিপক্ষে এই দুই ম্যাচে সুন্দর নয়, বাংলাদেশ খেলেছে চোখে পীড়া দেওয়ার মতো ফুটবল। ঠিকঠাক পাস দিতে না পারা, গতিহীন, ছন্দহীন ফুটবল দেখে নাক সিটকিয়েছেন সবাই। এমন ফুটবল কারও কাছেই প্রত্যাশিত নয়।

অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, যে দেশে নিয়মিত ঘরোয়া ফুটবল হয় সে দেশের ফুটবলাররা কেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের আরও মেলে ধরতে পারছেন না। আসলে বাংলাদেশে নিয়মিত ঘরোয়া ফুটবল হলেও সেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় না। টানা ৬ মৌসুমে ৫ বার (এক মৌসুম পরিত্যক্তি) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলত আরও ক্লাব। তাই তো লিগ বা টুর্নামেন্ট হয়ে আসছে একপেশে। যে কারণে খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে না। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে।

আরেকটি দিক হলো কোয়ালিটি খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম থাকায় ঘুরেফিরে কিছু ফুটবলারই জাতীয় দলে খেলে আসছেন। দলে টিকে থাকার তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় না। কোচের হাতে পর্যাপ্ত বিকল্প না থাকায় সুযোগ পাননা কোয়ালিটি যাচাইয়েরও। বাংলাদেশের ফুটবলের এই ঘাটতি ভুটান যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ৫ ও ৮ সেপ্টেম্বরের দুই ম্যাচে।

বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যে বল দখলের লড়াই

চাই নিরপেক্ষ ও কলুষমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন

আশরাফ উদ্দিন খান

প্রতিটি মানুষই আশা করে, তার কীর্তিগাঁথা যেন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি দেশবাসীও আশা করে, তার দেশের সুনাম যেন হিমালয়ের শিখর পেরিয়ে গোটা বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌঁছায়। প্রায় দেশই এ নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিরলসভাবে। কেউ সমরাস্ত্রে বলীয়ান হয়ে বিশ্ববাসীকে চোখ রাঙ্গাচ্ছে। কেউ জ্ঞানে-বিজ্ঞাপনে ও গবেষণার সাহায্যে পৃথিবীময় পরিচিতি লাভ করছে। কেউবা অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করে গোটা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে খুব বেশি নিয়ম মানার দরকার পড়ে না। সততার সাথে দেশের ভিতরের ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাতে পারলেই চলে। স্বার্থপরতার কোনো স্থান এখানে নেই। ছোট বা বড় দেশের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাই আমেরিকা, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জার্মানি ও জাপানের মতো ছোট পরিধির কাতার বা ব্রুনাইকে একই সুতোয় মালা গাঁথা যায়। খেলাধুলায় কীর্তি ধারক ব্যক্তি দেশকাল ছাপিয়ে বিশ্বনাগরিক হয়ে যান। তবু অনেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তা বা আশা প্রতিফলন দেখা যায়। জর্জ উইহাহ, একজন দারুণ ফুটবলার। ইপিএলে একবার বর্ষসেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। পরে রাজনীতিতে এসে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু জগতবাসী আজও তাকে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ফুটবল শিল্পী হিসেবেই জানেন। ইমরান খান একজন ক্রিকেট তারকা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার পরিচিতি বেশি বেড়েছে বলে মনে হয় না। পেলে হয়েছিলেন ব্রাজিলের ক্রীড়া উপদেষ্টা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভয়ংকর ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল সে দেশের সিনেটর নির্বাচিত হন। এরা সবাই খেলোয়াড় হিসেবে যতটা সুপরিচিত ছিলেন- রাজনীতিবিদ হিসেবে ততোটা নন। সব দেশের কিছু কিছু স্থান বা সবটুকুই সৌন্দর্যে ভরা থাকে। সুইজারল্যান্ড, ইকোয়েডর বা ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্যের খ্যাতি জগতজোড়া। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমাদের মাতৃভূমির সৌন্দর্য ও অপরূপা। এজন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এদেশকে সকল দেশের রাণী হিসেবে রূপায়িত করেছেন। সত্যি অর্থেই তাই। এমন হরিৎ ক্ষেত্র কোথায়ও দেখা যায় না। ধানের ক্ষেতের উপর এখানে বাতাস নিয়ত ঢেউ খেলে যায়। পাখির গানে সকালের ঘুম ভাঙ্গে। ফুলে ফুলে এদেশের বৃক্ষগুলো রাঙ্গা থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফুলের বাহার দেখা যায়। ভ্রমরকুল নিরলসভাবে মধু আহরণে ব্যস্ত। স্নিগ্ধা নদী। তার মাঝ দিয়ে পালতোলা নৌকা চলে। মাঝিদের মুখে শোনা যায় ভাওয়াইয়া আর ভাটিয়ালি। সংস্কৃতিতেও আমাদের একটা সুনাম আছে। এটা গোটা উপমহাদেশ ব্যাপিয়া। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, শচীন দেব বর্মন, আব্বাস উদ্দিন এই দেশেরই সন্তান। এ সত্ত্বেও খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমাদের দীনতা অত্যন্ত প্রকট। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না। ক্রিকেটে খানিকটা এগিয়ে গেলেও অন্য ক্ষেত্রে দুই পা এগিয়ে যেতে তিনবার হোঁচট খাচ্ছি। দেশবাসী এ থেকে পরিত্রাণ চায়। এশিয়ার মধ্যেও আমরা উল্লেখযোগ্য ভাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারছি না। স্বাধীনতা পেয়েছি অর্ধশতকেরও বেশি আগে। তবু খেলাধুলার ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের কাছে আমরা এখনো অচেনাই রয়ে গেছি। এটা নিতান্তই হতাশার। পুরোনো কথায় আবার আসছি। আমাদের মাশরাফীর কথা ধরা যাক, রাজনীতিতে নেমে তিনি হুইপ হয়েছেন। আরিফ খান জয় পেয়েছিলেন মন্ত্রীত্ব। তবুও তাদের পরিচিতি রয়েছে খেলোয়াড় হিসেবেই, অন্য কিছুতে নয়। খেলাধুলায় সুনাম পেলে চিরদিন তা অটুট থাকে। অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই আছে আর এইতো নাই।' এ জন্য আমরা চাই, খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমাদের জাগরণ হোক। ছোট খাটো নয়, মহাজাগরণ। এজন্য চাই কলুষমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন আর কালিশায়ুক্ত পরিবেশ। এখানে থাকবে না উপরের চোখ রাঙ্গানী, থাকবে না আদেশ-নির্দেশ। নির্ভেজাল, নির্লোভ আর নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের হাল ধরবে, এই প্রত্যাশা সবার। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচালক ও পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ করতে হবে দেখে শোনে। তাকে অবশ্যই দলমত, বিশেষ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে- নিরপেক্ষ হতে হবে। ভালো ছাত্র মাত্রেই ভালো শিক্ষক হবেন, এমন কোনো কথা নেই। ভালো গায়ক গায়িকাই যে ভালো সঙ্গীত পরিচালক হবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই- তেমনি ভাবে মানতে হবে যে ভালো খেলোয়াড়ই ভালো পরিকল্পনাবিদ হবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভালো বক্তা কিংবা সংগঠক রাজনীতির মঞ্চে এসে পথ হারিয়ে বসেছেন। তাই আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রশিক্ষক এবং অধিনায়ক-নায়িকা নির্বাচনেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। যা কিছুই করা হোক, খেলোয়াড়দের মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে উত্তম।

বর্তমান বিশ্বে ফুটবল আর ক্রিকেটে খুব রমরমা আসর বসছে। এ সবের মাঝে স্থান নিতে চাইলে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার দিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার দলীয় পরিচয় কিংবা 'কোথাকার সন্তান'- এসব ভুলে যেতে হবে। দেশীয় প্রশিক্ষক যদি উপযুক্ত হন তবে তাকেই কাজে লাগাতে হবে, কারণ ভিন্ন ভাষাভাষীর কাছ থেকে খুঁটিনাটি বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করা বা জ্ঞাত হওয়া রীতিমতো কষ্টকর। ছাত্র যদি শিক্ষকের ভাষা অবগত না হন তবে তার পক্ষে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয় না। ভালো মনস্তত্ত্ববিদ কাছে কাছেই মিলতে পারে। তার জন্য সাগর সাতরানোর দরকার নেই। নিউজিল্যান্ডের মাঠে নেমে যদি উইলিয়ামসন, বোল্ট বা কনওয়েদেরকে হারানো যায় কিংবা পাকিস্তানে গিয়ে তাদেরই মাঠে যদি বাবর, রিজওয়ান বা শাহীন আফ্রিদীদের কোণঠাসা করানো যায়, তবে তাদের পরামর্শক নিয়োগের জন্য শনি-মঙ্গলবার খুঁজতে হয় না। আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে যেমন দলীয় পরিচয়, থাকা আবশ্যক নয়, তেমনি অভ্যন্তরীন প্রতিযোগিতা কিংবা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নিকটাত্মীয়র নামেও কোনো দল থাকা উচিত নয়, কারণ এতে পরিচালকবৃন্দ বিশেষ করে রেফারি বা আম্পায়াররাও বিশেষ অসুবিধা এবং অস্বস্তি বোধ করেন। বিশ্বের বড় বড় ফুটবল প্রতিযোগিতায় দেখা যায়, সেখানে অঞ্চল বিশেষে দলের নামকরণ হয়ে থাকে ব্যক্তির নামে নয়। যেমন মিলান, ন্যাপোলি, বার্লিন, মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার, লিভারপুল প্রাগ, জাগরেব ইত্যাদি আরও অসংখ্য নাম রয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের নামে দলের পরিচয় খুবই নগন্য। থাকলেও তা অরাজনৈতিক। আমাদেরও এই পথেই চলা আবশ্যক। এ সত্ত্বেও বলতে হয়, ভালো দলে ভালো খেলোয়াড়দের সংখ্যাই বেশি থাকে। এসব দল গঠন ও নির্বাহের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থের প্রয়োজন। তাই কারও পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক। তিনি যদি কোনো বিশেষ অঞ্চলের হোন বা বিশেষ রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত হন তাতেও দোষের কিছু নাই। তবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কোনো ব্যক্তির প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা না থাকাই ভালো। অনেক দেশে দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তি এক একটি নামকরা ক্লাব কিনে নিচ্ছেন- কিন্তু তার নিজের বা নিকটস্থ ব্যক্তির নামে নামকরণ করছেন না। এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো যায়- কারণ কারো বিশেষ অনুদান

ছাড়া ক্লাব বা দল চালানো অত্যন্ত কঠিন। পাশের দেশের আইপিএলে দেখা যায়, শাহরুখ খান কলকাতা নাইট রাইডার্সকে এবং আম্বানি পরিবার বোম্বাই দলকে চালনা করছেন। কিন্তু দলগুলো অরাজনৈতিক হিসেবেই থাকছে। এভাবে আমাদেরকেও মনে রাখা দরকার যে, দল নির্বাচন ও অধিনায়ক মনোনয়নে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এগুতে হবে। এক্ষেত্রে ভুল হলে বা শোধরাবার পথ থাকে না। ক্রিকেট বিশ্বে কিছু ক্ষণজন্মা খেলোয়াড় নিজ দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে অমরতা লাভ করেছেন, যেমন পাকিস্তানের ইমরান খান, ভারতের মনসুর আলী খান পাতৌদি, ইংল্যান্ডের রে ইলিংওয়ার্থ, অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইভ লয়েড, দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রায়েম স্মিথ, ইংল্যান্ডের লেন হ্যাটন প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন দিকপাল খেলোয়াড়। আমাদের মাশরাফি বিন মর্তুজাও ভালো অধিনায়কত্ব করার স্বীকৃতি পেয়েছেন- তাই অধিনায়ক নির্বাচনেও একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে একাধারে ভালো খেলোয়াড়, রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক এবং সর্ববিষয়ে কলুষমুক্ত। ফুটবলে আমরা অনেক পিছিয়েছি। দক্ষিণ এশিয়ার পেছনের সারিতে বসা ছাত্রের মতো। এই মহাদেশের মাঝে জাপান, দুই কোরিয়া, ইরান, ইরাক, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া ও জর্ডানের সমকক্ষ হতে গেলে নতুন পথ খুঁজতে হবে। আমার অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানে সেই পথের সন্ধান জানা সম্ভব নয়। শুধু ফুটবল বা ক্রিকেট নয়, যেসব বিষয়ে আমাদের বিশ্বে পরিচিতি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তবে ফুটবল ক্রিকেটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি- এই কারণে যে, ক্রীড়াপ্রেমিক বিশ্ববাসীর নজর এদিকটা ঘিরেই বেশি আবর্তিত হচ্ছে। ইংরেজ আমলে বাংলার ফুটবল ছিল বহুল আলোচনায় ভরা। ঢাকার দলের কাছে আইলিংটন কোরিন্থিয়ান পাখী সেনের গোলে হার মেনেছিল তিরিশের দশকের শেষ বছর। এর আগে ১৯১১ সালে বৃটিশদের ভিত্তি কাঁপিয়ে ছিল বরিশালের শিবদাস ভাদুড়ী এবং ময়মনসিংহের অভিলাষ ঘোষ। এরও পরে শরীয়তপুরের ভোজেশ্বরের ছেলে গোষ্টপালের নাম সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। এখনও তার আবক্ষ ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু গড়ের মাঠের একপ্রান্তে স্থাপিত অবস্থায় দেখা যায়। পুর্নিয়ার সৈয়দ আব্দুস সামাদ এবং ধানবাদের কাজী আহমদ রশিদ (হাফেজ রশীদ) বাংলার মাটিতে ফুটবল খেলেছেন। তাই নির্দ্ধিধায় বলা যায়, এখনো এখান থেকেই এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ফুটবলার সৃষ্টি করা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন সততার সাথে নির্ভুল প্রচেষ্টার। ক্রিকেটেও এগিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস আর আত্মসংযমের। এখানে দলাদলি বা সততার অভাব হলে তা হবে ভয়ানক আত্মঘাতী। নতুন দিনের মানুষ তা নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে সৎ মানুষের সংকট থাকলেও ক্রীড়াজগতে তার সফল উত্তরন হওয়া উচিত। এর জন্য চাই কলুষমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন। প্রয়োজন দেশপ্রেমিক ও নির্লোভ ব্যক্তিদের সক্রিয় হস্তক্ষেপ। প্রতিটি মানুষই চরম দারিদ্র্য আর হতাশার মাঝেও খেলাধুলার সাফল্যের সংবাদ পেলে সব দুঃখ ভুলে যায়। আর ভিতরের অশান্তি ও বেদনার দহনও নিমিষে নিভে যায়। ক্রীড়াক্ষেত্রেই মানুষের সঞ্জীবনী শক্তি নিহিত থাকে। তাকে জিয়িয়ে রাখা সকল দেশবাসী বিশেষ করে, প্রশাসক গোষ্ঠীর অবশ্য কর্তব্য। সেই সুদিনের আশায়ই দিন গুণছি।

বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে গৌরবের অধ্যায়

● তোহা বকর ●

বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের ২৪ বছরের ইতিহাসে মাঝেমধ্যেই স্মরণীয় কিছু অর্জন করেছে। জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে হয়েছে জয়যাত্রা, অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে অজি বধে বাংলার জয়গান, শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শততম টেস্ট ম্যাচে জয় আর ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট নিজেদের সামর্থ্যের জানান দিয়েছে। আর এইবার পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ নিজেদের সামর্থ্যের আস্থা রেখে আত্মবিশ্বাসের কালিতে লিখল নতুন ইতিহাস। টেস্টে ব্যর্থতার স্নায়ু চাপা পড়েছিল বাংলাদেশ। পরাজয়ের দুঃস্মৃতি, ব্যর্থতার মিছিল, হতাশায় মোড়ানো অধ্যায় অবশেষে শেষ হলো। বাংলাদেশ জয়ের ছবি আঁকল রাওয়ালপিন্ডিতে। রচিত হলো বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে এক গৌরবের অধ্যায়। যে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে একটি জয়ও ছিল না সেখানে বাংলাদেশ তাদের বিপক্ষে শুধু প্রথম টেস্টেই জিতেনি পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে টেস্টে প্রথম সিরিজও জয় করেছে, যার ফলে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। বড় লাফ দিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চারে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে ইতিহাসে নিজেদের মাটিতে একবারই সিরিজ হেরেছিল পাকিস্তান। ২০২২ সালে ইংল্যান্ড ৩-০ ব্যবধানে তাদের বিপক্ষে সিরিজ জিতে নেয়। এবার একই কাজ করে বাংলাদশ। দ্বিতীয় দল হিসেবে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ।

দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশের প্রাপ্তির খাতা একেবারে টুইটুম্বুর। বাংলাদেশ টেস্টে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান ৪৪৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে জবাবে ৫৬৫ রানের পাহাড় গড়ে ১১৭ রানের লিড নিয়ে অলআউট হয় বাংলাদেশ। পাকিস্তান ইনিংস ঘোষণা করেও ম্যাচ হেরেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চতুর্থবার ইনিংস ঘোষণা করেও ম্যাচ হারতে হয়েছে তাদের। প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ঘরের মাঠে পাকিস্তান এবারই প্রথম ১০ উইকেটে হেরেছে। এর আগে কোনো দল তাদের মাটিতে ১০ উইকেটে জিতেনি। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৬ রান তুলতে বাংলাদেশ ৬ উইকেট হারায়। প্রথম ইনিংসে প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানের এত কম রান করার পরও টেস্টে ম্যাচ জেতার ঘটনা বিরল। সবশেষে এমনটা হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। ইংল্যান্ড ১৭ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এরপর দারুণভাবে ম্যাচে ফিরে জয়ের স্বাদও পায়। টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থবার পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ম্যাচ হারল। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান ১২ রানের লিড পেয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং একেবারেই বাজে হওয়ায় ম্যাচটা বাংলাদেশের পক্ষে যায়।

পাকিস্তানকে হারিয়ে অষ্টমবার বিদেশের মাটিতে টেস্ট জিতল বাংলাদেশ। আর সব মিলিয়ে নবম সিরিজ জয়। ২০০৯ সালে সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ২-০ ব্যবধানে বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। যদিও এই সিরিজে নিজেদের শক্তিমত্তার চেয়ে ক্যারিবিয়দের দুর্বলতা নিয়ে আছে বেশি প্রশ্ন। প্রতিপক্ষের মাটিতে দ্বিতীয়বার টেস্ট সিরিজ জিততে বাংলাদেশের সময় লেগেছে দীর্ঘ এক যুগ। বাংলাদেশ ২০২১ সালে খর্ব শক্তির জিম্বাবুয়েকে হারায় ১-০ ব্যবধানে। অবশেষে পূর্ণশক্তির কোনো দলের সঙ্গে সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ, যা বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের অবিশ্বাস্য সাফল্যের একটি। ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশ পাকিস্তান গিয়েছে এবং হতাশ হয়ে ফিরেছে। ২০০৩ সালে হাতের মুঠোয় থাকা ম্যাচ ইনজামাম উল হক একাই হারিয়ে দিয়েছিলেন। খালেদ মাহমুদ সুজন চোখের জলমুখে স্টেডিয়াম ছেড়েছিলেন। সেই দুঃস্মৃতি এবার আর ফিরেনি। পাকিস্তানের মাটিতে উড়েছে বিজয়ের পতাকা। টেস্ট খেলুড়ে দেশের মধ্যে নবম দেশের বিপক্ষে জয় পেল বাংলাদেশ। এখন বাকি আছে কেবল দুই দেশ। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কোনো টেস্ট জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এ বছর দুই দেশের বিপক্ষেই খেলা আছে বাংলাদেশের। এবার কি সেই মাহেন্দ্রক্ষণের দেখা মিলবে? রচিত হবে কী আরেকটি গৌরবের অধ্যায়?

দেশের বাইরে স্মরণীয় টেস্ট সিরিজ জয়

ইকরামউজ্জমান

২০০০ সালের ১০ নভেম্বর অভিষেক টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে। এর পর থেকে প্রায় ২৪ বছরে গত ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খেলেছে ১৪৪টি টেস্ট। এর মধ্যে বাংলাদেশ দল জিতেছে ২১টি টেস্ট ম্যাচ। পরিসংখ্যান তার বুকে ধারণ করে রেখেছে বড় বেশি অস্থিরতা! আর এটি বাস্তবতা। ১৪৩ আর ১৪৪ টেস্টে (বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ) দেশের বাইরে ভিন্ন কন্ডিশনে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ যথাক্রমে ১০ ও ৬ উইকেটে দাপটের সঙ্গে 'কমপেক্ট' ক্রিকেট খেলে শ্রেয় দল হিসেবে সিরিজ জয় শুধু স্মরণীয় নয় অবিস্মরণীয়। পাকিস্তানের কন্ডিশনে তাদের বিপক্ষে সিরিজ জয় শুধু বাংলাদেশের নয় ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো দলের জন্যও অনেক বড় সাফল্য। বাংলাদেশ প্রথম টেস্টে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে ১০ উইকেটে। পাকিস্তান কখনো টেস্ট ক্রিকেটে তার কন্ডিশনে অতীতে টেস্টে ১০ ইউকেটে পরাজিত হয়নি। পাকিস্তান এবার দ্বিতীয়বারের মতো তার কন্ডিশনে 'হোয়াইটওয়াশ' হয়েছে। ২-০ ম্যাচে। প্রথমবার হয়েছে ৩-০ ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২২-২৩ সালে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০ ম্যাচে সিরিজ হলো দেশের বাইরে ভিন্ন কন্ডিশনে বাংলাদেশের এটি তৃতীয় সিরিজ জয়। এর আগে বাংলাদেশ যথাক্রমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০০৯) এবং জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২০২১) সিরিজ জিতেছে। দেশের বাইরে ভিন্ন কন্ডিশনে জয়ের আলাদা গুরুত্ব এবং মর্যাদা আছে। সব টেস্ট খেলুড়ে দেশ চায় বাইরে ভালো ক্রিকেট খেলে জিতবে। আর এর জন্য প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। দেশের বাইরে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৮টি টেস্ট জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে। পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের লক্ষ্য নিয়েই বাংলাদেশ খেলতে গিয়েছিল। বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতি দেশে এবং পাকিস্তানে গিয়ে ছিল খুব ভালো। আর এই প্রস্তুতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছে 'টিম বাংলাদেশ'। খেলোয়াড়রা সব সময় বিশ্বাস করেছেন সবাই মিলে খেললে জয় অবশ্যই সম্ভব। এই আত্মবিশ্বাস আর জয়ের ক্ষুধা পৌঁছে দিয়েছে উৎসবের মঞ্চে। দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে নতুন অধ্যায়। বাংলাদেশের এই অসাধারণ বিজয় দেশের ক্রিকেটকে এক ধাপ উঁচুতে পৌঁছে দিয়েছে। খেলোয়াড়দের শুধু উজ্জীবিত করেনি, তাঁদের সামর্থ্যের প্রতি আস্থা বাড়িয়ে দিয়েছে! খেলোয়াড়রা বুঝতে পেরেছেন সঠিকভাবে টেস্ট খেলতে পারলে বন্ধ দরজাগুলো খুলতে বেশি সময় লাগবে না! পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জয় সময়ের ফসল নয়! গোলায় তোলা ফসলের পেছনে আছে অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, কঠোর পরিশ্রম, অনুশীলন এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এই বিজয়ের অংশীদার অনেক সময় ধরে অনেকের। সবাই মিলে তাই বাংলাদেশের বিজয় উদযাপন করতে হবে। দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো ক্রিকেটাররা ক্রমেই দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে নিজকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছেন। খেলা উপভোগের পাশাপাশি সব সময় তারা চ্যালেঞ্জ নিতেও প্রস্তুত! আর তাই তো টিম বাংলাদেশ স্বাগতিক দলের প্রথম ইনিংসে ২৭৪ রানের জবাবে মাত্র ২৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে মাথার ওপরে হাত তুলে না দিয়ে ধৈর্য এবং মানসিক শক্তি নিয়ে বীরের মতো লড়েছে। সপ্তম উইকেটে লিটন দাস এবং মেহেদি হাসান মিরাজের রেকর্ড সৃষ্টিকারী ১৬৫ রানের ইনিংস খেলার রং পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। ১৮৮৭ সাল থেকে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তৃতীয় বারের মতো এত বড় বিপর্যয় কাটিয়ে একটি দল প্রথম বারের মতো জয়ের মালা গলায় পরেছে। লিটন দাসের ১৩৮ রান আর মেহেদি হাসান মিরাজের ৭৮ রানের অনবদ্য ইনিংস এখন যেকোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশের জন্য অনুপ্রেরণা। টেস্ট ক্রিকেটে ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্বশীল 'পার্টনারশিপ' একটি দলকে কীভাবে চরম বিপদ থেকে রক্ষা করে বিজয়ের সান্নিধ্য দিতে পারে (৬ উইকেটে জয়লাভ) রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে মর্যাদার লড়াইয়ে বিশ্বের সচেতন ক্রিকেট অনুরাগীরা এটা দেখেছেন। দেখেছেন একটি দলের বিজয় কত বেশি আবেগময় এবং আনন্দঘন হতে পারে! বাংলাদেশের ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে পরিবর্তন এসেছে। তিন ডিপার্টমেন্টে উন্নতি করার সুযোগ সব সময় প্রত্যাশিত। যেটি উল্লেখ করতে চাচ্ছি, সেটি হলো দলে প্রতিটি ক্ষেত্রে পারফরমার বাড়ছে। দেশের বাইরের কন্ডিশনে দুটি টেস্টে পেসাররা (হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম) নিয়েছেন ২১টি উইকেট। আর স্পিনাররা মেহেদি হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান) নিয়েছেন ১৫টি উইকেট। ব্যাটিংয়ে মুশফিকুর রহিম (তিন ইনিংসে) ২১৬, লিটন দাস (দুই ইনিংসে) ১৯৪, মেহেদি হাসান মিরাজ (দুই ইনিংসে) ১৫৫, সাদমান ইসলাম (চার ইনিংস) ১৩৬, মমিনুল হক (তিন ইনিংসে) ৮৫, জাকির হাসান (চার ইনিংসে) ৬৮, নাজমুল হাসান (তিন ইনিংসে) ৫৮ রান। ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ আর দ্বিতীয় টেস্টে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন লিটন দাস। চলতি মাসের শেষের দিকে ভারতের কন্ডিশনে বাংলাদেশ দল আবার লড়াইয়ের মাঠে নামবে। ভারত দলটি অনেক বেশি শক্তিশালী এবং ভারসাম্যময়। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশকে আরও ভালো ব্যাট করতে হবে। অধিনায়ক নাজমুল হাসান শান্ত এখনো তাঁর ফর্ম ফিরে পাননি। মুমিনুল হক এখনো তাঁর ছন্দে নেই। সাদমান এবং জাকিরকে ভারতের পেস আক্রমণের সামনে আরও অনেক বেশি গোছানো এবং দায়িত্বশীল ক্রিকেট খেলতে হবে। ভারতের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ এখনো জয়ের মুখ দেখেনি! বাংলাদেশ দলটি এখন জয়ের মন্ত্রে দারুণভাবে উজ্জীবিত। উইনিং কম্বিনেশন চমৎকার। দলের কোচকে (হাথুরুসিংহ) পছন্দ করেন না বোর্ডের নতুন সভাপতি ফারুক আহমেদ। আর এ কথা তিনি প্রকাশ্যে সব সময় বলেছেন। সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পরও বলেছেন। বলেছেন হাথুরুসিংহকে বোর্ড থেকে বিদায় করা হবে! কোচ হিসেবে হাথুরুসিংহের পারফরম্যান্স যথেষ্ট উজ্জ্বল। তাঁকে যাঁরা বিরোধিতাও করেন, তাঁদেরও ক্রিকেট চিন্তা পরিকল্পনা নিয়ে কোনো অভিযোগ করেন না। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে অসাধারণ জয় এর পেছনে হাথুরুসিংহের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। বোর্ড প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন হাথুরুসিংহ দলের সঙ্গে ভারতে যাবেন কি যাবেন না।

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

দাবা অলিম্পিয়াডে যোগদানের আগে যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করে বাংলাদেশ দল

দাবা অলিম্পিয়াডে তাঁদের ঘিরে স্বপ্ন

● মোরসালিন আহমেদ ●

ফিদে ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের খুব বেশি প্রত্যাশা নেই। পঞ্চাশের ঘরে থাকতে পারলেই খেলোয়াড়-কর্মকর্তারা খুশি। হাঙ্গেরি যাওয়ার আগে সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানিয়ে গেলেন। তবে বাস্তবতার নিরিখে বুদাপেস্টে যে দল খেলছে, তাতে ষাটের ঘরে পজিশন থাকে কি না, সন্দেহ রয়েছে। প্রত্যাশাহীন এ অলিম্পিয়াডে ওপেন ও নারী উভয় দলই যেকোনো বারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দলগতভাবে খুব একটা প্রত্যাশা না করে বরং দলে যেসব উদীয়মান তারকা রয়েছেন, তাঁদের ঘিরেই এখন দাবাপ্রেমীরা স্বপ্ন দেখছেন। ওপেন বিভাগে আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমানের গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম এবং দুই ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড় ও তাহসিন তাজওয়ার জিয়ার আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম অর্জনের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে নারী বিভাগে দুই নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম ও ওয়াদিফা আহমেদ এবং দুই নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নুশরাত জাহান আলো ও ওয়ালিজা আহমেদ এ চার দাবাড়ুর নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যাঁদের ঘিরে স্বপ্ন, তাঁরা যদি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাতে পারেন তাহলে 'নর্ম' কেন সরাসরি 'খেতাব' পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। অলিম্পিয়াডে ফাহাদ, নীড়, তাহসিন, ওয়াদিফা, ওয়ালিজারা নর্ম অর্জনে ব্যর্থ হলেও তাঁদের সামনে বুদাপেস্টে আরও তিনটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে কাঙ্ক্ষিত নর্মের পথ খোলা রয়েছে। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে তারা লক্ষ্যপূরণে কতটা প্রস্তুত কিংবা কতটা প্রস্তুতি নিয়ে ইউরোপে গেলেন? অপ্রিয় হলেও সত্যি নীড়-তাহসিন বিশেষ কোনো প্রস্তুতি বা অনুশীলনের জন্য ফেডারেশন থেকে কোচ পাননি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে নারী দল ভাগ্যবান। গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবের কাছে দলটি প্রায় দুই মাসের মতো প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তবে অলিম্পিয়াড ও তিনটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট শেষে বোঝা যাবে একঝাঁক সম্ভাবনাময় দাবাড়ুরা কতটা সফল হলেন!

হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বিশ্ব দাবার সর্বোচ্চ দলগত আসর ৪৫তম অলিম্পিয়াড গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। ১১ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ওপেন বিভাগে রেকর্ড ১৯৫টি দেশের ১৯৭টি দল (স্বাগতিক হাঙ্গেরির ৩টি দল) ও নারী বিভাগে রেকর্ড ১৮২টি দেশের ১৮৪টি দল (স্বাগতিক হাঙ্গেরির ৩টি দল) এন্ট্রি করেছে। বাংলাদেশ সময় রাত ৭টা থেকে খেলা শুরু হবে। দাবা অলিম্পিয়াডের নিজস্ব ওয়েব সাইট https://chessolympiad2024.fide.com/ সরাসরি খেলা দেখা যাবে। বিশ্ব দাবার এ মহামিলন ২৩ সেপ্টেম্বর শেষ হবে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সাল থেকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছে। অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে ওপেন বিভাগে বাংলাদেশ দল ২০১২ সালে ইস্তাম্বুলে সর্বোচ্চ সাফল্যে দেখিয়ে ১৫৭টি দেশের মধ্যে ৩৩তম হয়েছিল। অপর দিকে ১৯৯২ সালে ম্যানিলায় নারী বিভাগে বাংলাদেশ ৬২টি দেশের মধ্যে ২৭তম হয়ে সর্বোচ্চ সাফল্যে দেখিয়েছিল। কিন্তু অলিম্পিয়াডের ইতিহাসে ২০১৬ সালে বাকুতে সবচেয়ে লজ্জা ডুবিয়েছিল ওপেন ও নারী দল। বাংলাদেশ ওপেন বিভাগে ১৮০টি দেশের মধ্যে ৭৬তম এবং নারী বিভাগে ১৩৯টি দেশের মধ্যে ৭৭তম হয়। তবে অলিম্পিয়াডে ব্যক্তিগত সাফল্যের মধ্যে ১৯৮৮ সালে গ্রিসে সৈয়দ তাহমিদুর রহমান ও ইয়াসমিন বেগম বোর্ড পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদক, ১৯৯২ সালে ম্যানিলায় সৈয়দা শাবানা পারভীন নিপা রৌপ্য ও গুলশান আরা নিক্কন ব্রোঞ্জ পদক পান। ১৯৯৮ সালে এলিস্তায় আবদুল্লাহ আল রাকিব সরাসরি আন্তর্জাতিকমাস্টার হন। ২০০২ সালে ব্লেডে এনামুল হোসেন রাজীব একটি গ্র্যান্ডমাস্টারের এবং জাকিয়া সুলতানা নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম লাভ করেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করে এবার ফাহাদ, নীড়, তাহসিন, নোশিন, ওয়াদিফা, আলো ও ওয়ালিজারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন–এমনটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

এবার দেশের দুই গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ ও এনামুল হোসেন রাজীব, আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, দুই ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড় ও তাহসিন তাজওয়ার জিয়া এবং ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন মাসুদুর রহমানকে নিয়ে ওপেন বিভাগে লড়ছে বাংলাদেশ দল। অন্যদিকে নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ, দুই নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম ও ওয়াদিফা আহমেদ, দুই নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নুশরাত জাহান আলো ও ওয়ালিজা আহমেদ এবং ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন মাহমুদা মলিকে নিয়ে নারী বিভাগে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এ ছাড়া কংগ্রেস ডেলিগেট হিসেবে সৈয়দ শাহাবউদ্দিন শামীম ও আন্তর্জাতিক আরবিটার হিসেবে মো. হারুন অর রশিদ অলিম্পিয়াডে গেছেন। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে চেন্নাই অলিম্পিয়াডে বাবা-ছেলে যথাক্রমে গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান ও ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া এক সঙ্গে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্ব দাবায় নজর কেড়েছিলেন। এবার দুই বোন ওয়ালিজা আহমেদ ও ওয়াদিফা আহমেদ বুদাপেস্টে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে ইতিহাস গড়েছেন। অন্যদিকে ৮১ বছর বয়সে নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ অলিম্পিয়াডে জ্যেষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে গড়েছেন অনন্য রেকর্ড।

ক্রীড়াঙ্গনে কী ধরনের সংস্কার চান সংগঠকরা

দেশের অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও চলছে সংস্কার। জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। খেলাধুলাকে রাজনীতিমুক্ত করতে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে ফেডারেশনগুলোর গঠনতন্ত্রে সংস্কার ও একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা পাওয়ার জন্য। স্বাধীনতার ৫৩ বছরে কেন দেশের খেলাধুলা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে পারেনি। একক ও দলীয় গেমসগুলোকে কীভাবে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা যায়, সেসব নিয়ে ক্রীড়াজগত মুখোমুখি হয়েছিল চারটি ফেডারেশনের সংগঠক ও সাবেক খেলোয়াড়দের সঙ্গে। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার ও সংগঠক হাসানুজ্জামান বাবলু, ক্রিকেটার ও সাবেক সহসভাপতি শাহ নুরুল কবির শাহীদ, সাবেক জাতীয় হকি খেলোয়াড় সাজেদ এ এ আদেল, অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাবেক কর্মকর্তা ও সাবেক আন্তর্জাতিক অ্যাথলেট মিজানুর রহমান, সাঁতার ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আমিনুল হক সজল ও ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সংগঠক ও সাবেক জাতীয় খেলোয়াড় কামরুন নাহার ডানা। এই ছয় ক্রীড়াব্যক্তিত্বের সঙ্গে একান্তে কথা বলেছেন **সেকান্দার আলী**

হকির মাঠে খেলা রাখতে চাই

: সাজেদ এ এ আদেল

প্রশ্ন : আপনি ২০০৭-০৮ সালে অ্যাডহক কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তখন বেশ কিছু কাজ করেছেন। এবার সুযোগ পেলে কি ধরনের পরিবর্তন আনতে চান?

সাজেদ : আমাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল। দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা বাঁধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয়। নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড় চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত হকি সংগঠকরা। নানা প্রতিকূলতার ভেতরেও চেষ্টা করেছি খেলা মাঠে রাখতে। আমি ৮ মাস সময় পেয়েছিলাম- ওই সময়ের ভেতরেও দেশে পাঁচটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করি। বিদেশের দু'টি টুর্নামেন্টে জাতীয় দল অংশগ্রহণ করে। এএইচএফ কাপে আমরা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হই। কম সময়ে এত কিছু করা সম্ভব হয়েছে আন্তরিকতার কারণে। কারণ আমি একজন সাবেক হকি খেলোয়াড়। আর খেলোয়াড় সব সময় চাইবে খেলা মাঠে থাক। ছেলেরা ভালো করুক। দেশ বিদেশ থেকে সম্মান বয়ে আনুক। আমাকে সুযোগ দেওয়া হলে বিশদভাবে কাজ করতে চাই। নিয়মিত লিগ এবং টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে প্রথম কাজ। দীর্ঘমেয়াদে প্রশিক্ষণ এবং পেশাদারিত্ব আনা গেলে উন্নতি হবেই। ফেডারেশনেও কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। গঠনতন্ত্রটা এমনভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন যেখানে প্রকৃত সংগঠকরা কাজের সুযোগ পাবেন।

প্রশ্ন : হকি ফেডারেশন কেন আর্থিক সংকটে থাকে, উত্তরণের উপায় কি?

সাজেদ : এটা সত্য হকি ফেডারেশন স্বচ্ছল না। আর্থিক সংকট নিয়েই আমাদের চলতে হয়। কিছু স্পন্সর যোগাড় করে লিগ বা টুর্নামেন্ট চলানো সম্ভব হয়। এই পরিস্থিতি থেকেও উত্তরণ সম্ভব। একটি পেশাদার বডি দিয়ে ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলে স্পন্সর আনা যাবে। কারণ যারা কর্মকর্তা থাকেন তারা কেউ স্পন্সর খুঁজতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারে দ্বারে যাবেন না। তারা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কাজগুলো করবেন। কেনো না সবাই অবৈতনিক সংগঠক। মাঠে নিয়মিত খেলা রাখা গেলে, সঠিক প্রচার দেওয়া গেলে- স্পন্সররা আগ্রহী হবে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই- পাঁচটি সহ-সভাপতি পদ রয়েছে। সেখানে ব্যবসায়ীদের আনা গেলে তারাও স্পন্সর হবেন।

প্রশ্ন : দেশে নিয়মিত লিগ হয় না, খেলোয়াড়রা আর্থিক সংকটে থাকেন। জাতীয় দলের হয়ে খেললেও বেতন ভাতা দেওয়া হয় না। এক কথায় অপেশাদারভাবে হকির উন্নতি হবে?

সাজেদ : না। অপেশাদার যুগ চলে গেছে। এখন খেলাধুলায় উন্নতি করতে হলে পেশাদার হতে হবে। নিয়মিত খেলা চালাতে হবে ফেডারেশনকে। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের বেতন কাঠামোতে আনতে হবে। সীমিত পরিসরে হলেও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এই উদ্যোগ না নেওয়া হলে হকি এশিয়ার মধ্যেই সীমিত থাকবে। অথচ আমরা চেষ্টা করলে র‌্যাংকিংয়ে উন্নতি করা সম্ভব। বেশি বেশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলা গেলে উন্নতি হবে। একাধিক বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলতে হবে। যাতে করে পাইপলাইন সমৃদ্ধ থাকে। কে বলতে পারে আমরা বিশ্বকাপ খেলব না।

প্রশ্ন : ঢাকার বাইরে খুব একটা লিগ হয় না। সাধারণ সম্পাদকের পদ পেলে কি দেশজুড়ে খেলা চালাতে পারবেন?

সাজেদ : আগে অনেক জেলায় লিগ হতো। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, যশোরে লিগে ঢাকার খেলোয়াড়রা খেলতেন। টার্ফ না থাকায় লিগগুলো হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে দিনাজপুর বিকেএসপিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। জেলা লিগগুলো ঘাসের মাঠে হতে পারে। জাতীয় এবং যুব চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাগুলো টার্ফে করা সম্ভব। ঘাসের মাঠে হলেও তো কোনো সমস্যা দেখি না। খেলা হওয়া দিয়ে কথা। আন্তরিকতা থাকলে যে কোনো জায়গায় খেলা হতে পারে। ২০২৩ সালে যে কমিটি ছিল, সেখানে আমি সহ-সভাপতি ছিলাম। আমরা চেষ্টা করেছি তৃণমূল পর্যায়ে খেলা চালাতে। স্কুল হকি হয়েছে জেলায় জেলায়। আমরা ট্যালেন্ট হান্ট করে প্রথম বিভাগে লিগ খেলার সুযোগ করে দিয়েছি ৩৫ জন খেলোয়াড়কে। সেখান থেকে দু'জন জাতীয় দলেও সুযোগ পেয়েছে।

প্রশ্ন : হকি খেলা হয় টার্ফে। দেশে মাত্র চারটি টার্ফ আছে- বিকেএসপিতে তিনটি আর ঢাকার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে। আপনি কি মনে করেন কোনো একটি বিভাগে টার্ফ থাকলে ভালো হয়?

সাজেদ : অবশ্যই ভালো হয়। একটি স্টেডিয়াম বিভাগীয় শহরে তৈরি করা গেলে খুবই উপকার হবে। এমন একটি জায়গায় হকি মাঠ হওয়া উচিত যেখানে কয়েক জেলার ছেলে-মেয়েরা খেলার সুযোগ পায়। অনুশীলনের সুযোগ পায়। এ ধরনের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হলে সরকারি সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব না। কারণ অনেক টাকা লাগে।

প্রশ্ন : যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ঘোষণা দিয়েছেন খেলাধুলাকে রাজনীতিমুক্ত করণ করার। হকির একজন সংগঠক হিসেবে আপনি কি ভাবেন?

সাজেদ : আমি মনে করি কোনোভাবেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ফেডারেশনে আসা উচিত না। খেলার ফেডারেশন চালাবেন সংগঠকরা। সাবেক খেলোয়াড়রা সংগঠক হলে ভালো হবে। আর্থিক দিক বিবেচনা করে ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততাও থাকতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হকিতে আসা উচিত না। তারা খেলাও বোঝেন না, খেলোয়াড়দের প্রতি দরদও দেন না। চেয়ার দখল করে রাখেন। বিদেশে যান দলের সঙ্গে। যে মানুষগুলো হকি নিয়ে ভাবে, উন্নতি চায় তাদের ফেডারেশনের সংগঠক হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক সাঈদ পেশি শক্তি দেখাতেন বলে অভিযোগ। এটা কতটা সত্য?

সাজেদ : তিনি তো যুবলীগের নেতা ছিলেন। ওয়ার্ড কমিশনার ছিলেন। আওয়ামী লীগের এসব পাণ্ডাদের কারণে খেলাধুলায় ভালো মানুষ থাকতে পারেনি। ফেডারেশনে যুক্ত হতে পারেনি। গতবার তথাকথিত যে নির্বাচন হলো তাতে কেউ ভোট দিতে পারেনি। জাতীয় নির্বাচনের মতো হকির নির্বাচনও ভোটারবিহীন ছিল। রাষ্ট্র যেভাবে চলে ফেডারেশনও তো সেভাবেই চলবে। আমার দু'টি ক্লাব আছে- হকি ঢাকা ইউনাইটেড এবং কম্বাইন্ড স্পোর্টিং ক্লাব। অথচ আমাকে কোনো ফর্ম কিনতে দেওয়া হয়নি। আমাদের কাউন্সিলরশিপের কাগজও ছিড়ে ফেলেছেন মমিনুল হক সাঈদ। তিনি নিজের মতো করে দু'জন কাউন্সিলর দিয়েছেন। আমি বলব, নির্বাচন হলে নির্বাচনের মতোই হওয়া উচিৎ। হকিতে টাকা পয়সা নেই। আমরা এই খেলার সঙ্গে থাকি ভালোবাসা থেকে। হকি আমাদের পেশা না নেশা। যারা হকির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন তাদেরই ফেডারেশনে আসা উচিৎ।

প্রশ্ন : আপনি সাধারণ সম্পাদক হলে পেশাদার কর্মী নিয়োগ দেবেন?

সাজেদ : এই উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু বলতে চাই- মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুনেছি উনারা গঠনতন্ত্র নিয়েও কাজ করবেন। আমি উনাদের স্বাগত জানাই। হকির গঠনতন্ত্রে অনেক ফাঁকিবাজি আছে, সেগুলো ঠিক করা জরুরি। যেমন লিগ সাব কমিটি, টুর্নামেন্ট সাব কমিটি, কোচিং সাব কমিটি, আম্পায়ার্স বোর্ড ফেডারেশনের সাব কমিটি। অথচ আম্পায়ার বোর্ড থেকে কাউন্সিলর মনোনীত করা হয়। একটা স্বচ্ছতা থাকা উচিৎ। আর যেটা বললেন, পেশাদার সেটআপ নিয়োগ দেওয়ার কথা। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন সার্চ কমিটির সংশ্লিষ্ট খেলার খেলোয়াড় বা সংগঠকদের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের সুপারিশ করা উচিৎ?

সাজেদ : আমি তাই মনেকরি। কারণ প্রতিটি খেলার সংগঠক এবং খেলোয়াড়রা ফেডারেশনের ভেতর বাহির জানে। বাইরে থেকে দেখা আর ভেতর থেকে দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কমিটিতে যারা আছেন নিশ্চয়ই তারা বিচক্ষণ। আশাকরি সঠিক পদক্ষেপ নেবেন। ৫৫টা ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রক্রিয়া শেষ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা গেলে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

একবারের বেশি সাধারণ সম্পাদক নয়

: কামরুন নাহার ডানা

প্রশ্ন: ক্রীড়াঙ্গনের হালচাল কেমন দেখছেন?

ডানা: একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখন খেলাধুলা খুব একটা থাকবে না, সেটাই স্বাভাবিক। ক্রিকেট এবং ফুটবল ছাড়া অন্য খেলা মাঠে নেই। ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটো খেলাই হচ্ছে বিদেশে। আমি আশাবাদী খুব শিগগিরই ক্রীড়াঙ্গন স্বাভাবিক হবে। আমরা পশ্চাৎপদতা থেকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারব।

প্রশ্ন: একজন সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে কী ধরনের পরিবর্তন চান বর্তমান সরকারের কাছে?

ডানা: রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন চাই। সাবেক খেলোয়াড় এবং প্রকৃত ক্রীড়া সংগঠকদের নিয়ে ফেডারেশনগুলো চালাতে পারলে আমার বিশ্বাস ভালো কিছু হবে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন খুবই অবহেলিত। রাষ্ট্রীয় বাজেটে খুব অল্প টাকা থাকে। বেশির ভাগ খেলাতে স্পন্সর থাকে না। ছোট ছোট গেমসে কয়েক লাখ টাকা দেয় স্পন্সর প্রতিষ্ঠান। পেশাদারিত্ব আনা না গেলে, ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক লিগ না করা গেলে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে না। আমি আমার ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের কথাই বলি- ১০টা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশগ্রহণ করে তাতে তাদের প্রচার হবে, খেলোয়াড়রা আর্থিকভাবে লাভবান হবে, টিভিতে খেলা দেখানো সম্ভব হবে, ফেডারেশনও আর্থিকভাবে সচ্ছল হবে। আর সততা দিয়ে ফেডারেশন চালালে ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে একটি ভালো এফডিআর করা সম্ভব হবে। ১০ কোটি টাকার এফডিআর থাকলেও নিয়মিত খেলা চালাতে পারবে। পর্যায়ক্রমে এটা শত কোটি টাকা হতে পারে। খেলায় উন্নতি হলে, আন্তর্জাতিক সাফল্য এলে দেখবেন সব দিক থেকে টাকা আসছে। আমি মনে করি, এখনই সুযোগ এই প্রক্রিয়াগুলো ঠিক করা।

প্রশ্ন: দেশের অন্য সব ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনেরও সংস্কার চলছে। আপনার ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনে কী ধরনের সংস্কার চান?

ডানা: দেখুন, শুধু ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনে নয়, সব ফেডারেশনকে একটি নীতিমালায় নিয়ে আসতে হবে। কমন নীতিমালা। সেটার বাইরে ফেডারেশনগুলো নিজেদের কিছু ধারা বা উপধারা সংযোজন করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে পাস করে নিতে পারে। এ মুহূর্তে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন সবচেয়ে ভালো গঠনতন্ত্র কোন ফেডারেশনের? আমি বলব, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। তারা পরিচালনা পর্ষদের ক্যাটাগরি করে দিয়েছে। সব সেক্টরকে আলাদা আলাদা ভাগ করেছে। ঢাকার ক্লাবগুলো থেকে ১০ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন ক্লাব কাউন্সিলরদের ভোটে। বিভাগ থেকে ১২ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। সেখানেও সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে- প্রতিটি বিভাগের কাউন্সিলররা ওই বিভাগের পরিচালক নির্বাচন করবেন। সাবেকে খেলোয়াড়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সার্ভিসেস দলগুলো থেকে একজন পরিচালক নির্বাচিত হন। সরকারের কোটাতেও দুজন পরিচালক আছে। এনএসসি যদি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে চায় তাহলে সরকার মনোনীত দুজনকে পরিচালক বানাতে পারে। যদিও ক্রিকেট বোর্ডের গঠনতন্ত্রেও সংস্কার করার মতো অনেক জায়গা আছে। স্বেচ্ছাচারিতা করার মতো কিছু ধারা আছে, সেগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি ফেডারেশনের জন্য যদি এ রকম ভাগে ভাগে নির্বাহী কমিটি গঠনের নীতিমালা করা হয়, তাহলে ফোরামের বিষফোড়া খেলাকে কলুষিত করতে পারবে না।

প্রশ্ন: এই ফোরামের উদ্ভব কীভাবে?

ডানা: বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব মরহুম জাফর ইমাম

ফোরামের জনক। তিনি ক্রীড়াঙ্গনকে ধ্বংস করার পথ করে গেছেন। ফলে একটি শ্রেণির জন্য খেলাধুলা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ভলিবলের কর্মকর্তা আশিকুর রহমান মিকুর নেতৃত্বে নির্বাচনের সময় মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন হয়। কোনো চাকরি বা ব্যবসা না করেও রাজার মতো জীবন পার করেন। হ্যান্ডবলের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর প্রায় ২৫ বছর ধরে ফেডারেশনের দায়িত্বে। তিনি একজন ঠিকাদার হলেও কোনো অফিস নেই। ফেডারেশনকে নিজের বাণিজ্যিক কার্যালয় বানিয়েছেন। সকালে আসেন রাত ৯টায় বের হন। তিনি একটি চক্র বানিয়ে নিয়েছেন- যাঁরা তাঁর কাছে সুবিধাভোগী। এ রকম কেন হবে? আমি মনে করি, একবারের বেশি কেউ সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে পারবেন না। তাহলে সংগঠক তৈরি হবে। কোনো একটি চক্রের কাছে ফেডারেশন জিম্মি থাকবে না। আরেকটি বিষয়- যারা খেলোয়াড়, তারা সব সময় ফেডারেশনে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে। কারণ, তারা থাকলে সংশ্লিষ্ট খেলাকে এগিয়ে নিতে সুপরামর্শ দিতে পারবে। ফারুক ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হওয়ায় আমি খুশি।

প্রশ্ন: কিন্তু ফেডারেশনগুলো তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে চলে। কাউন্সিলরদের ভোটে নির্বাচিত হন সংগঠকরা?

ডানা: ফেডারেশনের নির্বাচন করতে হবে কেন? যোগ্য সংগঠকদের নিয়ে কমিটি গড়ে দেবে এনএসসি। এখন যেটা হয়, নির্বাচনের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় একটি মহল। নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে ফোরাম। মিকুর মতো কিছু লোকের মোটা টাকা আয় হয়। জেলা থেকে রামশ্যাম যদুমধু কাউন্সিলর হয়ে এসে টাকা নিয়ে ভোট দেয়। যাঁদের সমাজে পরিচয় নেই, তাঁরা টাকা দিয়ে ভোট কিনে সংগঠক হয়ে যায়। এসব লোকের মাধ্যমে খেলাধুলার উন্নতি হতে পারে না।

অবকাঠামোগত উন্নতি করা খুবই জরুরি

: শাহ নুরুল কবির শাহীন

প্রশ্ন: ক্রিকেটকে বৈশ্বিক মানে নিতে কাঠামোগত কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখেন?

নুরুল কবির: কাঠোমোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। সভাপতি ফারুক আহমেদের সঙ্গে কথা হয়েছে- তিনি বলেছেন কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। সে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করবেন। বিশেষ বিশেষ জায়গা নির্ধারণ করেছেন কাজ করার জন্য। বিশেষ করে অবকাঠামোগত উন্নতি করা খুবই জরুরি।

প্রশ্ন: বিসিবি সভাপতির ভিশন কী?

নুরুল কবির: তিনি একজন খেলোয়াড় ছিলেন। জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক ছিলেন। আশা করি, বিচক্ষণতা দিয়ে ক্রিকেটের উন্নয়নের পথ তৈরি করতে সক্ষম হবেন। অতীতের মতো যেন কোনো একটি মহল ক্ষমতা আগলে থাকতে না পারে, সে ব্যবস্থা করবেন। উনার সঙ্গে ভবিষ্যতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রশ্ন: ময়মনসিংহকে বিভাগ করা হলেও বিসিবির স্বীকৃতি পায়নি। জাতীয় লিগে ময়মনসিংহের দল নেই। অথচ বিভাগটি থেকে অনেক ক্রিকেটার উঠে আসে?

নুরুল কবির: ময়মনসিংহ নতুন বিভাগ হওয়াতে হয়তো দল দেয়নি। এ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি। আমরা বসে পর্যালোচনা করে যেখানে যেটা প্রয়োজন, সেটা করা হবে। ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি। কিছু প্রস্তাবনা তৈরি করে উনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাচ্ছি। আমার বিশ্বাস সব মহলের আন্তরিকতা থাকলে ভালো কিছু হবে। আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা, বিভাগীয় ক্রিকেট দল সবই হবে।

প্রশ্ন: ক্রিকেট কি প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়েছে?

নুরুল কবির: আমি মনে করি ছড়ায়নি। এত দিন যাঁরা বিসিবিতে ছিলেন, উনারা জেলা পর্যায়ে ক্রিকেট চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন। জেলায় লিগ হয় না। বয়সভিত্তিক খেলা হয় না। জেলা পর্যায়ে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। আমি এ বিষয়ে বর্তমান সভাপতিকে কিছু টাচ দিয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ যে জেলা আছে, যেখান থেকে ক্রিকেটার উঠে আসে- সে জেলাগুলোয় লিগ করা গেলে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটার পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন: ক্রিকেট অবকাঠামো কি যথেষ্ট?

নুরুল কবির: না, যথেষ্ট নয়। তবে যে জেলা বা বিভাগে ক্রিকেট স্টেডিয়াম আছে, সেগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা গেলে ঢাকার ওপরে চাপ থাকবে না। বগুড়া জেলায় একটি স্টেডিয়াম আছে– আমরা বানিয়েছিলাম। মরহুম আরাফাত রহমান কোকো সাহেবের নির্দেশনায় ছয় মাসে স্টেডিয়ামটি হয়েছিল। বগুড়ায় স্টেডিয়াম করার উদ্দেশ ছিল ৮টি জেলার সঙ্গে সমন্বয় করা যায়। ওটা একটা হাব হতে পারত। কিন্তু উপেক্ষা করায় সেটা হয়নি। অন্য যে স্টেডিয়ামগুলো আছে- যেমন রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার, ফতুল্লা এগুলোকে সংস্কার করে আন্তর্জাতিক কাঠামোতে রূপ দেওয়া গেলে মাঠের সমস্যা হবে। এগুলো দ্রুত সংস্কার করে ফেলা উচিত।

ফুটবলের দুর্নীতি তদন্ত করা উচিত

: হাসানুজ্জামান বাবলু

প্রশ্ন: ফুটবল ফেডারেশনে পরিবর্তন কতটা জরুরি?

হাসানুজ্জামান বাবলু: ফুটবলকে রাহুমুক্ত করা খুবই জরুরি। ২০০৮ সাল থেকে সালাউদ্দিন (কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন) ফুটবল ফেডারেশনকে তার ব্যক্তিগত করপোরেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে রেখেছেন। যে কারণে ফুটবল আস্তে আস্তে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে। ফুটবলকে বাঁচাতে হলে সালাউদ্দিনমুক্ত করতে হবে। তিনি শেখ হাসিনা ও সালমান এফ রহমানের ক্ষমতাবলে সবাইকে মানসিক নিপীড়ন করেছেন। আমরা কয়েকজন সাবেক খেলোয়াড়রা নিয়মিত প্রতিবাদ জানালেও প্রতিকার হয়নি। সালাউদ্দিন ভরা মজলিসে বলেছেন, যত দিন শেখ হাসিনা আছেন, তত দিন তাঁকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবেন না। তিনি নাঈম সোহাগকে ব্যবহার করেছেন টাকা

উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে। যে কারণে তিনিও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছেন। সালাউদ্দিনের যে একটা নেশা আছে, সেটাই তাঁর নীতি-নৈতিকতাকে ধ্বংস করেছে। আর তিনি ধ্বংস করেছেন দেশের ফুটবলকে। ফুটবলার হিসেবে যতটা নাম করেছিলেন, তার সবই জলাঞ্জলি দিয়েছেন বাফুফে সভাপতি হিসেবে। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে গেলেও সালাউদ্দিন ফুটবলকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা ছাড়েননি। তিনি চাচ্ছেন কেউ তাঁকে আঘাত করুক। ফেডারেশন থেকে বের করে দিক। তিনি যাতে ফিফাতে নালিশ করতে পারেন। আর ফিফা বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিক। আমি বিশ্বাস করি, ফুটবল অনুরাগীরা তাঁকে আর এই সুযোগ দেবেন না। তাঁকে এখন আইনের আওতায় এনে দুর্নীতির তদন্ত করা উচিত। আমরা ফুটবলার ও ক্রীড়া অনুরাগীরা ফেডারেশনে পরিবর্তন চাই।

প্রশ্ন: একজন ব্যক্তি সালাউদ্দিন না হয় গেল, স্থায়ী সমাধান কী?

হাসানুজ্জামান বাবলু: ফিফার গাইডলাইন অনুসরণ করলেই হয়ে যাবে। সেপ ব্লাটারের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে– দুই মেয়াদের বেশি কেউ সভাপতি হতে পারবেন না। আমি মনে করি, এক মেয়াদ হলে আরও ভালো। এ ছাড়া ফেডারেশনের সভাপতিকে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। নির্বাহী কমিটিতে পর্যালোচনা করে সবার মতামত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো পাস করতে হবে। বাফুফের গঠনতন্ত্র খেয়াল করলে দেখবেন– ফিফার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী উল্লেখ আছে সভাপতি হবেন পরিবারপ্রধান। দুজন সহসভাপতিসহ ২১ জনের যে নির্বাহী কমিটি আছে, তাঁরা হবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অথচ বাংলাদেশে হয়েছে উল্টো। সভাপতি সালাউদ্দিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, বাকিরা হুকুম পালন করেন। কারণ, সালাউদ্দিন স্পষ্ট বলেছেন– আই ডোন্ট কেয়ার এনিবডি ইন দিস কান্ট্রি এক্সেপ্ট প্রাইম মিনিস্টার। এই জুজুরভয়ে সবাই চুপ থাকতেন। কাজী নাবিল আহমেদ, সালাম মুর্শেদী দুজনেই যেহেতু হাসিনার চাকরি করতেন, এমপি ছিলেন– তাই ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। তাহলে বোঝেন এই প্রতিষ্ঠান ভালো হবে কী করে।

প্রশ্ন: খেলার মান বাড়ানোর উপায় কী?

হাসানুজ্জামান বাবলু: উপায় আছে। গত ১৬ বছর ফুটবলে অভিনয় হয়েছে। এখান থেকে বের হয়ে বাস্তবে আসতে হবে। মেয়েদের বয়সভিত্তিক দলে সঠিক বয়সের মেয়েকে খেলাতে হবে। অনূর্ধ্ব-২০ বছরের ফুটবলে যে দলটা সাফে চ্যাম্পিয়ন হলো, সেই দলের খেলোয়াড়দের বয়স কত? এগুলো থেকে বের হতে হবে। বাচ্চাদের একটা টুর্নামেন্ট জিতলেই ছাদখোলা বাসে করে সংবর্ধনা দেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। সেই ২০০৩ সালে একবার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এখন তো এশিয়া কাপ জেতার কথা। অথচ কিছুই হয়নি। কারণ হলো জাতিকে ঠুলি পরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ নাকি ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে খেলবে। এসব শুনলেও লজ্জা হয়। আপনাকে একটা সহজ পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রান্তিক পর্যায়ে খেলা রাখতে হবে। সারা দেশে স্কুল ফুটবল হতে হবে ফেডারেশনের অধীনে। চারটি বয়সভিত্তিক দল ও জাতীয় দলকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, বিদেশে খেলার ব্যবস্থা করা গেলে উন্নতি অনিবার্য। চীন ২০ বছরের পরিকল্পনা নিয়েছিল বিশ্বকাপ খেলার। তারা ১৮ বছরের মধ্যে বিশ্বকাপ খেলেছে। এ রকম দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা নিলে উন্নতি হবেই। আর জেলা ও বিভাগীয় লিগ চলাতে বাধ্য করতে হবে। সেটা সম্ভব হবে ডিএফএকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া গেলে। জাতীয় ক্লাব কাপ বা লিগ হতে হবে। এগুলো করে দেখেন ফুটবলের উন্নতি হয় কি না।

প্রশ্ন: বাফুফে সভাপতি তো বলেছেন, ফুটবলার তৈরি করা ফেডারেশনের কাজ না, ক্লাব ফুটবলার তৈরি করবে?

হাসানুজ্জামান বাবলু: ক্লাব তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। বাংলাদেশকে ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে হবে না। ক্লাব যে ফুটবলার তৈরি করবে, সে পথও তো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। জেলা লিগ, স্কুল ফুটবল হলে খেলোয়াড় উঠে আসত। সেখান থেকে ক্লাবগুলো বাছাই করে প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় খেলোয়াড় বানাতে পারত। সে পাইপলাইনই তো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দেখেন- ২০১০ সালে সেপ ব্লাটার এসেছিলেন বাংলাদেশে। তিনি ১০ লাখ ডলার দিয়েছিলেন একাডেমি বানাতে। তিনি তো একাডেমি বানালেনই না, উল্টো সরকার সিলেট বিকেএসপি ফুটবলের জন্য দিয়েছিল। সেটাও কাজে লাগাতে পারলেন না। এক বছর সে একাডেমিটা চালাতে পারেনি। টাকা গেল কোথায়? কোনো একটি জেলায় একটি একাডেমি বানিয়ে সব কটি দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন: ফুটবল ফেডারেশনে নির্বাচনে কোনো ত্রুটি দেখেন?

হাসানুজ্জামান বাবলু: অবশ্যই নির্বাচনে ম্যানুপুলেট হয়। তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে বের হয়ে ডিএফএ গঠন করলেন কাউন্সিলর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ডিএফএ বানালেন কিন্তু লিগ বা খেলোয়াড় তো বানাতে পারেননি। কোনো জেলায় লিগ হয় না। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি। কারণ, ভোট। ফেডারেশনের নির্বাচনে ১৫ কোটি টাকা খরচ হয়। কাউন্সিলররা আসেন, পাঁচতারকা হোটেলে থাকেন, রাতভর আমোদ করেন, সকালে ভোট দিয়ে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা পকেটে ভরে চলে যান। এই কাউন্সিলররা কারা? তাঁরা সবাই রাজনৈতিক দলের নেতা। তাঁরা সালাউদ্দিন, চুন্নু, বাবলু কাউকে চেনেন না। চেনেন টাকা। আমি মনে করি, এটার পরিবর্তন হওয়া উচিত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হাজার প্রাণের আত্মদানে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি আমরা। আমি আশা করব, ক্রীড়াঙ্গন রাহুমুক্ত হবে। নতুন নেতৃত্বে নিবেদিত ক্রীড়া সংগঠকদের নিয়ে খেলা চালানো হোক। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নতুন যে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সেটা খুবই ভালো।

ফেডারেশনকে আর্থিকভাবে সক্ষম হতে হবে

: মিজানুর রহমান

প্রশ্ন: আপনি সাধারণ সম্পাদক হলে কী ধরনের কাজ করতে চান?

মিজানুর রহমান: এখানে তিনটি বিষয় আছে– সারা বাংলাদেশ থেকে ট্যালেন্ট হান্ট করা। আর আর্থিক তহবিল গড়ে তোলা। তিন নম্বর হলো কোচ তৈরি করা। আমি শিক্ষক তৈরি করতে না পারলে ভালো ছাত্র তৈরি করতে পারব না। আবার আর্থিক দিক না থাকলে কোনো কিছুই হবে না। এই তিনটা করা গেলে এ দেশের অ্যাথলেটরা অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানের হবে। আন্তর্জাতিক গেমস থেকে পদক আসবে। এই তিনটার সমন্বয় করা না গেলে এ দেশের স্পোর্টস এগোবে না। আমি প্রতিযোগিতা করলাম- কিন্তু অ্যাথলেটদের সুযোগ-সুবিধা

দিতে পারলাম না, ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হলো না, এ রকম প্রতিযোগিতার আয়োজন করার মানে থাকবে না। আবার আমি সারা বছর প্রতিযোগিতা করলাম কিন্তু ট্যালেন্ট তুলে আনতে পারলাম না, তাতেও লাভ নেই। সবকিছুর একটা মেলবন্ধন করা গেলে অ্যাথলেটিকস তথা স্পোর্টসের উন্নতি হবে।

প্রশ্ন: অ্যাথলেটিকসের মতো গেমে আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলা সবচেয়ে কঠিন। কীভাবে তহবিল গড়ে তুলবেন?

মিজানুর রহমান: একজন ব্যবসায়ীর কাছে টাকা আছে। তাঁকে যদি আমি দেখাতে পারি অ্যাথলেটিকসে সম্ভাবনা আছে। আন্তর্জাতিক পদক আসবে। সে ক্ষেত্রে সব ব্যবসায়ী কিন্তু টাকা খরচ করতে রাজি হবেন। আমি টাকা এনে কাজ করলাম না। ক্যাম্প, ট্রেনিং করলাম কিন্তু ফল পেলাম না, তাহলেও কেউ আসবেন না। আমি ফল দেখাতে পারলে স্পন্সরের অভাব হবে না। সবাই সুনামের অংশ হতে চায়। ভালোর সঙ্গে সবাই থাকতে চায়। ক্রিকেটের সঙ্গে থাকে, ফুটবলের সঙ্গে থাকে- অ্যাথলেটিকসে কেন আসে না? কারণ হলো আমরা গদি আটকে বসে থাকি, তদবির করে গদিতে যেতে চাই। কাজের কাজ কিছুই করি না। যার জন্য কেউ আমাদের কাছে এগিয়ে আসে না। এভাবে চলতে থাকলে আসবেও না কোনো দিন।

প্রশ্ন: শোনা যাচ্ছে, অ্যাডহক কমিটিতে থাকার জন্য অনেকেই চেষ্টা করছেন?

মিজানুর রহমান: আমি তদবির করে কোনো কিছু হতে চাই না। যাঁরা এ ধরনের মানসিকতা রাখেন, তাঁরা হোক। আমি একজন আন্তর্জাতিক অ্যাথলেট ছিলাম। জাতীয় দলের কোচ ছিলাম। বিদেশে লং কোচেস কোর্স করেছি। ফেডারেশনে নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সদস্য ছিলাম। আমাকে যদি তদবির করে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হতে হয় তাহলে কাজও হবে তোষামদি। আমি ধরাধরির মধ্যে নেই। যোগ্য হলে নেবে, না হলে না।

প্রশ্ন: আপনি কী চান?

মিজানুর রহমান: যেহেতু দেশ চাচ্ছে নির্দলীয়ভাবে স্পোর্টসটাকে এগিয়ে নিতে। একটি সার্চ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ হলো সার্চ কমিটি যোগ্য এবং নিরপেক্ষ সংগঠককে খুঁজে বের করবে। কেউ একটা তালিকা দিল, সেটা দেখে যদি কেউ কমিটি বানায়, তাহলে তো হবে না। যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায় দিতে হবে। একজন তদবির বা অন্য কোনো যোগ্যতায় আসলে স্পোর্টস যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে।

প্রশ্ন: শুধু নির্দলীয়র চেয়ে ভালো সংগঠক বেশি প্রয়োজন কি না?

মিজানুর রহমান: কেউ কোনো দলের সমর্থক হতেই পারেন। দল করলে যে পাপ হয়ে যাবে, তা-ও নয়। আমি চাচ্ছি, যিনি আসবেন, তাঁর মাধ্যমে দলীয় কোনো সাপোর্ট যাতে না আসে। যোগ্য লোক হিসেবেই সে সুযোগ পেতে পারেন। নিজের যোগ্যতা দিয়েই কাজ করুক। যাঁরা দলের সাপোর্টে, দলের ছত্রছায়ায় থেকে সব কিছু করতে চাইবেন, তাঁদের মাধ্যমে খেলার উন্নতি হবে না।

প্রশ্ন: একবার ভালো একটি কমিটি করলেই হবে না। ফেডারেশনের গঠনতান্ত্রিক কাঠামোতে পরিবর্তন অনিবার্য। সেখানে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন?

মিজানুর রহমান: খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন। ফেডারেশনে স্থায়ী একটি নীতিমালা থাকবে যে কারা এখানে আসবেন। কাদের আসা উচিত। যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের জন্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি সঠিক নীতিমালা তৈরি করে দেওয়া উচিত। নীতিমালা না থাকলে গদবাধা হবে। আসা আর যাওয়া চলতে থাকবে, যা কিছু করবেন নীতিমালার আলোকেই করতে হবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে একটা সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুততম মানব ছিল। এখন কেন পাওয়া যায় না। লম্বা বিরতি কেন?

মিজানুর রহমান: যে খেলোয়াড় করোনায় আক্রান্ত ছিল। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেনি। উন্মুক্ত ট্রায়ালেও অংশগ্রহণ করেনি। সে খেলোয়াড়কে আমরা আন্তর্জাতিক গেমসের জন্য নির্বাচন করেছি। যে ছেলেটা জাতীয় রেকর্ড করল, জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় রেকর্ড করল নির্বাচক কমিটি তাকে নির্বাচনও করল। অথচ তাকে না নিয়ে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ক্ষমতাবলে, ব্যক্তিগত পছন্দের খেলোয়াড়কে সুযোগ দিয়েছে। সেই অ্যাথলেট ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে। এভাবে যাঁরা দলীয় ক্ষমতাবলে সবকিছু করতে চায়, দলীয় সাপোর্ট নিয়ে থাকতে চায়, বিদেশ থেকে খেলোয়াড় ভাড়া করে আনে তাদের হাতে দেশের অ্যাথলেটিকসের উন্নতি হতে পারে না। ভাড়াটিয়া খেলোয়াড় দিয়ে কত দিন চালাবেন। নিজের মাঠ থেকে খেলোয়াড় তৈরি করতে হবে। দেশের অ্যাথলেটদের সুযোগ না দিয়ে, বিদেশ থেকে ধার করে নিয়ে খেলার ফল ভালো হয় না।

প্রশ্ন: অ্যাথলেটদের ভালো সম্মানী নেই। ভালো চাকরি নেই। বাহিনীগুলোয় তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পায়। এই জায়গায় পরিবর্তন আনা কতটা প্রয়োজন?

মিজানুর রহমান: এটা বিরাট প্রশ্ন। যাঁরা খেলবেন, তাঁদের যদি আর্থিক নিশ্চয়তা না থাকে, চিকিৎসাব্যবস্থা না থাকে, জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত না হলে একজন খেলোয়াড় কেন খেলতে আসবে? আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলেট পেতে হলে খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ভালো আর্থিক সাপোর্ট থাকতে হবে। আমার একটা পরিকল্পনা ছিল, প্রতিবছর ১০ জন খেলোয়াড়কে আমরা বৃত্তি দেব। প্রথম ক্যাটাগরির ১০ জন পাবে মাসে ১৫ হাজার টাকা করে, দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ১০ জন পাবে সাত হাজার টাকা করে। প্রতি মাসে তাদের মূল্যায়ন হবে। যে ভালো করবে সে আর্থিক সুবিধা পাবে। তিন বছর সময় দেওয়া হবে সবাইকে পারফরম্যান্সে উন্নতি দেখাতে। গ্রেড উঠা নামা করবে। আমরা ন্যূনতম ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করে বৃত্তি দিতে পারলেও খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার যাতে ক্ষতি না হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে এই কাজগুলো করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হবে।

সাঁতারে ক্লাবকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

: সৈয়দ আমিনুল হক সজল

প্রশ্ন: আপনি তো সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শোনা যাচ্ছে আবার সাধারণ সম্পাদক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: আমি সাঁতারের সংগঠক। যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম। সাধারণ সম্পাদক হয়েছি। ফেডারেশনে এখনো যাতায়াত আছে। বাংলাদেশ সুইমিং ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। জাতীয় বা যুব প্রতিযোগিতা হলে আমার ক্লাব অংশগ্রহণ করে। ইচ্ছে আছে সাঁতার নিয়ে আবার কাজ করার। আমাকে সুযোগ দিলে অবশ্যই সাঁতার ফেডারেশনে ফিরব। কাউন্সিলররা আমাকে চাইলেই কেবল কাজ করতে পারব।

প্রশ্ন: সাঁতারে উন্নতি হয় না কেন?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: সাঁতারে উন্নতি না হওয়ার কারণ হলো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। এত দিন যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা ঠিকভাবে সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে পারেননি। আমরা চেষ্টা করব সাঁতারু তৈরি করতে। ট্যালেন্ট হান্ট করে হোক বা প্রশিক্ষণ দিয়ে। প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। নিয়মিত এবং ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হলে সাঁতারু তৈরি হবেই। আমরা ফেডারেশনে কাজ করার সুযোগ পেলে প্রশিক্ষণ এবং ট্যালেন্ট হান্টে ফোকাস করব। আমরা যে সাঁতারু বের করেছিলাম, তাঁদের দিয়েই চলছে। মাঝে এক-দুজন যোগ হয়েছে, এই যা। লম্বা সময়ের প্রশিক্ষণ দিতেই হবে।

প্রশ্ন: আপনি সাধারণ সম্পাদক হলে ক্লাব না জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে প্রাধান্য দেবেন?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: ক্লাবকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, সাঁতারু তৈরি করে ক্লাব। যে ছেলে বা মেয়েকে তৈরি করছে তাদের দিয়েই জেলা ক্রীড়া সংস্থা, আনসার বা বিকেএসপি চলছে। অনেক কষ্ট করে ক্লাবগুলো সাঁতারু তৈরি হয়। কুষ্টিয়ার আমিরুল, কিশোরগঞ্জের নিকলিতে হাশেম ভাই অনেক সাঁতারু তৈরি করেছেন। মুন্সিগঞ্জ, পাপনা, রাজশাহীতেও সাঁতারু তৈরি হয়। সুতরাং ক্লাবগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া গেলে ট্যালেন্ট পাওয়া যাবে। সেখান থেকে বাছাইকৃত সাঁতারুদের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় উঠে আসবে।

প্রশ্ন: একটা পুকুর থাকলেই সাঁতারু তৈরি করা যায়। এরপরও কেন মানসম্পন্ন সাঁতারু কম?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: আসলে সাঁতারে আসে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা। তাদের নিয়মিত পাওয়া যায় না। বিশেষ করে মেয়েদেরকে বাবা-মা দিতে চায় না। যাঁরা সংগঠক আছেন, ক্লাব চালান, তাঁরা খুব কষ্ট করে একজন সাঁতারু তৈরি করেন। এককথায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আগামীতে আমরা ক্লাবগুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দেব।

প্রশ্ন: সাঁতারুরা তো ভালো চাকরি পান না। আয়রোজগার সামান্য। এভাবে কি পেশাদারিত্ব আনা সম্ভব?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: আসলে আমাদের ক্ষমতা সীমিত। ফেডারেশনের আর্থিক সক্ষমতা নেই। ফলে ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না। আমরা সুযোগ পেলে চেষ্টা করব, শীর্ষ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার।

প্রশ্ন: বর্তমান সরকার চায় রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন। আপনি তো একটি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: আমি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও খেলোয়াড়। বয়সভিত্তিক সাঁতারে স্বর্ণপদক আছে। ক্লাব চালাই নিজের টাকায়। বলতে পারেন সাঁতার জীবনের একটা অংশ। সাবেক সাঁতারুরা ফেডারেশনে থাকলে সাঁতারের মান ভালো হবে। কারণ, সাঁতারের প্রতি তাদের দরদ আছে।

প্রশ্ন: ফেডারেশন সংস্কারে কী ধরনের পরিবর্তন আনা যেতে পারে?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: এমন কিছু নীতিমালা থাকবে, যেখানে দলমত নির্বিশেষে খেলোয়াড় এবং সংগঠকেরা মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ পাবেন। রাষ্ট্রের নির্দেশনায় এমন একটি নীতিমালা তৈরি হলে ভালো করবে।

প্রশ্ন: সাঁতার প্রতিযোগিতা কি ঢাকার বাইরে নেওয়া সম্ভব?

সৈয়দ আমিনুল হক সজল: অবশ্যই সম্ভব। বেশির ভাগ জেলা ও বিভাগে সুইমিংপুল আছে। আবাসন সুযোগ-সুবিধা আছে, এমন জেলায় প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। প্রতিটি সুইমিংপুল কাজে লাগানো গেলে সাঁতারু সৃষ্টি হবে।

কোচিংয়ে আলোকস্নাত ব্যক্তিত্ব এরিকসন

● ইকরামউজ্জমান ●

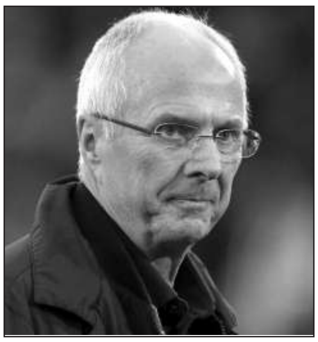

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর খেলা ফুটবল। তার এই খেলার এক আলোকস্নাত ব্যক্তিত্ব হলেন সুইডিশ সভেন গোরান এরিকসন। পেশাদার ফুটবল কোচ। চার যুগেরও বেশি সময় ধরে এরিকসন ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও প্রথম নন– ব্রিটিশ কোচ হিসেবে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের (২০০২ থেকে ২০০৬) দায়িত্ব পালন করেছেন। দক্ষ স্ট্রাটেজিস্ট হিসেবে সব সময় আলোচিত এবং বিশ্লেষিত হয়েছেন। ফুটবল বিশেষজ্ঞ হিসেবে পেরেছেন নিজকে অতিক্রম করতে! যাঁরা অনেক বছর ধরে ইউরোপের ঘরোয়া ফুটবল নিয়মিতভাবে অনুসরণ করছেন, তাঁদের কাছে এরিকসন নামটি শুধু পরিচিত নয়, ভীষণ শ্রদ্ধারও। যে কয়জন ফুটবল কোচ দীর্ঘ সময় ধরে ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে এরিকসনের নাম তালিকায় ওপরের দিকে স্থান পেয়েছে। কোচ হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাভাবনা ছিল ভিন্নধর্মী। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক ফুটবল বিশেষজ্ঞ। ছিলেন শক্তিসম্পন্ন মেধাবী, উচ্চায়ত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শতভাগ কমিটেড। খেলোয়াড় ও তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে ফুটবলের এই জরুরি ধারণা ছিল স্পষ্ট। প্রতিকার মূল্যায়নে তিনি ছিলেন অসাধারণ। কোন পজিশনে কার কী টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির প্রয়োজন সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে খেলোয়াড়কে সঠিকভাবে গড়ে তুলেছেন দীর্ঘ প্রশিক্ষক জীবনে। সবসময় বলেছেন খেলোয়াড়রা পেশাদার। তাঁদের দরকার সচেতনতার। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, নিজের ভালোমন্দ বোঝা, কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মের মধ্যে থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়কেই নিতে হবে। খেলার প্রতি শতভাগ নিবেদন, আত্মবিশ্বাস আর নিজের সামর্থ্যের প্রতি আস্থার কোনো বিকল্প নেই। কোচরা ঘষেমেজে ছাঁচ মাফিক তৈরি করে দেন- কিন্তু আসল সময় সঠিক কাজটি করতে হবে খেলোয়াড়কে। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে এরিকসনকে বলা হতো খেলোয়াড় চেনার কারিগর। নিজের কোচিং ক্যারিয়ার নিয়ে এরিকসনের কোনো অতৃপ্তি এবং গ্লানি ছিল না। পেশাটা সব সময় চ্যালেঞ্জে ভরপুর, তারপরও তিনি উপভোগ করেছেন। ১৯৭৭ সালে সুইডিশ ক্লাব ডেগের ফোর্স আইএফকে দিয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু। চার দশকে ১৭টি দলকে কোচিং করানো এরিকসন সব মিলিয়ে জিতেছেন ১৮টি ট্রফি। ২০১৯ সালে যখন ফুটবলকে বলেন- 'এবার বিদায় আর নয়', তখন তিনি ছিলেন ফিলিপাইন জাতীয় দলের কোচ। এরিকসন ম্যানচেস্টার সিটি, লেস্টার সিটি, এএস রোমা ও লাৎসিওর মতো শীর্ষ ক্লাবগুলোতে কাজ করেছেন। ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে লাৎসিওয়র হয়ে সিরি আর শিরোপাও জেতেন। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড দলের দায়িত্ব পালনের সময় ইংল্যান্ড ২০০২ ও ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে এবং ২০০৪ সালের ইউরোর শেষ আটে খেলেছেন। এরিকসন বরাবরই আশাবাদী মানুষ। তাঁর কথা হলো মানুষ স্বপ্ন দেখে। আর স্বপ্নই টিকে থাকে আজীবন। জীবন নিয়ে এরিকসনের কোনো দুঃখ-গ্লানি ছিল না। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে মিডিয়ার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়েছেন তিনি মরণব্যাধি 'ক্যানসারে' আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বছর খানিক সময় পাবেন আলোছায়ার পৃথিবী উপভোগের জন্য। যেটি আর হয়নি, গত ২৬ আগস্ট ৭৬ বছর বয়সে অজানা জগতে পাড়ি জমিয়েছেন। মৃত্যুর সময় নিজ বাসভবনে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এরিকসনের মৃত্যুতে ইউরোপিয়ান ফুটবল ইতিহাসে একটি ঘটনাবহুল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো। কোচিং প্রফেশনের মানুষরা হারালেন একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বকে, যিনি প্রতিটি পরিস্থিতি সব সময় ঠান্ডা মাথায় মোকাবিলা করেছেন! কখনো ভেঙে পড়েননি। কোচ হিসেবে জীবনের শেষ ম্যাচটি পর্যন্ত তিনি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি।

৪৮ বর্ষ ৩ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. যুক্তরাষ্ট্র।

২. ২০৬।

৩. লস অ্যাঞ্জেলস।

৪৮ বর্ষ ৩ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

খাদীজাতুল কোবরা (তারিন)
প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি,
গ্রাম+পোস্ট- পূর্ব এনায়েতপুর, ধলই,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে -সম্পাদক

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ১০ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ◘ ৪৮ বর্ষ ◘ ৫ সংখ্যা ◘ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ কয়টি সিরিজ জয় করেছে?

প্রশ্ন : বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ কয়টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ জিতেছে?

প্রশ্ন : পাকিস্তান-বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে 'প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ' কে হয়েছেন?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২) ....

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল : ....

৪৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্, প্রযত্নে-ওবায়েদউল হক ভবন (২য় তলা), গ্রাম-জামালপুর, বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ২। আজাহারুল ইসলাম কচি, (অব: কর্মকর্তা) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ৩। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেইন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৪। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ৫। মো. সালাহ উদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী ৬০০০; ৬। প্রত্যয়ী রায়, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেইন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ৭। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৮। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৯। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ১০। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহম্মদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেইন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১১। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি স্টোরস, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১২। অমিত দস্তিদার (মন), মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান লেইন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকারদিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৩। মো. জাকির উল্লাহ (পাতা) সাধারণ সম্পাদক, ক্রীপাফো ঢাকা জেলা; ১৪। রওশন আরা, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৫। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৬। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৭। মো. মোশাররফ হোসেন, প্রযত্নে- নাজেরা, আখতার চেম্বার, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৮। মো. ইউসুফ, প্রযত্নে- আব্দুল করিম, গৌরিপুর, কুমিল্লা; ১৯। মো. আবুল বাশার, গ্রাম- অশ্বদিয়া, পোঃ শশইয়া, উপজেলা- বরুড়া, জেলা- কুমিল্লা; ২০। আলী আকবর, প্রযত্নে- আশরাফ আলী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা; ২১। ইফতি, প্রযত্নে- জাফর আহমদ, মধ্যম মাদার্শা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ২২। মো. ইলিয়াছ রহমান, ১৬৯/এ, উত্তর কুনিপাড়া, ঢাকা পলিটেকনিক, তেজগাঁও, ঢাকা; ২৩। ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালী বাড়ি রোড, বরিশাল; ২৪। মাহমুদা আক্তার ডলি, টিএফ ক্যাসেল. তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ২৫। তপন কান্তি নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৬। খাদীজাতুল কোবরা (তারিন), প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, গ্রাম+পোস্ট- পূর্ব এনায়েতপুর, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ২৭। মাহির আবরার অভ্র, প্রকৌশলী বস্ত্র, রোড-২৯এ, বাড়ি- ১বি১, মিরপুর-১২, পল্লবী ঝিল পাড়, ঢাকা-১২১৬; ২৮। মানজুর আরমান দীপ্র (বিকম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), রোড-২৯এ, বাড়ি-১বি১, মিরপুর-১২, পল্লবী ঝিল পাড়, ঢাকা-১২১৬।

খুলনা বিভাগীয় বাংলাদেশ ফাইটার কারাতে ক্লাব আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র ও বেল্ট প্রদান করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা ও বরিশাল বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার

বিদেশি দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ডাক পেয়েছেন রিশাদ হোসেন

● মো. মনির উদ্দিন ●

এমনকি বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটেই তাঁকে এতদিন বেশির ভাগ সময় থাকতে হয়েছে উপেক্ষিত। কিন্তু টাইগারদের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের বিশেষ আগ্রহে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে নিজেকে প্রমাণের পর বদলে গেছে রিশাদ হোসেনের ক্যারিয়ারের গতিপথ। তরুণ এই লেগ স্পিনার বাংলাদেশের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি মাতিয়ে চলে এসেছেন লাইমলাইটে। ভারতে অনুষ্ঠিত গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আলো ছড়িয়ে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৪ উইকেট নেন রিশাদ। তাতে ভালোমতোই নজর কেড়েছেন ক্রিকেট বিশ্বের। দেশের গণ্ডি ছাপিয়ে দেশের বাইরের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তাঁর সামনে এখন দারুণ সম্ভাবনার হাতছানি। অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগের পর জিম্বাবুয়ের জিম-আফ্রো টি-টেন লিগেও দল পেয়েছেন রিশাদ।

অথচ ২২ বছর বয়সী রিশাদ হোসেন গত বিপিএলে মাত্র ৪টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস তাঁকে দলভুক্ত করলেও ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এই লেগ স্পিনারকে খেলিয়েছেন কেবল ৪ ম্যাচে, এর মধ্যে এক ম্যাচে তো তাঁর হাতে বলই দেওয়া হয়নি। ৩ ইনিংসে ১৭.৩৩ গড়ে ৬ উইকেট, পারফরম্যান্স খুব একটা খারাপ ছিল না। এর আগে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ২০১৯ বিপিএলে এক ম্যাচ খেলে উইকেটশূন্য ছিলেন। রিশাদ বাংলাদেশের জার্সি গায়ে ২৪ টি-টোয়েন্টি খেলে ২৯ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি রান করেছেন ১২৮, যেখানে রয়েছে সর্বোচ্চ ৫৩ রানের একটি ইনিংস। পাশাপাশি ৩ ওডিআইতে পেয়েছেন ১ উইকেট, দুই ইনিংসের একটিতে অপরাজিত ৪৮ রান করে ব্যাটিং সামর্থ্যও মেলে ধরেছেন।

বোর্ডের (বিসিবি) অনাপত্তিপত্র পেলে বিগ ব্যাশের আগামী মৌসুমে কিছু ম্যাচ হলেও খেলতে চান তিনি। যদিও সেখানে একটা 'কিন্তু' আছে। যেটি বললেন রিশাদ নিজেই, 'ওই সময় আমাদের বিপিএল ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থাকার কথা। এর মধ্যে যদি সুযোগ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বিগ ব্যাশে খেলতে চাইব।'

চূড়ান্ত হওয়া সূচি অনুযায়ী, এ বছরের ১৫ ডিসেম্বর শুরু হয়ে বিগ ব্যাশের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের ২৭ জানুয়ারি। ওই সময় বাংলাদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বিপিএলও মাঠে গড়ানোর কথা। এর আগে নভেম্বরেই বাংলাদেশ দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাওয়ার সূচি নির্ধারিত হয়ে আছে। ফলে জাতীয় দল ও বিপিএলের ব্যস্ততায় রিশাদের শেষ পর্যন্ত বিগ ব্যাশে খেলা হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকছেই। এর আগে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে রিশাদকে দলে নিয়েছিল টরোন্টো ন্যাশনালস। কিন্তু দেশের অস্থির অবস্থার মধ্যে ভিসা জটিলতার কারণে ওই টুর্নামেন্ট খেলতে যেতে পারেননি তিনি।

সরাসরি চুক্তিতে জিম-আফ্রো টি-টেন লিগে

জিম-আফ্রো টি-টেন লিগের দ্বিতীয় আসরে দল পেয়েছেন রিশাদ হোসেন। ড্রাফটের আগেই সরাসরি সই করিয়ে তাঁকে দলে নিয়েছে হারারে বোল্টস। জিম আফ্রো টি-টেন লিগে ড্রাফটের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো আইকন ও গ্লোবাল সুপারস্টার ক্যাটাগরিতে খেলোয়াড় নেওয়ার সুযোগ পান। আইকন ক্রিকেটার হিসেবে হারারে জিমি নিশামকে এবং গ্লোবাল সুপারস্টার হিসেবে শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকাকে দলে নিয়েছে। গত বছরের জুলাইয়ে এই টুর্নামেন্টের প্রথম আসর হয়েছিল। এবারের আসর মাঠে গড়াতে যাচ্ছে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর। সব কটি ম্যাচই হবে হারারে মাঠে। অবশ্য জিম আফ্রো টি-টেন লিগে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে রিশাদই প্রথম নন। গত আসরে এই টুর্নামেন্টে খেলেছেন বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম ও তাসকিন আহমেদ। জোবার্গ বাফেলোসের হয়ে ৮ ম্যাচে ১২৬ রান করেছিলেন মুশফিক এবং তাসকিন বুলাওয়ে ব্রেভসের হয়ে ৭ ম্যাচে উইকেট নিয়েছিলেন ১১টি। এবারের জিম-আফ্রো টি-টেনের সময় টেস্ট খেলতে ভারতে থাকবে বাংলাদেশ দল। পরে ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তাই টি-টেন লিগ চলাকালে জাতীয় দলের ব্যস্ততা নেই রিশাদের। বিসিবির ছাড়পত্র পেলে প্রথমবার দেশের বাইরের কোনো লিগ খেলতে যেতে পারবেন এই লেগ স্পিনার।

বিগ ব্যাশে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বিগ ব্যাশের দল হোবার্ট হ্যারিকেনসে ডাক পেয়েছেন রিশাদ। ড্রাফটে থাকা ১০ বাংলাদেশি ক্রিকেটারের মধ্যে একমাত্র তিনিই ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। এর আগে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে শুধু সাকিব আল হাসানই বিগ ব্যাশে খেলেছেন, যদিও সরাসরি ড্রাফটে দল পাননি। ২০১৪ সালে তিনি অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্সে ২টি ম্যাচ খেলেছিলেন ইয়োহান বোথার বদলি হিসেবে। পরের মৌসুমে আন্দ্রে রাসেলের বদলি হিসেবে মেলবোর্ন রেনেগেডসে ৪টি ম্যাচে খেলেছিলেন সাকিব। এরপর থেকেই লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় বিবিএলের দরজা, অবশেষে রিশাদকে দিয়ে কাটল সেই অচলাবস্থা।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত বিগ ব্যাশের ১৪তম আসরের ড্রাফটের চতুর্থ রাউন্ড থেকে ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতেহ থাকা রিশাদকে দলে নিয়েছে হোবার্টের দলটি। শুধু বোলিং নয়, ব্যাটিংটাও ভালোই জানেন রিশাদ। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পাওয়ার হিটিংয়ের একাধিক প্রদর্শনী দেখিয়েছেন। তাই তো এমন একজন 'এক্স ফ্যাক্টর'কে হাতছাড়া করতে চায়নি হোবার্ট হ্যারিকেনস। অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া রাজ্যের দলটির হেড অব স্ট্র্যাটেজির দায়িত্বে আছেন তাসমানিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রিকেটার বিশ্বের অন্যতম সফল অধিনায়ক রিকি পন্টিং। সাবেক এই কিংবদন্তি অজি ক্রিকেটারের অধীনে খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন রিশাদ। বাংলাদেশ ক্রিকেট

বৈষম্য দূরীকরণে ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু

● মোরসালিন আহমেদ ●

শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর ক্রীড়াঙ্গন থেকে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় সর্বত্র সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এক মাসের মধ্যে ক্রীড়াঙ্গনে বেশকিছু দৃশ্যমান সংস্কার সবার চোখে পড়েছে। তৃণমূল থেকে দুর্নীতি উপড়ে ফেলতে দেশের প্রতিটি উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সর্বজন গ্রহণযোগ্য ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ৭ সদস্যবিশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিদ্যমান ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বোর্ড, সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব সরকারের কাছে আগামী দুই মাসের মধ্যে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এমন কি ক্রীড়াঙ্গনের প্রকৃত চিত্র জানতে প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে করণীয় নিয়ে সাংবাদিকদের মতামত শুনেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

ক্রীড়াঙ্গনে বৈষম্য দূরীকরণের দাবি জোরালো হচ্ছে

ক্রীড়াঙ্গনে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অরাজকতা উপড়ে ফেলতে প্রথমেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দিয়ে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু হয়। বোর্ডের আলোচিত সভাপতি সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপনকে সরিয়ে জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদকে সভাপতি করা হয়। এরপর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮ এর ২২ ধারা মোতাবেক কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন ও দাবা ফেডারেশনের সভাপতি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদকে অপসারণ করা হয়। তবে ব্রিজ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলমকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এদিকে ফেডারেশনগুলোর সংস্কারপ্রক্রিয়ার আভাস পেয়ে অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন। অপরদিকে কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক হাবিবুর রহমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সংস্কারপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করেন, কমিটি ভেঙে দেওয়ার আগেই সম্মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের কর্মকর্তারা সরে দাঁড়ানো উচিত।

গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটলে দেশের প্রতিটি সেক্টরে সংস্কারের দাবি উঠলে সেই ঢেউ ক্রীড়াঙ্গনেও আছড়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৪ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ টাওয়ারের সামনে বিএনপিপন্থী ক্রীড়া সংগঠকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদ' ব্যানারে ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াবিদরা মানববন্ধন করেন। এ মানববন্ধনের নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক তারকা গোলরক্ষক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল হক। মানববন্ধনে দুর্নীতিবাজদের বিচারের আওতায় আনার দাবি করা হয়। সেই সঙ্গে গত ১৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগ ক্রীড়াঙ্গনে যে দুঃশাসন ও স্বৈরাচারী মনোভাব দেখিয়ে ফেডারেশনে রাজনীতিকীকরণ করেছে, সেটির অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন ও সংস্থায় সর্বজন গ্রহণযোগ্য অ্যাডহক কমিটি গঠনের জোরালো দাবি করা হয়। বলতে গেলে প্রতিদিনই কোনো না কোনো ফেডারেশনের সামনে বঞ্চিত ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াবিদরা মানববন্ধন করছেন। যাঁরা রাজনৈতিক পরিচয়ে বিভিন্ন ফেডারেশনে বিশেষ করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন এবং কর্মকর্তা বনে গিয়েছিলেন তাঁদের এখন দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে ক্রীড়াঙ্গনে স্থবিরতা বিরাজ করছে। তাঁদের অনুপস্থিতির কারণে গত দুই মাসেও খেলাধুলার আয়োজন চোখে পড়েনি। কাজেই ক্রীড়াঙ্গন সচল করার লক্ষ্যে দ্রুত সময়ের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠন জরুরি হয়ে পড়ছে।

এদিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ক্রীড়াঙ্গনের সুবিধাভোগীরা ভোল পাল্টানো শুরু করেছেন। গত ১৬ বছর ধরে যাঁরা মুজিব কোট পরে 'আওয়ামী লীগ' সাজার চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই আবার কমিটিতে থাকতে নানাভাবে শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে 'বিএনপি' সাজার যত রকম অভিনয় আছে, সেটাই করছেন। ফলে ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল মনে করেন, ওই সব ধান্ধাবাজ আর বর্ণচোর ক্রীড়া সংগঠকদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে সজাগ থাকতে হবে এবং চিহ্নিত করা জরুরি। এসব নীতিহীন, ব্যক্তিত্বহীনরা যদি আবার ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশের সুযোগ পান, তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে সংস্কারের পথে হাঁটছেন, তা বাধাগ্রস্ত হবে। কাজেই ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে দুর্নীতিবাজদের

উপড়ে ফেলা জরুরি। সেই সঙ্গে ক্রীড়া অন্তঃপ্রাণ বঞ্চিতরা যাতে আবার বঞ্চিত না হন, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে সে যে দলেরই হোক না কেন, তিনি যদি ধান্ধাবাজ-দুর্নীতিবাজ না হয়ে ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ হোন, তাহলে তাঁকে রাজনৈতিক ট্যাগ না লাগিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে সেবা করার সুযোগ করে দিতে হবে। সংস্কারের মধ্যে সবাই এমন ব্যক্তিকে চান, যিনি ক্রীড়ার মানুষ হবেন। এটাই এখন একমাত্র প্রাণের দাবি হয়ে উঠছে।

এ মুহূর্তে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫৫টি ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অন্যসব সেক্টরের মতো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু করায় ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ আশায় বুক বেঁধে আছেন। তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই এবার বিভিন্ন কমিটিতে প্রকৃত অন্তঃপ্রাণ সংগঠক আর সাবেক ক্রীড়াবিদরা যোগ্য সম্মান পাবেন। এ প্রসঙ্গে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ সংগঠক উইং কমান্ডার মহিউদ্দিন আহমেদ অব. বলেন, অন্তত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। এক. সার্চ কমিটিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা খুবই অভিজ্ঞ। ক্রীড়াঙ্গনের সবকিছুই তাঁদের নখদর্পণে। আমি মনে করি, সার্চ কমিটি জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য সংগঠক, সাবেক ক্রীড়াবিদের যোগ্য সম্মান দেবেন। এর ফলে বঞ্চিত সংগঠকদের আসার পথ সুগম হবে এবং বাইরের লোকজনের প্রবেশ বন্ধ হবে। দুই. নির্বাচনী সিস্টেম পরিবর্তন। এই সিস্টেম পরিবর্তন করতে না পারলে সুবিধাভোগীদের সিন্ডিকেট ভাঙা কঠিন। তিন. খেলার মানোন্নয়নে ক্রীড়াবিদদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ। অন্যদিকে বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক পরিষদের মহাসচিব আশিকুর রহমান মিকু বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কারকে স্বাগত জানাই। এর ফলে দীর্ঘদিন রাজনৈতিক পরিচয়ে যেভাবে ফেডারেশন দখল হচ্ছিল, এবার সে রকম হওয়ার সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিরাই আসবেন, যা দেশের খেলাধুলা আরও গতিশীল হবে।

কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দেখা যাচ্ছে স্বার্থের ব্যাপারে ক্রীড়াঙ্গনের মাফিয়ারা মিলেমিশে কমিটি গঠনে দৌড়ঝাঁপ আর তোড়জোড় শুরু করার পরিকল্পনা করছেন। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘদিন ধরে ঘাপটি মেরে বসা থাকা ক্রীড়াজীবীরা আবারও নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বিশেষ মহলের আশীর্বাদ নিতে ছুটে চলেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি কমিটি গঠনে তাঁরা ভিন্ন কৌশলে পছন্দের ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে ফেডারেশন সাজাতে চাচ্ছেন। এর ফলে আবারও প্রকৃত সংগঠকদের বাদ পড়ার উপক্রম হতে পারে! কাজেই কমিটি গঠনে কঠোরতা দেখাতে না পারলে সেই আগের মতোই হাল হবে। ক্রীড়াঙ্গনের অভিজ্ঞমহল আরও মনে করেন, সিন্ডিকেট মার্কা নির্বাচন চিরতরে উপড়ে ফেলে নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে আনুপাতিকহারে বিভাগ, জেলা, সংস্থা ও ক্লাবগুলোর প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে বঞ্চিত ও তরুণ সংগঠকের জায়গা দিতে হবে। শুধু তা-ই নয়, একই কমিটিতে দুই মেয়াদের বেশি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেন না থাকতে পারেন, সেটিরও ব্যবস্থা করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উল্লেখ্যযোগ্য সংস্কার ক্রীড়াঙ্গনে ক্রমশ : দৃশ্যমান হচ্ছে।

উপদেষ্টার হুঁশিয়ারি

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার ছবিসংবলিত ব্যানার রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের ওপর টাঙিয়ে রাখায় এবং কিছু কিছু কর্মকর্তা ও স্কেটার সেই ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় ভীষণ চটেছেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম এ নেতা। বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের কর্মকর্তারা ভেবেছিলেন, উনি হয়তো তাঁর বিশাল বিশাল ব্যানারে ছবি দেখে খুশি হবেন। কিন্তু তিনি যে প্রথাগত রাজনীতিবিদদের মতো নন, তা বুঝতে পারেনি ফেডারেশনটি। তাই হুঁশিয়ারি দিয়ে নিজের ফেসবুক আইডিতে ২৪ আগস্ট রাতে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা লিখেছেন, 'ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আপনার কাজ দিয়ে দেখান। বড় বড় ছবি টানিয়ে ব্যক্তিপূজার পুরোনো সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখে নয়। ব্যক্তিপূজা করে স্বার্থ হাসিলের সংস্কৃতির বাংলাদেশ আর নেই। স্বার্থের জন্য হোক কিংবা ভালোবেসে হোক, এ ধরনের অভ্যাস বন্ধ করুন।' এ রকম ব্যানার দেখে আসিফ মাহমুদ মোটেও পছন্দ করেননি। তাই কোনো ব্যক্তিবিশেষকে তোয়াজ না করার পরামর্শ দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৮ আগস্ট শপথ নিয়ে ৯ আগস্ট আসিফ মাহমুদ যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার দায়িত্ব পান। উপদেষ্টার পদে বসে ক্রীড়াঙ্গন রাজনীতিমুক্ত রাখার অঙ্গীকার করেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিসিবি দিয়ে সংস্কার শুরু

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় মাত্র ১০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) সংস্কারের মধ্য দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে বড় পরিবর্তন এনে তাক লাগিয়ে দেন। অনেকের ধারণা ছিল আলোচিত ক্রিকেট বোর্ডে সংস্কারে বিলম্ব হতে পারে! কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত করেন। সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসেবে দুই জন পরিচালক পদে পরিবর্তন আনেন। সেই সঙ্গে সভাপতি পদে পরিবর্তন এসেছে। ২১ আগস্ট বিসিবির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন নাজমুল হাসান পাপন। কথা ছিল অনলাইনে যোগ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু সভা শুরুর আগে ই-মেইল করে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন এ সাবেক যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী। তাঁর পরিবর্তে নতুন বোর্ড প্রেসিডেন্ট হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। উল্লেখ্য, পাপন ২০১২ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। শুরুতে সরকার মনোনীত সভাপতি ছিলেন। এরপর ২০১৩ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হন। ১২ বছর দায়িত্ব পালনের পর সভাপতি পদ থেকে বিদায় নেন। এর আগে ১৩ আগস্ট বিসিবি পরিচালকদের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদ।

পাপনের পর অ্যাথলেটিকসের মন্টুর পদত্যাগ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে পরিবর্তনের হাওয়া দেখে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনে সংস্কার শুরুর আগেই সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু। ২১ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব ও ফেডারেশন সভাপতি বরাবর তিনি ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে পদত্যাগ করেন। এদিকে তাঁর অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে বর্তমান কমিটির একাংশ, বঞ্চিত সংগঠক ও সাবেক ক্রীড়াবিদরা বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মানববন্ধন করেন। সেই সঙ্গে তাঁর সময়কার সব ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দ্রুত কমিটি ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠনে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

প্যারিস প্যারা অলিম্পিক বহরে কাটছাঁট

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শুধু তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থা কিংবা ফেডারেশনের সংস্কারপ্রক্রিয়া নিয়ে বসে থাকছেন না। কোথায় কি হচ্ছে, সেগুলো নজরদারিতে রাখছেন। তারই ধারাবাহিকতায় অপ্রয়োজনীয় লোকজনের বিদেশ সফরে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে আগের মতো ইচ্ছা করলেই দলবেঁধে কর্মকর্তারা সরকারি খরচে বিদেশ সফরে যেতে পারবেন না। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন এর বাইরে কিছুই হবে না। ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৭তম প্যারালিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ১৬ বছর পর এ গেমসে অংশগ্রহণ করে। ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশের কর্মকর্তা, ক্রীড়াবিদ আর অফিশিয়াল মিলে ১৩ জন দলবেঁধে

ইউরোপ যাওয়ার জন্য সরকারি অনুমোদন (জিও) নিয়েছিলেন। ক্রীড়াঙ্গনে যখন প্রশ্ন উঠল, দুজন ক্রীড়াবিদের সঙ্গে আরও ১১ জন যাচ্ছেন, তখনই জিও বাতিল করার পাশাপাশি ৬ জন বাদ দিয়ে ৭ জন ফ্রান্স যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের মানববন্ধন

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ টাওয়ারের সামনে ১৪ আগস্ট সবচেয়ে বড় মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদ। এ মানববন্ধনে প্রতিটি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের বঞ্চিত সংগঠক, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই ব্যানার, ফেস্টুন ও নানারকম প্লেকার্ড নিয়ে হাজির হন। এ মানববন্ধনের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক। এ সময় সাবেক সংসদ সদস্য খায়রুল কবীর খোকন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আবদুস সালামসহ বিভিন্ন ফেডারেশনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনে বক্তারা দুর্নীতিবাজদের বিচারের আওতায় আনার দাবি করেন। আমিনুল হক বলেন, ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনে যে দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছি, সেগুলো খতিয়ে দেখছি। সেই সঙ্গে আরও বলেন, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে। আমরা বাংলাদেশ ও ক্রীড়াঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে চাই।

সালাউদ্দিন-কিরণের পদত্যাগ দাবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) পরিবর্তনের হাওয়া শুরু হলেও কেনো বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে না, এ নিয়ে প্রতিদিনই ক্ষোভ ঝাড়ছেন ফুটবলের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্টরা। এ মুহূর্তে কর্মকর্তারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেই কেবল পরিবর্তন আনা সম্ভব। যদি নির্বাচিত কমিটি ভেঙে ফেলা হয়, তাহলে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা থেকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়বে বাংলাদেশ। তাই একটু সময়ক্ষেপণ করতে হচ্ছে নীতিনির্ধারকদের। তাই বলে থেমে নেই ফুটবল সংস্কারের দাবিদাওয়া। বাফুফে সভাপতি কাজী মো. সালাউদ্দিন ও নারী উইংয়ের চেয়ারপারসন মাহফুজা আক্তার কিরণের পদত্যাগ দাবি করে প্রতিনিয়ত বাফুফে ভবনের সামনে মানববন্ধন হচ্ছে। কখনো ফুটবল আল্টার্স আবার কখনো ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক বর্তমান ফুটবলাররা এ দাবি করে আসছেন। ইতোমধ্যে বাফুফে সিনিয়র সহসভাপতি আবদুস সালাস মুর্শেদী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরপরই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। ১৭ আগস্ট সাবেক ব্যাডমিন্টন তারকা জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড় কামরুন নাহার ডানা ও সাবেক ফুটবলার ডালিয়া আক্তারের নেতৃত্বে সাবেক নারী ফুটবলাররা মতিঝিলের বাফুফে ভবনের সামনে দেশের ফুটবলের উন্নয়নের স্বার্থে অবিলম্বে সালাউদ্দিন-কিরণের পদত্যাগ দাবি করেছেন। এদিকে বাংলাদেশ ক্রীড়া উন্নয়ন পরিষদের ব্যানারে মানববন্ধনে জাতীয় ফুটবল দলের তারকা গোলরক্ষক আমিনুল হক বাফুফেতে পরিবর্তন চান। তিনি বলেন, তাঁরা যেভাবে ফুটবলকে পরিচালনা করছেন, তা দেশের ফুটবলের উন্নয়ন নয়। তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারী কায়দায় চেয়ার দখলের মাধ্যমে ফুটবলকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

শুটারদের অভিযোগ

বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ অপুসহ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপসারণ চেয়ে ১৪ আগস্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনী মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সাবেক শুটাররা। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিদেশ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে এয়ার রাইফেল নিয়ে এসে বিক্রি করা, ফেডারেশনের বড় হলরুমের ভাড়া বাবদ টাকার গরমিল, প্রতিভাবান খেলোয়াড় ও সাবেক খেলোয়াড়কে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত করাসহ নানা রকম সুনির্দিষ্ট অকর্মের অভিযোগ আনা হয়। সাবেক শুটাররা বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন নির্বাচনের দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে এসএ গেমসে স্বর্ণপদকজয়ী শুটার সাইফুল ইসলাম, সাবরিনা সুলতানা, জিএম হায়দারসহ সাবেক ও বর্তমান শুটার এবং সংগঠক উপস্থিত ছিলেন।

ভলিবলে ১৯ দাবি

ভলিবল খেলার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯ দফা দাবি দাওয়া নিয়ে শহীদ নূর হোসেন ভলিবল স্টেডিয়ামে ১৯ আগস্ট সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়রা মানববন্ধন করেছেন। মানববন্ধনে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের বর্তমান নির্বাহী কমিটি ভেঙে দিয়ে তারা অ্যাডহক কমিটি গঠন করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেন। মানববান্ধনে বর্তমান কমিটির নানা দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন সাঈদ আল জাবীর, হরষিত বিশ্বাস, সোহেল রানা, ইমরান হায়দার কাঞ্চন, মাসুদ মিলন, কায়সার হামিদ, আতিক, নারায়ণ, রাশেদ, আব্দুল মুমিন সাদ্দাম প্রমুখ। নানা রকম অনিয়মে জর্জরিত ভলিবলকে বাঁচাতে সংগঠক ও খেলোয়াড়রা যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সংস্কারের দাবি হকিতে

মাওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামের মূল ফটকের সামনে ১৮ আগস্ট ৭ দফা দাবিতে একসময়কার মাঠ কাঁপানো তারকা খেলোয়াড় ও অন্তঃপ্রাণ সংগঠকরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। 'সন্ত্রাসী-আওয়ামী দালাল হটাও, হকি বাঁচাও'–এই স্লোগান সামনে রেখে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের বর্তমান অবৈধ কমিটিকে ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠনের জোর দাবি জানানো হয়। এ-সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি জমা পড়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে। মানববন্ধনে সাজেদ এএ আদেল বলেন, গত বছর একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন সাধারণ সম্পাদক একে এম মমিনুল হক সাঈদ। সহসভাপতি আবদুর রশিদ শিকদার এবং যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল এহছান রানাও ফেডারেশনে আসছেন না। কর্মকর্তারা ঠিকমতো ফেডারেশনে না আসায় স্থবিরতা নেমে এসেছে। তিনি আরও বলেন, এখানে যাঁরা এসেছেন, সবাই হকি খেলোয়াড়। আমরা হকিটা খেলতে চাই, ভালোভাবে চালাতে চাই এবং বর্তমান কমিটির পদত্যাগের পাশাপাশি অ্যাডহক কমিটি চাই।

দাবায় পরিবর্তন চান খেলোয়াড়-সংগঠকরা

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনেও পরিবর্তন চেয়েছেন সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড় ও সংগঠকরা। অ্যাসোসিয়েশন অব চেস প্লেয়ার্স বাংলাদেশ সংগঠনের ব্যানারে ২৪ আগস্ট দাবা ফেডারেশনের সংস্কারবিষয়ক এক আলোচনা সভায় এ দাবি করা হয়। সভায় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবউদ্দিন শামীমের স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দুর্নীতির বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে আসে। একই সঙ্গে অ্যাডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে তাঁর অবসান চাওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে খেলোয়াড় আর সংগঠকরা মিলে একটি গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠনের চেষ্টা করছেন।

ফেডারেশনে সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে ২৭ আগস্ট উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর ২৯ আগস্ট সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন ও সংস্থার সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু করেছে। দেশব্যাপী ক্রীড়া সংস্থাগুলোয় স্থানীয় দক্ষ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য সংগঠক ও ক্রীড়াবিদ নিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সবশেষ অবস্থান জানিয়ে একটি প্রতিবেদন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। সেখানে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ দেওয়া সভাপতিরা ফেডারেশনে অনুপস্থিত রয়েছেন। আবার রাজনৈতিক পরিচয়ে যাঁরা বিভিন্ন

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরাও গা ঢাকা দিয়েছেন।

সবশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ছাড়া অবশিষ্ট ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সভাপতি সরকার মনোনীত। রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিরা ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বেশির ভাগই আত্মগোপনে রয়েছেন। কেউ কেউ আবার বিদেশে পালিয়ে গেছেন, কেউবা আবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। আবার অনেক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকরা গ্রেফতার এড়াতে গা ঢাকা দিয়েছেন। ঝিমিয়ে পড়া ক্রীড়াঙ্গন সচল করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সংস্কারপ্রক্রিয়া শুরু করেছে।

রাজনৈতিক পরিচয়ে বিভিন্ন ফেডারেশনে আওয়ামী লীগ সরকারের মনোনয়ন দেওয়া সভাপতিদের মধ্যে বেশকিছু মন্ত্রী ছিলেন। এর মধ্যে টেনিসে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, ক্যারমে জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, স্কোয়াশে কর্নেল অব. ফারুক খান ও খিউকুশিন কারাতেতে ডা. দীপু মনি ছিলেন।

এ ছাড়া যাঁরা বিভিন্ন ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা হলেন অ্যাথলেটিকসে প্রধানমন্ত্রীর সদ্যবিদায়ী মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, জুডোয় সদ্য সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান, তায়কোয়ানডোয় ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ নেতা কাজী মোর্শেদ হোসেন কামাল, কারাতে সাবেক সচিব ড. মোজাম্মেল হক খান, ভলিবলে আত্মগোপনে থাকা ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম, কুস্তিতে সাবেক মন্ত্রী শাহজাহান খান, ব্যাডমিন্টনে তথ্য কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবদুল মালেক, টেবিল টেনিসে সাবেক সচিব মেজবাহ উদ্দিন, বাস্কেটবলে সাবেক এমপি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, জিমন্যাস্টিকসে আবাহনীর পরিচালক শেখ বশির আহমেদ মামুন, মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় সাবেক এমপি মাহবুব আরা গিনি, রোইংয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি মোল্লা আবু কাওছার, মার্শাল আর্টে সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাইক্লিংয়ে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার, রোলার স্কেটিংয়ে সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদ, উশুতে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক এমপি আবদুস সোবহান গোলাপ, আন্তর্জাতিক তায়কোয়ান্দোয় সাবেক এমপি মোজাম্মেল হক, বুখানের সভাপতি সাবেক রাষ্ট্রদূত সৈয়দ শাহেদ রেজা, সার্ফিংয়ে সাবেক এমপি জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ, মাউন্টেনিয়ারিংয়ে আওয়ামী লীগের সাবেক হুইপ মিজানুর রহমান মানু, চুকবলের সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আজম নাছির উদ্দীন ও জুজুৎসুর সভাপতি সাবেক এমপি ফারুক খন্দকার প্রিন্স।

সূত্র জানায়, খুব শিগগির রাজনৈতিক পরিচয়ে মনোনীত বিভিন্ন ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির স্থলে নতুন সভাপতি নিয়োগ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে সর্বজন গ্রহণযোগ্য ক্রীড়া সংগঠক আর সাবেক ক্রীড়াবিদদের সমন্বয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হবে।

অনন্তে হারালেন হকির নক্ষত্র ‘ফজলু ওস্তাদ’

● ওমর ফারুক রুবেল ●

সকাল-বিকেল আরমানিটোলার স্কুল মাঠে স্টিক হাতে হাজির হতেন ফজলুল ইসলাম ওরফে ফজলু ওস্তাদ। ছোট ছোট বাচ্চাদের হকির কৌশল শেখাতেন। ‘ওস্তাদ ফজলুর মুখের বুলি, এসো সবাই হকি খেলি’- এই স্লোগানেই চলত তাঁর একাডেমি। নিজের গাঁটের টাকা খরচা করে বাচ্চাদের স্টিক-বল কিনে দিতেন। তার হাতেই গড়ে উঠেছেন জিমি, হাবলুর মতো জাতীয় দলের তারকারা। মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামের টার্ফে ঘরোয়া কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো আসরের খেলা গড়ালেই তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। আর কোনো দিন হকির খেলায় দেখা যাবে না ফজলু ওস্তাদকে। গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রিয় আরমানিটোলা মাঠে শেষবার এসেছিলেন হকির ওস্তাদ। কিন্তু নিথর দেহে। ওই দিন সকালে বাসায় পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। এরপর আর ফিরতে পারেননি পঞ্চাশোর্ধ এই হকি কোচ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, মেয়ে সাদিয়া ইসলামসহ অসংখ্য শিষ্য ও শুভাকাঙ্ক্ষিদের রেখে গেছেন। পতন হলো আরমানিটোলায় এক নক্ষত্রের।

কিছু দিন ধরে তার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। যেখানে সকাল হলেই হকি নিয়ে ছোটদের শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, সেই আরমানিটোলা স্কুলেও যাওয়া হচ্ছিল না আর।

তারপরও নিজের গড়া ‘ওস্তাদ ফজলু একাডেমি’র জন্য ট্র্যাকসুট দেওয়ার অনুষ্ঠানে গত ৩ সেপ্টেম্বর অনেকটা জোর করে অন্যরা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কে ভেবেছিল শিষ্যদের সঙ্গে সেটাই হবে তাঁর শেষ দেখা!

৮০-এর দশকে সাবেক তারকা খেলোয়াড় ও কোচ আব্দুর রাজ্জাক সোনা মিয়ার হাত ধরে হকি অঙ্গনে প্রবেশ ফজলুল ইসলামের। ঘরোয়া হকিতে দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। ১৯৭৭ সালে যার শুরু। পিডব্লিউডি দিয়ে শুরু করে এরপর একে একে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব পেরিয়ে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে এসে শেষ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে সাধারণ বীমার হয়ে শিরোপা জেতার রেকর্ড রয়েছে। ১৯৮৪ সালে মালয়েশিয়ায় জুনিয়র বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে অনুশীলনে ফজলুল আঘাত পান চোখে। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। জাতীয় দলে কখনো খেলার সুযোগ মেলেনি তাঁর। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ঘরোয়া হকি খেলেন তিনি। খেলোয়াড় হিসেবে চূড়ায় পৌঁছাতে না পারা ফজলুল নেমে পড়েন খেলোয়াড় তৈরিতে।

পরবর্তী সময়ে সোনা মিয়ার ছেলে রাসেল মাহমুদ জিমিকেও হকি শিখিয়েছেন ওস্তাদ ফজলু। যেটা বলা যেতে পারে গুরুদক্ষিণা। কোচিংয়ে নেমে তৃণমূলে বেশি জোর দিয়েছেন। আরমানিটোলা স্কুলে স্থানীয়দের নিয়ে নিয়মিত কোচিং করিয়ে আসছেন। যার কারণে সবার কাছে ‘ওস্তাদ ফজলু’ নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। তাঁর হাত ধরে হকিতে অসংখ্য খেলোয়াড় বেরিয়ে এসেছে। হাল আমলের রাসেল মাহমুদ জিমি, নাঈম উদ্দিন, মো. আরশাদ ও ইমরান হাসান তো আছেনই। এ ছাড়া জাতীয় দল ও যুব দলে নাম লিখিয়েছেন ২০ জনের মতো খেলোয়াড়। তাদের মধ্যে সাবেক তারকা রফিকুল ইসলাম কামাল, মাকসুদ আলম হাবুল ও আবদুস সাজ্জাদ অন্যতম।

পুরান ঢাকার বেগম বাজারে ৮ নম্বর নাবালক মিয়া লেনে তাঁর বাড়ির ছাদটি করোনা মহামারির সময় অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করতেও পিছপা হননি। তখন নাম হয়েছিল ছাদ হকি। মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে হকি খেলা না থাকলেও ওস্তাদ ফজলুর একাডেমির চর্চা নিয়মিত ছিল। হকিতে অবদান রাখার জন্য তৃণমূল কোচ হিসেবে ২০১৬ সালে বিএসপিএ পুরস্কারও পেয়েছেন।

শব্দজট-৬১০

রি	তু	ম	নি			থি	পা	চা
য়া			গা		উ			মা
ল		নু	র	আ	ই	শা		রি
মা			সু		নি			আ
দ্রি		জা	ল		ফ্রে		সি	তা
দ			তা		ন্ড			পা
	রু	মা	না			উ		ত্তু
ন	বি			নি	দা	দা	র	
	না	হি	দ			না		

শব্দজট-৬১২

১								২
		৩						
		৪		৫		৬		
৭								
						৮		৯
১০			১১					

শব্দজট-৬১০ বিজয়ী

মো. জাকির উল্লাহ (পাতা)
সাধারণ সম্পাদক
ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

শব্দজট-৬১০ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট ৬১২-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি

১.ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নতুন উপদেষ্টা; ৩. প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের পতাকা বহনকারী অ্যাথলেট; ৪. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক; ৮. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ডানহাতি প্রথম সারির ব্যাটার; ১০. স্প্যানিশ সাবেক মিডফিল্ডার; ১১. ইন্ডিয়ান নারী ক্রিকেট দলের দলনেতা।

সূত্র : উপর-নিচ

১. কোপার সবচেয়ে সফল দল; ২. পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বাঁহাতি প্রথম সারির ব্যাটার; ৩. বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের ফরোয়ার্ড; ৫. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বাঁহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার; ৬. নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া মালয়েশিয়া ক্রিকেট দলের ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার; ৭. সংযুক্ত আরব আমিরাত নারী ক্রিকেট দলনেতা; ৯. আফগান অলরাউন্ডার।

মিসেস রওশন আরা বেগম
ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, উত্তরা, ঢাকা।

শব্দজট-৬১০ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। মো. সালাহ উদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাক- চৌমুহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী; ৪। সাবিকুন নাহার ঐশী, শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান বিভাগ, রোল-৬৭৭, এইচএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৪, চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, খুলশী, চট্টগ্রাম; ৫। মৃন্ময় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৬। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আসকার দিঘীর পাড়, চট্টগ্রাম; ৭। প্রত্যয়ী রায়, ডিজি ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৮। শ্রী মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৯। অমিত দস্তিদার (মন), মেডি কর্নার, ৪১৮ জামাল খান লেন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১০। বেবী দস্তিদার, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী চট্টগ্রাম-৪০০০; ১১। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১২। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৩। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। ডা. তারেক আহমেদ, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৫। মাহমুদা আক্তার ডলি, টি-এফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৬। মো. মোশাররফ হোসেন, প্রযত্নে- নাজেরা, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৭। খাদীজাতুল কোবরা (তারিন), প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, গ্রাম+পোস্ট- এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ১৮। মো. জাকির উল্লাহ (পাতা), সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ১৯। জান্নাতুন নাহার ময়না, আনন্দনগর, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা; ২০। মাহির আবরার অভ্র, প্রকৌশলী বস্ত্র, রোড-২৯এ, বাড়ি- ১বি১, মিরপুর-১২, পল্লবী ঝিল পাড়, ঢাকা-১২১৬; ২১। মানজুর আরমান দীপ্র (বিকম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), রোড-২৯এ, বাড়ি- ১বি১, মিরপুর-১২, পল্লবী ঝিল পাড়, ঢাকা-১২১৬।

৩৭তম কিংস কাপ সেপাক টাকরো ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ জাতীয় সেপাক টাকরো দল ডিভিশন-১ এর খেলায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে অংশ নেয়। পুরুষ দল কোয়াড ও হুপ ইভেন্টে তাম্র এবং মহিলা দল হুপ ইভেন্টে রৌপ্য পদক, রেগু ও কোয়াড ইভেন্টে তাম্র পদক, মিক্সড ইভেন্টে মিক্সড কোয়াড এবং মিক্সড রেগু ইভেন্টে রৌপ্য পদক জয় করে।

প্যারালিম্পিক সুখকর হয়নি আল আমিন-ঝুমা আক্তারের

ওমর ফারুক রুবেল

চার বছর পর পর আসে অলিম্পিক গেমস ও প্যারালিম্পিক গেমস। ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমস থেকেই অংশ নিয়ে আসছে বাংলাদেশ। আর ২০০৪ অ্যাথেন্স অলিম্পিকে প্রথমবার প্যারালিম্পিক গেমসে অংশ নেয় বাংলাদেশ। তবে দু'টিতেই একই দশা। কেবল অংশ নেওয়ার জন্যই গেমসে যান লাল সবুজের ক্রীড়াবিদরা। আজ পর্যন্ত পদক দূরঅস্ত, ভালো ফলও করতে পারেন না কেউই। প্যারিসে অলিম্পিক গেমসের পর ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্যারিলিম্পিক গেমস। এই আসরে অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের দুই আর্চার। কিন্তু ফলাফল আগেভাগেই বিদায়।

প্যারিস প্যারালিম্পিকে দুই আর্চার

১৬ বছরের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে এবারের প্যারালিম্পিক গেমসে খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সবশেষ ২০০৮ সালে বেইজিং প্যারালিম্পিক গেমসে খেলেছিলেন লাল সবুজের ক্রীড়াবিদ। এবারের প্যারিস অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়েছিলেন দুই আর্চার। তাঁরা হলেন ঝুমা আক্তার ও আল আমিন। গত মার্চে আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত অষ্টম ফাজ্জা ইন্টারন্যাশনাল প্যারা আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের (কোটা টুর্নামেন্ট) ব্রোঞ্জ জিতে প্যারালিম্পিক গেমসে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন ঝুমা আক্তার। এর ফলে অলিম্পিক গেমসে রোমান সানা ও সাগর ইসলামের পর প্যারালিম্পিক গেমসে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন গাছ থেকে পড়ে গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া আর্চার ঝুমা আক্তার। আর আল আমিন ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে প্যারালিম্পিক গেমসে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন।

টাইব্রেকে বিদায় ঝুমার

৩০ আগস্ট প্যারিস প্যারালিম্পিক গেমস থেকে বিদায় নিলেন বাংলাদেশের ঝুমা আক্তার। মেয়েদের কম্পাউন্ড একক ইভেন্টে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় পোল্যান্ডের মার্কিতান্তোভার সঙ্গে ১৩৮-১৩৮ পয়েন্টে ড্র করেন। টাইব্রেকিংয়ে মার্কিতান্তোভার তীর ১০ প্লাস করে এবং ঝুমা ১০ পয়েন্ট পান। মার্কিতান্তোভা চলে যান কোয়ার্টার ফাইনালে। ফলে বিদায় নেন ঝুমা আক্তার। প্যারালিম্পিকে সরাসরি খেলা বাংলাদেশের এটাই প্রথম কীর্তি। ফলে ঝুমার প্রতি বাংলাদেশের প্রত্যাশাও ছিল। সেই প্রত্যাশা পূরণ পুরোপুরি করতে পারলেন না।

ইনজুরি আর নার্ভাসনেসে আল আমিনের বিদায়

রিকার্ভ পুরুষ এককের তৃতীয় রাউন্ডে মেক্সিকোর স্যামুয়েল মলিনার সঙ্গে স্কোর সমান ২৪-২৪ করে ফেলেন বাংলাদেশের আর্চার আল আমিন। সবার মতো আল আমিন হোসেনেরও আশা ছিল পরের রাউন্ডে জিতে ম্যাচকে পঞ্চম রাউন্ড পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। তবে প্রথম রাউন্ড থেকেই নার্ভাস থাকা আল আমিন চতুর্থ রাউন্ডে তিন তীরের শেষ তীরটি ছুড়তে পারলেন না।

আল আমিন ও ঝুমা আক্তার

এরপর যখন ছুড়লেন ততক্ষণে সময় শেষ। চতুর্থ সেটে বাংলাদেশি আর্চার তিন তীর ছুড়ে মাত্র ১৬ করেন আর মেক্সিকান মলিনা ২৮ স্কোর করায় ৭-১ পয়েন্ট ব্যবধান হয়। ফলে পঞ্চম সেটের আর প্রয়োজন হয়নি। ফলে শেষ তীর ছুড়তে না পারার আক্ষেপ নিয়েই প্যারিস প্যারালম্পিক থেকে বিদায় দিতে হলো জাহাজে চাকরি করা রিকার্ভের এই আর্চারকে। প্যারিসের আর্চারি মাঠে ১/১৬ এর ম্যাচে আল আমিন প্রথম সেটে ২১-২৩ এ এবং দ্বিতীয় সেটে ২১-২৯ এ হারেন। তৃতীয় সেট ড্র ২৪-২৪ এ। টাই করার পর চতুর্থ সেটে ১৬-২৮ এ হারেন।

প্রস্তুতির অভাব

অলিম্পিকে আসার জন্য যেভাবে প্রস্তুতি দরকার ছিল, তা করতে পারেননি ঝুমা বা আল আমিনরা। সাত মাস আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি টুর্নামেন্টই শেষ খেলা। যে আসর থেকে ঝুমা ব্রোঞ্জ জিতে কোয়ালিফাই করেন।

আন্তর্জাতিক ম্যাচ কম খেলাকেও ব্যর্থতার কারণ হিসেবে সামনে আনেন কোচ নিশিত। তাঁর মতে, টেম্পারমেন্টের অভাবেই হেরেছে আল আমিন। তাঁদের আরও বেশি বেশি ম্যাচ খেলতে হবে। সঙ্গে মেডিটেশন জরুরি। থাকতে হবে ফিজিও। চোটে পড়ার পর আল আমিনের জন্য ডাক্তারের পেছনেই দৌড়াতে হয়েছে।

প্যারালিম্পিক গেমসে চার বাংলাদেশি

প্যারালিম্পিক গেমসের ইতিহাসে চারজন বাংলাদেশি অংশ নিয়েছেন। ২০০৪ সালে গ্রিসের অ্যাথেন্সে অনুষ্ঠিত প্যারালিম্পিক গেমসের অ্যাথলেটিকস ডিসিপ্লিনে অংশ নেন মকসুদ। টি ৪৬ ৪০০ মিটার স্প্রিন্টের হিটে এক মিনিট ১৫.৯০ সেকেন্ড পঞ্চম হয়ে বাদ পড়েন তিনি। চার বছর পর ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিক গেমসে টি ১২ ইভেন্টের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশ নেন আবদুল কাদের সুমন। চতুর্থ নম্বর হিটে দাঁড়িয়ে ১৬.৬৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে চতুর্থ হয়ে বিদায় নেন তিনি। ১৬ বছর পর ফের প্যারালিম্পিক গেমসে অংশ নিলেন বাংলাদেশের দুই ক্রীড়াবিদ আর্চার ঝুমা আক্তার ও আর্চার আল আমিন।

ব্রিটিশ আমলে খেলাধুলার সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পৃক্ততা

● লুৎফুর রহমান ●

ব্রিটিশ আমল থেকে বাবাসহ আমাদের পরিবারের সবারই (সাত ভাই-বোনের মধ্যে একজন ছাড়া) খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল। এখানে শুধু ব্রিটিশ আমলে যে চারজন খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তাঁদের কথাই তুলে ধরছি–

আব্দুল গফুর : আমার বাবা, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানায় অবস্থিত পাযার জুনিয়র হাইস্কুলে পড়ার সময় ফুটবল খেলায় একজন দক্ষ ফুল ব্যাক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এরপর ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে পড়ার সময় (নবম এবং দশম) শ্রেণিতে এই দক্ষতা বজায় রাখেন এবং স্কুল দলের একজন অপরিহার্য ফুটবলার হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৪৬ সালের ১৭ মার্চ জোবেদা খাতুন ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন বেঙ্গল অলিম্পিকস-এ

এরপর আনন্দমোহন কলেজে পড়ার সময় কলেজ দলের হয়ে খেলে সেই সুনাম বজায় রাখেন। এরপর বিএ পড়ার সময় ময়মনসিংহের তৎকালীন ব্রিটিশ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং ব্রিটিশ পুলিশ সুপার তাঁর খেলায় এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁকে বেঙ্গল পুলিশে কোনো ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা ছাড়াই যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিএ পড়া সম্পূর্ণ না করেই ১৯১০ সালে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। নিয়মানুযায়ী তাঁকে তখন রাজশাহীর সারদা পুলিশ কলেজে পুলিশ কোর্স সম্পন্ন করার জন্য পাঠানো হয়। এরপর তাঁর খেলাধুলা চালানোর কোনো সুযোগ আর হয়নি।

খলিলুর রহমান : আমাদের বড় ভাই। তাঁর খেলাধুলায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ আসে, যখন ১৯৩২ সালে কুমিল্লার বিখ্যাত জিলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে খেলাধুলার জন্য শুধু মাঠ ছাড়াও অন্যান্য খেলার পর্যাপ্ত সুবিধা ছিল, যার সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। তিনি ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এই তিন খেলাতেই সমানভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ফুটবল খেলায় সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে নিজের স্থান পাকাপোক্ত করেন। ক্রিকেট খেলাতেও একজন অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। ওই সময় স্কুলের ইন্টার ক্লাস কম্পিটিশন জিআই সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলতেন। কিন্তু চাকরির সুবাদে বাবা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি হওয়াতে তাঁকে ১৯৩৭-এর প্রথম দিকে ওখানকার এডওয়ার্ড স্কুলে ভর্তি হতে হয়। ওখানে ক্রিকেট খেলার কোনো প্রচলন ছিল না এবং তাই তাঁকে শুধু ফুটবল খেলার মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়। ওখানে পড়ার সময় সহজেই তিনি স্কুল দলে স্থান করে নেন, যদিও ওখানে তেমন কম্পিটেটিভ ফুটবল খেলার কোনো সুযোগ ছিল না। তবুও তিনি একবার ট্রেনে করে আখাউরাতে এবং আরেকবার নৌকায় করে শাহাজাদপুরে ওখানকার স্কুলের বিরুদ্ধে নিজ স্কুল দলের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে মেট্রিক পাস করার পর তাঁকে ঢাকার বিখ্যাত ঢাকা কলেজে পড়তে পাঠানো হয়। ঢাকা কলেজ তখন পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিংয়ে ছিল এবং ওখানে তিন-চারটি মাঠও ছিল খেলাধুলার জন্য। ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ফুটবল, ক্রিকেট এবং টেনিস এই তিনটি খেলাতেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষকের উপদেশে টেনিস ছেড়ে শুধু ক্রিকেট বেছে নিলেন। তিনি ঢাকা কলেজ ফুটবল এবং ক্রিকেট দলের অপরিহার্য সদস্য হয়ে উঠেন। ফুটবলে ১৯৪০ সালে স্থানীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ঢাকা কলেজ দল রানার্সআপ হয়, ওই দলে তিনিও ছিলেন। ক্রিকেট দলের হয়ে একবার (নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত স্টিমারে করে) কলকাতার হুগলি কলেজের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৪১ সালে আইএ পাস করার পর তিনি চট্টগ্রামের সরকারি কলেজ বিএ ক্লাসে ভর্তি হন এবং খুব তাড়াতাড়িই কলেজ ফুটবল দলের সদস্য হয়ে যান। তখনকার দিনে চট্টগ্রামে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রচলন ছিল না। তবে তাঁর এক অধ্যাপক মাঝেমধ্যে তাঁকে ইউরোপিয়ান ক্লাবের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় সম্পৃক্ত করার জন্য নিয়ে যেতেন। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এ জাপানিজরা

লুৎফুর রহমান মাখন

আব্দুল গফুর

খলিলুর রহমান

মুস্তাফিজুর রহমান

জোবেদা খাতুন

চট্টগ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ায় তখনকার সরকারি চাকরিজীবীর পরিবারের সদস্যদের চট্টগ্রামের বাইরে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাবা আমাদের বড় দুই ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ পাঠিয়ে দেন। ওখানে তাঁদের সংসারের প্রতি মনোযোগ এবং বাড়ি বানানোর কাজে ও পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় খেলাধুলার জন্য সময় বের করা সম্ভব হয়নি। ময়মনসিংহ থেকে বিএ পাস করার পর ১৯৪৪ সালে বড় ভাই কলকাতায় যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ ফায়ার সার্ভিসে যোগদান করায় খেলাধুলার কাছে আর ফিরতে পারেননি। এর মধ্যে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠায় তাঁকে হাওড়া থেকে কলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত পার্ক সার্কাসের বাগবাগান ফায়ার স্টেশনে বদলি করে দেওয়া হয়। ওখানে ফায়ার স্টেশনের পাশে একটা খেলার মাঠ ছিল যেখানে সকালে তাঁদের প্যারেড ইত্যাদি হতো। বিকেলে ওই মাঠে একজন স্পোর্টস রিপোর্টার এসএ মান্নানের (লাডু ভাই) নেতৃত্বে কিছু কলেজের ছাত্ররা ফুটবল খেলতেন। বড় ভাইয়ের সঙ্গে মান্নানের সখ্য গড়ে উঠে এবং যার ফলে তিনিও তাঁদের সঙ্গে খেলায় শামিল হয়ে যান। দলটির নাম ছিল পার্ক সার্কাস স্পোর্টিং অ্যাথলেটিকস ক্লাব এবং এই নামেই তাঁরা কলকাতা চতুর্থ ডিভিশনে ফুটবল লিগে খেলতেন। দলে যাঁরা ছিলেন :

খলিলুর রহমান : খেলতেন সেন্টার ফরওয়ার্ডে,

আমিনুল ইসলাম : রাইট উইংএ (পরে তিনি পিএসসিতে উত্তীর্ণ হয়ে এসপি/সেক্রেটারি অব এডুকেশন হয়েছিলেন)।

জিয়াউদ্দিন খান : ফুলব্যাক (পরে অ্যাডজাসেন্ট জেনারেল অব আনসার্স এবং এরপরে ইপিডব্লিউএপিডিএর মেম্বার হয়েছিলেন)।

রফিকুল আমিন : ফুলব্যাক (পরে জুট এক্সিকিউটিভ হয়েছিলেন)।

মনিরুল আমিন : (পরে তিনি ক্যামিস্ট এবং খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের (এফআইডিসি) এমডি হয়েছিলেন)।

এস এ মান্নান (লাডু) : লেফট ইন (পরে তিনি পাকিস্তান অবজারভারের খেলার পাতার সম্পাদক ছিলেন। লিবারেশনের আগে আল-বদররা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিল)।

১৯৪৭-এর প্রথম ভাগে বড় ভাই কলকাতা পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেন। দেশ ভাগের পর তাঁকে কুমিল্লাতে ইস্ট বেঙ্গল পুলিশে পোস্টিং দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ওখানে থাকাকালীন তিনি কুমিল্লা লিগ খেলায় পুলিশ ফুটবল আর ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে ছিলেন। এর মধ্যে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত রোনাল্ডসে শিল্ডে পুলিশ টিমের হয়ে খেলেছিলেন। ১৯৫৩ সালে চাঁদপুরে বদলি হওয়ার পর তিনি আর খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেননি। বড় ভাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে একজন চৌকষ স্পোর্টসম্যান ছিলেন কিন্তু সে রকম এক্সপোজার (বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লম্বা গ্যাপ থাকাতে) না পাওয়াতে তিনি নিজেকে আর খেলার মাঠে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বাকি জীবনটা তিনি টেনিস খেলে কাটিয়েছিলেন। ৭৫ বছর বয়সে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আগপর্যন্ত রোজ দুই সেট করে টেনিস খেলতেন।

মুস্তাফিজুর রহমান : আমাদের মেজ ভাই, তিনি কুমিল্লা জিলা স্কুলে (১৯৩৪) ক্লাস ফোরে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটবল খেলায় জড়িয়ে পড়েন এবং গোলকিপার হিসেবে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেন। ওই স্কুলে তখন ইন্টার ক্লাস ফুটবল খুব জমজমাটভাবে অনুষ্ঠিত হতো। ওই সময়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। ইন্টার স্কুলের একটি খেলায় বড় ভাইয়ের একটি কড়া শট আটকাতে গিয়ে হাতে ভীষণ আঘাত পান এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। পরে তিনি ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এডোয়ার্ড স্কুলে পড়ার সময় স্কুলের হয়ে ফুটবল খেলা চালিয়ে যান। এরপর ১৯৩৯-৪০ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় গোলকিপার হিসেবে স্কুলের হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছিলেন অন্যান্য স্কুল দলের সঙ্গে। যুদ্ধের জন্য ময়মনসিংহ চলে যাওয়ার পর আনন্দমোহন কলেজে পড়ার সময় পর্যাপ্ত খেলাধুলার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সাংসারিক ব্যস্ততার জন্য খেলাধুলায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেননি। এরপর হাওড়ার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় আবার ফুটবল খেলার সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলেন এবং নিয়মিতভাবে অনেক দিন পর খেলার সুযোগ পান। এই সময় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে খেলার সময় উঁচু একটা বল ধরতে গিয়ে হাঁটুতে ব্যথা পান, পরে দেখা গেল তাঁর এক হাঁটুতে লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে এবং যার ফলে তিনি আর খেলতে পারেননি। পরে অবশ্য ঢাকাতে ১৯৪৯-৫০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে অপারেশন করে ভালো হন কিন্তু ফুটবল খেলার মতো অবস্থায় আর ফিরে আসেননি। তাই তিনি নিয়মিতভাবে টেনিস খেলা শুরু করেন।

জোবেদা খাতুন : আমাদের বড় বোন। তিনি ছোট থেকেই খুব ডানপিটে ছিলেন এবং চার-পাঁচ বছর কুমিল্লায় থাকাকালীন সময় সাঁতারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। ওই সময় তাঁর বয়সী কেউ সাঁতারে তাঁর সঙ্গে পারত না। ১৯৩৭-১৯৩৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় অন্যান্য খেলাধুলায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রামে নন্দন কানন স্কুলে পড়ার সময় দৌড়ঝাঁপে নিজেকে সম্পৃক্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পান এবং তা ১৯৪২-৪৪ পর্যন্ত ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুলে পড়ার সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পাসের পর কলকাতার বিখ্যাত লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে ভর্তি হন। ওই সময় মুসলিম রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের খোলা মাঠে খেলাধুলার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারত না, তখন আমাদের বড় বোন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের পক্ষ থেকে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল অলিম্পিকস এ অংশগ্রহণ করেন। শুধু তা-ই নয়, প্রতিযোগিতায় ৭৫ এবং ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় স্যালোয়ার কামিজ পড়ে, সবাইকে অনেক পেছনে ফেলে দুই ইভেন্টেই প্রথম হন এবং চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। এরপর তাঁকে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস মিট এ বেঙ্গলকে ট্র্যাক ইভেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সিলেক্ট করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর আর ওখানে যাওয়া হয়নি। এরপর টাইফয়েড রোগে অনেক দিন ভোগার পর তিনি আর মাঠে ফিরতে পারেননি। তবে এরপর ময়মনসিংহে বিএ পড়ার সময় ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে নিজেকে ইনডোর গেমসে ব্যস্ত রাখেন।

শঙ্খনিধি শিল্ড ১৯৪০-১৯৪১-এ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ফুটবল দল রানার্সআপ। খলিলুর রহমান দাঁড়ানো ডান দিক থেকে দ্বিতীয়

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

● মো. নূর হোসেন (মাসুম) ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬
দৈনিক আজাদ ২৯ আগষ্ট ১৯৬৬
উভয় পক্ষের দুইটি করিয়া গোল দান
ওয়ান্ডারার্স ও রেল দলের মধ্যে পয়েন্ট বন্টন,
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-২ পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে-২
(ইউসুফ, ওমর)

গতকল্য রবিবার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও পাকিস্তান ইস্টার্ণ রেলওয়ে দল ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। খেলায় রেফারী ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের খলিল ও পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের সুনীল অন্যায়ভাবে ফাউল করায় শাস্তিস্বরূপ খেলার মাঠ হইতে বহিস্কারের নির্দেশ দেন। খেলার ৬ মিনিটের সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্সে ক্লাবের ইউসুফ তীব্র এবং শটের সাহায্যে দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইউসুফের একটি কর্ণার শট হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড ওমর হেড করিয়া দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৫ মিনিটের সময় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়দের ভুল বুঝাবুঝির জন্য একটি গোল শোধ হয় (২-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২২ মিনিটের সময় রেল দলের লেফট আউট মুকুল হেড করিয়া অপর গোলটি পরিশোধ করিয়া সমতা আনয়ন করেন (২-২)। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : ফেরদৌস, দেবীনাশ, হাসান, খামিশা, আলী হাফিজ খলিল, ইউসুফ, আব্বাস, ওমর, আসলাম, হাফিজ উদ্দিন।

পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে : নূর মিয়া, এ. সামাদ, মানিক বর্মন, পরিতোষ, সুনীল, মোজাম্মেল, আজাদ, এনতার, ওয়াসিউর, ইয়াকুব, মুকুল।

রেফারী : ঈসা খান।

পুলিশ এসি দলের ১-০ গোলে জয়লাভ
ঢাকা পুলিশ এসি-১ রহমতগঞ্জ এমএফএস-০
(সাত্তার)

আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গতকাল প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় পুলিশ এসি দল ১-০ গোলে রহমতগঞ্জ দলকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের লেফট ইন সাত্তার প্রথমার্ধের ২৭ মিনিটের সময় জয়সূচক গোলটি করেন।

দৈনিক আজাদ ৩০ আগস্ট ১৯৬৬
মুসার হ্যাট্রিক : গোলের ছড়াছড়ি
ওয়ারীর সহিত খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং এর ৮-০ গোলে জয়লাভ
ঢাকা মোহামেডান-৮ ওয়ারী ক্লাব-০
(মুসা-৪, শামসু-২, রসুল বক্স-১, বশির -১)

গতকাল সোমবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব অতি সহজেই ৮-০ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন। প্রথম রাউন্ডের খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৮-১ গোলে ফারোয়ার্ড শামসু লেফট আউট মুসার নিকট হইতে একাটি বল পাইয়া দিনের দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। ৫ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রসুল বক্স দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। পরবর্তী ৫ মিনিটের মধ্যে বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। প্রথমার্দ্ধের ২৯ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট আউট মুসা স্বীয় দলের পক্ষে পক্ষে চতুর্থ গোলটি করেন (৪-০)। বিরতির ১৫ মিনিট পর বিজয়ী দলের রসুল বক্সের পাস হইতে বশির পঞ্চম গোলটি করেন (৫-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৮ মিনিট হইতে ২৯ মিনিটের মধ্যে বিজয়ী দলের লেফট আউট মুসা উপর্যুপরি তিনটি গোল করিয়া হ্যাট্রিক করিবার গৌরব অর্জন করেন (৮-০)।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : হাশেম দীন, জহীর, কাদের, আসলাম, পিন্টু, গড়ার, প্রতাপ, রসুল বক্স, শামসু, বশির মুসা।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, নূরুল আমিন, মোহাম্মদ হোসেন, নূরুল ইসলাম, মহসীন, তাজ হোসেন, তপন চৌধুরী, জামিল, নিশীথ, বদরুল, আজিজ।

রেফারী : ননী বসাক।

ভিক্টোরিয়া দলের ২-১ গোলে জয়লাভ।
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২ পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে ১
(সুলতান, আজিম) (মুকুল)

আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে পাকিস্তান ইস্টার্ন রেল দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধেই দিনের সবকয়টি গোল হয়। খেলার ১১ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের রাইট আউট সুলতান দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। ১৭ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট আউটের লব হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড আজিম দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। ২২ মিনিটের সময় রেল দলের লেফট আউট মুকুল একটি গোল শোধ করেন (২-১)।

দৈনিক পাকিস্তান ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ওয়ান্ডারার্স বিজয়ী
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব-১ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-০
(আসলাম)

গতকল্য বুধবার কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মাঠে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও পাকিস্তান পিডব্লিউডি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ১-০ গোলে জয়লাভ করে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়গণ বিশেষ করিয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড ওমর এবং রাইট আউট ইউসুফ গোল দেওয়ার বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করে। খেলার প্রথমার্দ্ধে উভয় দল সমান নৈপুণ্যের সহিত খেলে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৮মিনিটে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের রাইট ইন আব্বাসের সেন্টার হইতে লেফট ইন আসলাম হেড করিয়া খেলার একমাত্র গোলটি করেন। ২৪ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট আউট ভুট্টোর একটি তীব্র শট ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের গোলরক্ষক হাকিম ঘুষি মারিয়া বারের উপর দিয়া বাহিরে পাঠান এবং স্বীয় দলকে একটি নিশ্চিত গোলের হাত হইতে রক্ষা করেন। লীগের প্রথম রাউন্ডে ওয়ান্ডারার্স ও পাক পিডব্লিউডি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয়।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : হাকিম দেবীনাশ, হাসান খামি খামিশা খলিল, ইউসুফ, আসাস, ওমর, আসলাম, হাফিজ উদ্দিন। আলী হাফিজ,

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : মতিন, কানু, সালেহ, মোহাম্মদ আলী, ওয়াহেদ, লাল মোহাম্মদ, ভুট্টো, গণি, সুজা, জানি, মঞ্জুর।

রেফারী : মহিউদ্দিন চৌধুরী।

দৈনিক আজাদ ২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ফায়ার সার্ভিস দলের শোচনীয় পরাজয়
একতরফা খেলায় ইপিআইডিসি দল ৬-০ গোলে বিজয়ী।
ইপিআইডিসি-৬ ফায়ার সার্ভিস-০
(হাবিব-২, জব্বার-২, গফুর-১, হাশেম-১)

গতকাল বৃহস্পতিবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি একতরফা খেলায় ইপিআইডিসি দল ৬-০ গোলে ফায়ার সার্ভিস দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধে বিজয়ী দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে।

ইপিআইডিসি দলের পক্ষে হাবিব ২টি, জব্বার ২টি, গফুর ১টি ও হাশেম ১টি গোল করেন। খেলার ১২ মিনিটের সময় ইপিআই ডিসি দলের লেফট আউট টুলুর একটি লব হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবিব দিনের প্রথম

গোলটি করেন (১-০)। ২৮ মিনিটের সময় ইপিআই ডিসি দলের লেফট হাফ মুসা মধ্য মাঠ হইতে একটি বল লব এ করিয়া বিপক্ষ দলের গোলমুখে ফেলিলে সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবিব বলটিকে ঠিকমত আয়ত্তে না আনিতে পারায় রাইট আউট গফুর বালুচ দ্রুতগতিতে পৌছাইয়া বাম পা দিয়া তীব্র এক শটের সাহায্যে বিপক্ষ দলের গোলরক্ষককে পরাভূত করিয়া দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। খেলার ২৯ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের লেফট ইন জব্বারের একটি কড়া শট ফায়ার সার্ভিস দলের গোলরক্ষক সীতাংশু পাণ্ডে কারিয়া রক্ষা করেন। বিরতি পর্যন্ত বিজয়ী দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১০ মিনিটের সময় ইপিআই ডিসি দলের রাইট ইন হাশেম রাইট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া পরবর্তী গোলটি করেন (৩-০) অল্পক্ষণের মধ্যে বিজয়ী দলের লেফট আউট টুলু একটি হল সামান্য আগাইয়া দিলে লেফট হন জব্বার সহজেই দিনের চতুর্থ গোলটি করেন (৪-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৬ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবিব হাশেমের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া পঞ্চম গোলটি করেন (৫-০)।

৫ মিনিট পর বিজয়ী দলের লেফট ইন জব্বার সহজেই আরও একটি গোল করেন (৬-০)। খেলার শেষ মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিস দলের লেফট আউট তসলিমের একটি শট বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক দর্শনীয়ভাবে রক্ষা করেন।

ইপিআই ডিসি : স্বপন, সলিমুল্লাহ, আমিন, সাইফুদ্দিন, আবদুল্লাহ আকবর মুসা, গফুর, হাশেম, হাবিব, জব্বার, টুলু।

ফায়ার সার্ভিস : সীতাংশু, মুজিবর, গাউস, জলিল, আবুল হোসেন, সামাদ আবুল, সরফুদ্দিন, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ, তসলিম।

রেখারী : ননী বসাক।

ভিক্টোরিয়া দলের ১-০ গোলে জয়লাভ।

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-১ সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-০

(আজিম)

আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমার্দ্ধের ১৭ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আজিম জয়সূচক গোলটি করেন।

দৈনিক আজাদ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

রহমতগঞ্জের বিরুদ্ধে মোহামেডানের ৫-০ গোলে জয়লাভ।

ঢাকা মোহামেডান-৫ রহমতগঞ্জ এমএফএস-০

(গফুর, মুসা, শামসু, রসুল বক্স, প্রতাপ)

গতকাল শুক্রবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় শক্তিশালী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব অতি সহজেই ৫-০ গোলে রহমতগঞ্জ এমএফএস দলকে পরাজিত করিয়া বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১১-১ গোলে রহমতগঞ্জ দলকে পরাজিত করিয়াছিল। বিজয়ী দলের পক্ষে গফুর, মুসা, শামসু, রসুল বক্স ও প্রতাপ প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল করেন। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। খেলা শুরু হইবার ৯ মিনিট পর মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট হাফ গফুর বিপক্ষ দলের গোলমুখে একটি বল পাইয়া সহজেই দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। খেলার ২৫ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের টিপুর একটি চমৎকার পাস হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড সুলতান বলটি আয়ত্তে আনিয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। বিরতির ৫ মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের রাইট হাফ পিন্টুর নিকট হইতে একটি বল বশির আয়ত্তে আনিয়া লেফট আউটের দিকে ঠেলিয়া দিলে লেফট আউট মুসা উহা হইতে দিনের দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। বিরতির আট মিনিট পর মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট আউট মুসার নিকট হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৭ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট ইন রসুল বক্স স্বীয় প্রচেষ্টায় পরবর্তী গোলটি করেন (৪-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২৪ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের রাইট আউট প্রতাপ শেষ গোলটি করেন (৫-০)।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নূরুন্নবী, জহীর, কাদের, আসলাম, পিন্টু গফুর, প্রতাপ, রসুল বক্স, শামসু, বশীর, মুসা

রহমতগঞ্জ এমএফএস : অনাথ, হাসনাত, রফিক, আফজাল, ফারুক, নাজির, রোকন, গফুর, সুলতান, নয়া, টিপু।

রেফারী : ননী বসাক।

দৈনিক আজাদ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

রহমতগঞ্জ পরাজিত

ওয়ারীর দুইটি মূল্যবান পয়েন্ট অর্জন

ওয়ারী ক্লাব-৩ রহমতগঞ্জ এমএফএস-২

(নিশাখ-২, বদরুল-১) (কালাম, আত্মঘাতী)

গতকাল বুধবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় ওয়ারী ক্লাব দল সৌভাগ্যবশত : ৩-২ গোলে রহমতগঞ্জ দলকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুইটি পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। লীগের প্রথম খেলায় রহমতগঞ্জ দল ৩-২ গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। গতকালের খেলার প্রথমার্ধে ওয়ারী ক্লাব দল এক গোলে অগ্রগামী থাকে। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় অধিক উত্তেজনা বজায় থকে। খেলার ২০ মিনিটের সময় ওয়ারী দলের রাইট ইন জামিলের নিকটে হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০) । বিরতির ১২ মিনিট পর রহমত গঞ্জ দলের লেফট আউট টিপুর একটি চমৎকার লব হইতে রাইট আউট কালাম গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২০ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের টিপুর একটি শট বিপক্ষ দলের নূরুল ইসলামের পায়ে লাগিয়া ওয়ারী দলের গোলে প্রবেশ করে (১-২)। ২৭ মিনিটের সময় ওয়ারী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড নিশীথ স্বীয় প্রচেষ্টায় একটি গোল দিয়া খেলার সমতা আনেন (২-২)। খেলা শেষ হইবার এক মিনিট পূর্বে ওয়ারী দলের লেফট ইন বদরুল হেড করিয়া জয়সূচক গোলটি করেন (৩-২)।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, নূরুল ইসলাম, মহসিন, রেজা, ইলিয়াস, নুরুল আমিন, ফাইজ, তপন চৌধুরী, জামিল, নিশীথ, বদরুল, আজিজ।

রহমতগঞ্জ এমএফএস : অনাথ, এস আহমদ, রফিক, হাসনাত, মুনির, আফজাল, কামাল, শাজাহান, সুলতান, গফুর, টিপু।

রেফারী : মহিউদ্দিন চৌধুরী।

আজাদ-ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট বন্টন

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব-২ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-২

(দেবু-২) (ফতেহ মোহাম্মদ, মাসুদ)

গতকাল স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের ফিরতি খেলায় আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে রাইট আউট দেবু একাই দুইটি গোল করেন। পক্ষান্তরে ভিক্টোরিয়া দলে পক্ষে রাইট ইন ফাতেহ মোহাম্মদ ১টি ও লেফট হাফ মাসুদ ১টি গোল করেন।

(চলবে)

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

এবারের সিরিজে রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় ম্যাচ ৬ উইকেটে জিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় এবং নিজেদের টেস্ট ইতিহাসের ২১তম জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। এই সংস্করণে আর কেবল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানো বাকি রইল টাইগারদের

বাংলাদেশের টেস্ট জয় : বাকি থাকল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা

● মো. রেজাউল হক ●

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ নিজেদের ইতিহাসের প্রথম জয় পেতে পারত পাকিস্তানের বিপক্ষে। সেটি ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরের কথা। মুলতান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। একপর্যায়ে জয়ের একেবারে কাছে চলে গিয়েছিল খালেদ মাহমুদ সুজনের দল। চতুর্থ ইনিংসে ২৬১ রান তাড়া করতে নেমে ১৬৪ রানের মাথায় সপ্তম এবং ২০৫ রানে অষ্টম উইকেট হারানো পাকিস্তান প্রায় হারতে হারতে ১ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নেয় ইনজামাম উল হকের ২৩২ বলে অপরাজিত ১৩৮ রানের এক অতিমানবীয় ইনিংসের কল্যাণে।

এ ছাড়া মাটিতে ড্রপ খাওয়া বল তুলে ক্যাচ নিয়ে উইকেটকিপার রশিদ লতিফের 'জোচ্চুরি', মোহাম্মদ রফিকের স্পোর্টসম্যানশিপ দেখিয়ে 'মানকাদ আউট' না করা এবং আম্পায়ারদের কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত মিলিয়ে সেদিন জয়বঞ্চিত হয়ে চোখের জলে মাঠ ছেড়েছিলেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। সেই পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয়ের দেখা পেতেই কি না বাংলাদেশের লেগে গেল ২১ বছর! এবারের সফরে পাকিস্তানিদের সঙ্গে সাদা পোশাকে ১৪তম সাক্ষাতে রাওয়ালপিন্ডিতে ১০ উইকেটের বিশাল জয় তুলে নেওয়ার পরের ম্যাচে একই মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে জিতে ইতিহাস গড়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।

শুরুটা যেভাবে...

হৃদয়ভাঙা গল্পের ওই মুলতান টেস্ট ছিল বাংলাদেশের ২৪তম টেস্ট, পাকিস্তানের বিপক্ষে সপ্তম। এর ১৬ মাস পর বাংলাদেশ এই সংস্করণে হাবিবুল বাশার সুমনের নেতৃত্বে প্রথম জয় তুলে নেয় জিম্বাবুয়েকে ২২৬ রানে হারিয়ে, ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে। টেস্ট আঙিনায় পথচলার ৩৫তম ম্যাচে এসে প্রথম জয়ের আনন্দে অবগাহন করার আগের ৩৪ ম্যাচে ৩ ড্রয়ের বিপরীতে ৩১ হার সঙ্গী হয়েছিল বাংলাদেশের। পরবর্তী সময়ে ১০ টেস্ট জিততে লেগেছিল ১০১ ম্যাচ এবং ২১তম জয়টা এল ১৪৪তম টেস্টে। তার মানে শেষ ১১টি জয় এসেছে ৪৩ ম্যাচে, বলতেই হবে যে অগ্রগতির চিত্রটা দারুণ!

রইল বাকি দুই!

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে শুরুর পর একে একে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান ও সবশেষ পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ। এ পর্যন্ত মোট ৯ দেশের বিপক্ষে জিতেছে টাইগাররা। টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হারাতে পারেনি কেবল ২টি দেশকে- ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতীয়দের সঙ্গে ১৩ টেস্টের ১১টিতেই হেরেছে বাংলাদেশ, ড্র করেছে ২ ম্যাচে এবং প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ১৪ সাক্ষাতে ২ ড্রয়ের বিপরীতে হার জুটেছে ১২ টেস্টেই। চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই ২ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারত সফরে যাবে বাংলাদেশ দল। পাকিস্তানে পাওয়া টেস্ট সিরিজ জয়ের স্মৃতি তরতাজা থাকতে থাকতে এবার কি তবে ভারতের দুর্গেও হানা দিতে পারবে টাইগাররা?

কার বিপক্ষে কত জয়

২০০০ সালের নভেম্বরে ভারতের বিপক্ষে ঢাকায় টেস্ট অভিষেকের পর পাকিস্তানের সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় ম্যাচ পর্যন্ত গত দুই যুগে বাংলাদেশ সব মিলিয়ে খেলেছে মোট ১৪৪ টেস্ট। এর মধ্যে জয় এসেছে ২১ ম্যাচে, হেরেছে ১০৫টিতে এবং ড্র করেছে ১৮ ম্যাচ। ২১ জয়ের ১৩টি বাংলাদেশ জিতেছে প্রথমে ব্যাট করে, পরে ব্যাট করে জয় ৮টি। দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ৭৭ টেস্ট খেলে জিতেছে ১৩টিতে (হার ৫০, ড্র ১৪) এবং বিদেশের মাঠে খেলা ৬৭ ম্যাচে জয় সংখ্যা ৮ (হার ৫৫, ড্র ৪)।

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ৮ ম্যাচ জিতেছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (১৮ ম্যাচে ৭ হার, ড্র ৩)। টাইগারদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪টি জয় এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে (২০ ম্যাচে ১৪ হার, ড্র ২)

এবং নিউজিল্যান্ড (১৯ ম্যাচে ১৪ হার, ড্র ৩) ও পাকিস্তানকে (১৫ ম্যাচে ১২ হার, ড্র ১) হারিয়েছে ২টি করে ম্যাচে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ১টি করে জয়ের দেখা পেয়েছে ইংল্যান্ড (১০ ম্যাচে ৯ পরাজয়), শ্রীলঙ্কা (২৬ ম্যাচে ২০ হার, ৫ ড্র), অস্ট্রেলিয়া (৬ ম্যাচে ৫ হার), আয়ারল্যান্ড (১ ম্যাচে ১ জয়) ও আফগানিস্তানের (২ ম্যাচে ১ হার) বিপক্ষে।

জয়ে রাঙানো মাঠগুলো

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে সর্বোচ্চ ৮টি টেস্ট জিতেছে বাংলাদেশ, চট্টগ্রামের মাঠে (জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ২টি এবং এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে ১টি) এসেছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩টি জয় এবং ১টি করে ম্যাচে প্রতিপক্ষকে হারিয়েছে খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম ও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ ২টি করে টেস্ট জিতেছে তিন দেশে- ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সেন্ট ভিনসেন্টের আর্নস ভেল গ্রাউন্ড ও গ্রেনাডার ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে), জিম্বাবুয়ে (হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠেই ২ জয়) ও পাকিস্তানে (রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে)। এ ছাড়া ১ বার করে জয় পেয়েছে শ্রীলঙ্কা (পি সারা ওভাল, কলম্বো) ও নিউজিল্যান্ডে (বে ওভাল, মাউন্ট মঙ্গানুই)।

বছরওয়ারী জয়

পঞ্জিকা বর্ষ অনুযায়ী ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ৩টি করে টেস্ট জয় পেয়েছে বাংলাদেশ; ২০০৯, ২০১৭ ও ২০২৪ সালে এসেছে ২টি করে জয়। এ ছাড়া ২০০৫, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালে বাংলাদেশ জিতেছে ১টি করে ম্যাচ।

ইনিংস ব্যবধানে জয় ২ বার

২০১৮ সালে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস ও ১৮৪ রানে হারিয়ে প্রথমবার ইনিংস ব্যবধানে জয়ের দেখা পাওয়া বাংলাদেশ পরবর্তী সময়ে আর একবারই ইনিংসে জিতেছে, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একই মাঠে (ইনিংস ও ১০৬ রানে)। রানের ব্যবধানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জয় আফগানিস্তানের বিপক্ষে, রেকর্ডগড়া ৫৪৬ রানে! উইকেটের ব্যবধানে বড় জয় এবার, পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটে। এর আগে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৮ উইকেটে হারিয়েছিল নিউজিল্যান্ডকে (মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে)

ম্যাচ সংখ্যা ও সময়

একমাত্র আইরিশদের সঙ্গেই প্রথম সাক্ষাতে জয়ের গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় এসেছে দ্বিতীয় ম্যাচে; সময় লেগেছিল ৩ বছর ৭ মাস। এ ছাড়া পঞ্চম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৬ বছর ৮ মাস) ও অস্ট্রেলিয়ার (১৪ বছর ১ মাস) বিপক্ষে জিতেছে বাংলাদেশ। অন্য দলগুলোর মধ্যে সপ্তম ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে (৩ বছর ৯ মাস), দশম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে (১৩ বছর), চতুর্দশ ম্যাচে পাকিস্তানকে (২৩ বছর), ষোড়শ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে (২০ বছর ১ মাস) ও ১৮তম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে (১৫ বছর ৬ মাস) হারিয়েছে বাংলাদেশ।

টেস্টজয়ী অধিনায়করা

সবচেয়ে বেশি ৭টি টেস্ট জয়ে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম (৩৪ ম্যাচে ১৮ হার, ড্র ৯), সাকিব আল হাসান টস করে জিতিয়েছেন ৪ ম্যাচ (১৯ ম্যাচে ১৫ হার)। ৩টি করে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন মুমিনুল হক (১৭ ম্যাচে ১২ হার, ড্র ২) ও বর্তমান দলপতি নাজমুল হোসেন শান্ত (৬ ম্যাচে ৩ হার)। এ ছাড়া বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে ১টি করে টেস্ট জিতেছেন হাবিবুল বাশার সুমন (১৮ ম্যাচে ১৩ হার, ড্র ৪), মাশরাফি মুর্তজা (১ ম্যাচে ১ জয়), মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (৬ ম্যাচে ৪ হার, ড্র ১) ও লিটন দাস (১ ম্যাচে ১ জয়)।

আরও কিছু তথ্য...

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে টেস্ট খেলেছেন মোট ১০৪ জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে ৫৯ জন পেয়েছেন জয়ের স্বাদ। বাংলাদেশের জার্সি গায়ে সবচেয়ে বেশি ২০টি টেস্ট জিতেছেন মুশফিকুর রহিম। দলের জয়ে ৩৬ ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ১৬১২ রানও (গড় ৫৫.৫৮, সেঞ্চুরি ৪টি হাফ সেঞ্চুরি ৬টি) তাঁর। বাংলাদেশের টেস্ট জয়ে সর্বাধিক ৭৭ উইকেট (১৫ ম্যাচে ২০.৮৪ গড়ে) সাকিব আল হাসানের। বাংলাদেশ জিতেছে এমন ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ৫টি সেঞ্চুরি মুমিনুল হকের এবং তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম ও নাজমুল হোসেন শান্তর আছে ৪টি করে সেঞ্চুরি।

একনজরে টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের ২১ জয়ের আদ্যোপান্ত...

ভেন্যু	বাংলাদেশ ইনিংস	প্রতিপক্ষ ইনিংস	ফল	ম্যাচ শুরুর তারিখ	প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ
চট্টগ্রাম	৪৮৮/১০ ও ২০৪/৯	জিম্বাবুয়ে ৩১২/১০ ও ১৫৪/১০	বাংলাদেশ ২২৬ রানে জয়ী	৬ জানুয়ারি ২০০৫	এনামুল হক জুনিয়র
কিংসটাউন	২৩৮/১০ ও ৩৪৫/১০	ও.ইন্ডিজ ৩০৭/১০ ও ১৮১/১০	বাংলাদেশ ৯৫ রানে জয়ী	৯ জুলাই ২০০৯	তামিম ইকবাল
গ্রেনাডা	২৩২/১০ ও ২১৭/৬	ও.ইন্ডিজ ২৩৭/১০ ও ২০৯/১০	বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জয়ী	১৭ জুলাই ২০০৯	সাকিব আল হাসান
হারারে	৩৯১/১০ ও ২৯১/৯	জিম্বাবুয়ে ২৮২/১০ ও ২৫৭/১০	বাংলাদেশ ১৪৩ রানে জয়ী	২৫ এপ্রিল ২০১৩	মুশফিকুর রহিম
মিরপুর	২৫৪/১০ ও ১০১/৭	জিম্বাবুয়ে ২৪০/১০ ও ১১৪/১০	বাংলাদেশ ৩ উইকেটে জয়ী	২৫ অক্টোবর ২০১৪	তাইজুল ইসলাম
খুলনা	৪৩৩/১০ ও ২৫৪/৯	জিম্বাবুয়ে ৩৬৮/১০ ও ১৫১/১০	বাংলাদেশ ১৬২ রানে জয়ী	৩ নভেম্বর ২০১৪	সাকিব আল হাসান
চট্টগ্রাম	৫০৩/১০ ও ৩১৯/৫	জিম্বাবুয়ে ৩৭৪/১০ ও ২৬২/১০	বাংলাদেশ ১৮৬ রানে জয়ী	১২ নভেম্বর ২০১৪	মুমিনুল হক সৌরভ
মিরপুর	২২০/১০ ও ২৯৬/১০	ইংল্যান্ড ২৪৪/১০ ও ১৬৪/১০	বাংলাদেশ ১০৮ রানে জয়ী	২৮ অক্টোবর ২০১৬	মেহেদি হাসান মিরাজ
কলম্বো	৪৬৭/১০ ও ১৯১/৬	শ্রীলঙ্কা ৩৩৮/১০ ও ৩১৯/১০	বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জয়ী	১৫ মার্চ ২০১৭	তামিম ইকবাল
মিরপুর	২৬০/১০ ও ২২১/১০	অস্ট্রেলিয়া ২১৭/১০ ও২৪৪/১০	বাংলাদেশ ২০ রানে জয়ী	২৭ আগস্ট ২০১৭	সাকিব আল হাসান
মিরপুর	৫২২/৭ ও ২২৪/৬	জিম্বাবুয়ে ৩০৪/১০ ও ২২৪/১০	বাংলাদেশ ২১৮ রানে জয়ী	১১ নভেম্বর ২০১৮	মুশফিকুর রহিম
চট্টগ্রাম	৩২৪/১০ ও ১২৫/১০	ও.ইন্ডিজ ২৪৬/১০ ও ১৩৯/১০	বাংলাদেশ ৬৪ রানে জয়ী	২২ নভেম্বর ২০১৮	মুমিনুল হক সৌরভ
মিরপুর	৫০৮/১০	ও.ইন্ডিজ ১১১/১০ ও ২১৩/১০	বাংলাদেশ ই. ১৮৪ রানে জয়ী	৩০ নভেম্বর ২০১৮	মেহেদী হাসান মিরাজ
মিরপুর	৫৬০/৬	জিম্বাবুয়ে ২৬৫/১০ ও ১৮৯/১০	বাংলাদেশ ই. ১০৬ রানে জয়ী	২২ ফেব্রু. ২০২০	মুশফিকুর রহিম
হারারে	৪৬৮/১০ ও ২৮৪/১	জিম্বাবুয়ে ২৭৬/১০ ও ২৫৬/১০	বাংলাদেশ ২২০ রানে জয়ী	৭ জুলাই ২০২১	মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ
মা.মঙ্গানুই	৪৫৮/১০ ও ৪২/২	নিউজিল্যান্ড ৩২৮/১০, ১৬৯/১০	বাংলাদেশ ৮ উইকেটে জয়ী	১ জানুয়ারি ২০২২	ইবাদত হোসেন
মিরপুর	৩৬৯/১০ ও ১৩৮/৩	আয়ারল্যান্ড ২১৪/১০, ২৯২/১০	বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী	৪ এপ্রিল ২০২৩	মুশফিকুর রহিম
মিরপুর	৩৮২/১০ ও ৪২৫/৪	আফগানিস্তান ১৪৬/১০, ১১৫/১০	বাংলাদেশ ৫৪৬ রানে জয়ী	১৪ জুন ২০২৩	নাজমুল হোসেন শান্ত
সিলেট	৩১০/১০ ও ৩৩৮/১০	নিউজিল্যান্ড ৩১৭/১০ ও ১৮১/১০	বাংলাদেশ ১৫০ রানে জয়ী	২৮ নভেম্বর ২০২৩	তাইজুল ইসলাম
রাওয়ালপিন্ডি	৫৬৫/১০ ও ৩০/০	পাকিস্তান ৪৪৮/৬ ও ১৪৬/১০	বাংলাদেশ ১০ উইকেটে জয়ী	২১ আগস্ট ২০২৪	মুশফিকুর রহিম
রাওয়ালপিন্ডি	২৬২/১০ ও ১৮৫/৪	পাকিস্তান ২৭৫৪/১০ ও ১৭২/১০	বাংলাদেশ ৬ উইকেটে জয়ী	৩০ আগস্ট ২০২৪	লিটন কুমার দাস

ফিরে দেখা টেবিল টেনিস

● আহমাদ উল্লাহ ●

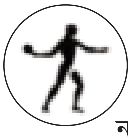

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের আগে ঢাকায় কোনো ক্রীড়া ফেডারেশন ছিল না। সব ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় ছিল করাচিতে। পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশন (ইপিএসএফ) যার অধীনে আলাদা আলাদা ক্রীড়ার জন্য ছিল ছোট ছোট কমিটি। এই কমিটিগুলো বিভিন্ন সময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করত। প্রতিটি জেলায় ছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থা, যারা জেলাভিত্তিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উদ্যোগে বুয়েটের নবনির্মিত জিমন্যাসিয়ামে প্রথম বুয়েট ওপেন টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বুয়েটের শিক্ষক ও ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিযোগিতার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। বুয়েটের শিক্ষকরা- প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর জিল্লুর রহমান, প্রফেসর রওশন আলী প্রমুখ প্রতিযোগিতা আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। পুরুষ এককে বুয়েটের শেরেবাংলা হলের কাজী নাসিরুদ্দিন আলিম চ্যাম্পিয়ন হন এবং চট্টগ্রাম রাইফেল ক্লাবের উদয় শংকর হন রানারআপ। দ্বিতীয় বুয়েট ওপেন টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ঢাকার স্বামীবাগ টেবিল টেনিস সংস্থার এনামুল হক দুলাল চ্যাম্পিয়ন আর রানারআপ হন বুয়েটের কাজী নাসিরুদ্দিন আলিম। বালকদের এককেও দুলাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন; স্বামীবাগের আরেক খেলোয়াড় আবুল বাশার লালের সঙ্গে জুটি বেঁধে বালক দ্বৈতেও চ্যাম্পিয়ন হন দুলাল।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন গঠিত হয়। এরপর একে একে ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিকস, সাঁতার প্রভৃতি ফেডারেশন গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৭৪-এর জুলাই মাসে। এই ফেডারেশন গঠনে যাঁদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তাঁরা হলেন বুয়েটের কাজি নাসিরুদ্দিন আলিম, মাহ্‌বুবুর রেজা চৌধুরী বাদল; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমাদ উল্লাহ, রফিকুল ইসলাম; ঢাকা মেডিকেল কলেজের জসিমুদ্দিন আহমেদ, মুন্সী নূর আহমেদ। এসব খেলোয়াড়েরা এবং ধানমন্ডি ক্লাবের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ টেবিল টেনিস ফেডারেশন গঠনকল্পে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও অন্যান্য ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম, হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোমিন এবং অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থার মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ, আমিনুল হক মনি, কাজী মঈনুজ্জামান পিলা, মাসুদ আহমেদ রুমী, সৈয়দ মাহবুব সোবানী পাকা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেন।

বুয়েটের প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী সেই সময় ফেডারেশন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের জুলাইতে বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন গঠিত হয়। শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী প্রফেসর ইউসুফ আলী ফেডারেশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি সব ফেডারেশনের এক্স-অফিসিও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী আর রংপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মোহাম্মদ আকমল তাজ; সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন যথাক্রমে সৈয়দ মওদুদ আলী ও আহমাদ উল্লাহ। ফেডারেশনের প্রথম কার্যক্রম ছিল জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন। এ জন্য আহমাদ উল্লাহকে আহ্বায়ক করে একটি শক্তিশালী টুর্নামেন্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা ছিলেন মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ, আমিনুল হক মনি, কাজী মঈনুজ্জামান পিলা, মাসুদ আহমেদ রুমী, সৈয়দ মাহবুব সোবানী পাকা। সেই সময় ফেডারেশনের কাছে কোনো টেবিল টেনিস টেবিল ছিল না। বুয়েটের শেরেবাংলা হল, স্বামীবাগ টেবিল টেনিস সংস্থা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ওয়ারী ক্লাব হতে ৪টা টেবিল টেনিস টেবিল সংগ্রহ করা হয়।

১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর সকাল প্রথম জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ঢাকায় জাতীয় কোচিং সেন্টারে উদ্বোধন করা হয়। ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দলগত ফাইনালে আবাহনী ক্রীড়া চক্রকে ৫-৩ সেটে হারিয়ে ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার যবনিকাপাত ঘটে। পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন হন আবহনীর মুন্সী নুর আহমদ আর রানারআপ হন একই দলের মাহ্‌বুবুর রেজা চৌধুরী বাদল। মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হন যথাক্রমে মনিরা রহমান হেলেন ও জোবেরা রহমান লিনু।

পুরুষ দ্বৈতে মুন্সী নূর আহমেদ ও জসিমুদ্দিন আহমেদ চ্যাম্পিয়ন হন এবং রানারআপ হন মাহবুবুর রেজা চৌধুরী ও সৈয়দ মাহবুব আলী। মহিলা দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হন দুই বোন- হেলেন ও লিনু। মিশ্র দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হন সৈয়দ মাহবুব আলী ও লিনু; আর রানারআপ হন জসিমুদ্দিন ও নুরুন্নাহার। বালক এককে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হন যথাক্রমে ধানমন্ডি ক্লাবের মোস্তফা শামীম ও হেলাল উদ্দিন আহমেদ। বালক দৈতে চ্যাম্পিয়ন হন মোস্তফা শামীম ও হেলাল উদ্দিন আহমেদ জুটি এবং রানারআপ হন দিলীপ ও ফারুক জুটি।

ফুটবল ক্লাবগুলোর মাঠ-সমস্যার সমাধান কবে?

বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামকে দীর্ঘদিন হোম ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করে আসছে ঢাকা আবাহনী লিমিটেড। কিন্তু সংস্কারকাজের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে হোম অব ফুটবল খ্যাত স্টেডিয়ামটি। সে কারণে বেশ বিপাকে পড়েছে পেশাদার ফুটবলের সাবেক চ্যাম্পিয়ন দলটি। অনেকটা বাধ্য হয়ে আগামী মৌসুমের হোম ভেন্যু হিসেবে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনাকে চেয়ে ক্লাবটির কাছে চিঠিও দিয়েছিল। কিন্তু ফর্টিস এফসি আগে আবেদন করায় এবার বিকল্প খুঁজতে হচ্ছে ধানমন্ডির জায়ান্টদের। আবাহনীর মতো ক্লাব যেখানে ধুঁকছে, সেখানে অন্য দলগুলোর কী অবস্থা, সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের ফুটবলের প্রধান ভেন্যু বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে না তিন বছরের বেশি সময় হতে চলল। প্রায় একই সময়ে বন্ধ ছিল অ্যাথলেটিকসও। ২০২১ সালের জুলাই থেকে সংস্কারকাজ চলছে অনেক ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সাক্ষী বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। চলমান কাজের মধ্যে গ্যালারি, ফ্লাডলাইট ও প্রেসবক্স নতুন করে তৈরি করার কাজ বাকি থাকলেও সবার আগে শেষ হয়েছে অ্যাথলেটিকস ট্র্যাক স্থাপন।

অপেক্ষা বাড়ছে ফুটবলের

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম অ্যাথলেটিকসের পাশাপাশি ফুটবলও ব্যবহার করে থাকে। এটি বাংলাদেশ ফুটবলের প্রধান ভেন্যু হওয়ায় বেশি সমস্যায় পড়েছে খেলাটি। সংস্কারকাজের কারণে আন্তর্জাতিক, ঘরোয়া লিগ ও বয়সভিত্তিক দলের ম্যাচগুলো একেক সময় একেক স্টেডিয়ামে আয়োজন করছে ফেডারেশন। ঢাকার মধ্যে কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের পাশাপাশি অনেক দিন ধরে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় লিগ ও জাতীয় দলের ম্যাচগুলো আয়োজিত হচ্ছে। অ্যাথলেটিকস টার্ফের পাশাপাশি ফুটবলের মাঠ ও ড্রেসিংরুমও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বুঝিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। ২০০৫ সাল থেকে ক্রিকেট মিরপুরে আর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ফুটবল পাকাপাকিভাবে ফিরে পায়।

● মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

এ ছবি কার-৫৮৭-এর সঠিক উত্তর
আতিকুর রহমান
(শুটার)

‘এ ছবি কার’-৫৮৭ বিজয়ী

মো. সালাহ উদ্দিন ডলার
গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী
জেলা- রাজশাহী ৬০০০।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার?-৫৮৯

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। ‘এ ছবি কার’ বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে ‘এ ছবি কার’। -সম্পাদক

ছবিটির নাম ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা ....

....

....

মোবাইল :...

এ ছবি কার-৫৮৭ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-
১। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩। মো. মামুনুর রশিদ, মেসার্স ইসমাইল স্টোর, ৪নং বসুপাড়া মেইন রোড, খুলনা; ৪। মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্, প্রযত্নে- ওবায়েদউল হক ভবন (২য় তলা), বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ৫। মো. সালাহ উদ্দিন ডলার, গ্রাম+ডাক- চৌমহনী, থানা- কাটাখালী, জেলা- রাজশাহী ৬০০০; ৫। অমিত দস্তিদার (মন), মেডি কর্নার, ৪১৮, জামাল খান লেন, দোস্ত কলোনী মসজিদ, আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৬। ত্রিদীপ দস্তিদার, রূপন টেলিকম, ৪৮ আসকার দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ৭। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ জামাল খান লেন, আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী চট্টগ্রাম-৪০০০; ৮। শ্রী মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৯। সোমা দস্তিদার, বাংলাদেশ টি স্টোরস্, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১০। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকী লেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ১১। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ১২। তানজিল উল্লাহ (অন্তর), ষষ্ঠ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা; ১৩। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, উত্তরা, ঢাকা; ১৪। ডা. তারেক আহমেদ, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, বরিশাল; ১৫। মো. মোশাররফ হোসেন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ১৬। মাহমুদা আক্তার ডলি, টিএফ ক্যাসেল, তৃতীয় তলা, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৭। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৮। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১৯। স্বপ্না নাহা ঘোষ, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২০। খাদীজাতুল কোবরা (তারিন), প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, গ্রাম+পোস্ট- পূর্ব এনায়েতপুর, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ২১। মাহির আবরার অভ্র, প্রকৌশলী বস্ত্র, রোড-২৯এ, বাড়ি- ১বি১, মিরপুর-১২, পল্লবী ঝিল পাড়, ঢাকা-১২১৬; ২২। মানজুর আরমান দীপ্র (বিকম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), রোড-২৯এ, বাড়ি- ১বি১, মিরপুর-১২, পল্লবী ঝিল পাড়, ঢাকা-১২১৬।

ক্রীড়াঙ্গনের টুকরো গল্প

বিগ ব্যাশে রিশাদ : বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে এর আগে কেবলমাত্র একজনেরই সুযোগ হয়েছিল বিগ ব্যাশে খেলার। অস্ট্রেলিয়ার এই জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলেন তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। এবার বাংলাদেশের আরেক উঠতি তারকা, রিশাদ হোসেন ডাক পেয়েছেন বিগ ব্যাশে। টুর্নামেন্টের আগামী আসরে হোবার্ট হারিকেনস দলের হয়ে মাঠ মাতাবেন এই ইয়াং স্টার। বিগ ব্যাশের প্লেয়ার্স ড্রাফট হয়েছে কয়েক দিন আগে। ড্রাফটের চতুর্থ রাউন্ডে হোবার্ট হারিকেনস দলে টেনে নেয় রিশাদ হোসেনকে। তাসমানিয়া রাজ্যের দল হোবার্টের হেড অব স্ট্র্যাটেজির দায়িত্বে আছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার রিকি পন্টিং। রিশাদকে দলে টানতে তাঁর আগ্রহ কাজ করেছে। ডাক পেয়ে দারুণ খুশি রিশাদ হোসেন। তবে তাঁর খেলা নিয়ে শঙ্কাও আছে। বিগ ব্যাশের পরবর্তী আসর শুরু হবে ১৫ ডিসেম্বর। শেষ হবে পরের বছরের ২৭ জানুয়ারি। ওই সময়ে বাংলাদেশের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বিপিএল হওয়ার কথা। এ ছাড়া নভেম্বরে বাংলাদেশ দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরও আছে। ফলে ওই সময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে অনাপত্তিপত্র পান কি না, এটা এখনো অনিশ্চয়তা। রিশাদ বলছিলেন, ‘বিগ ব্যাশে খেলার জন্য ডাক পাওয়া দারুণ কিছু। তবে ওই সময় আমাদের বিপিএল ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থাকার কথা। এর মধ্যে যদি সুযোগ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বিগ ব্যাশে খেলতে চাইব।’

নাথান ব্র্যাকেন এখন হিসাবরক্ষক! : ক্রিকেটের খোঁজখবর রাখেন, এমন ব্যক্তিরা নাম শুনেই তাকে চেনার কথা। কারণ, তিনি ছিলেন একদা আইসিসির ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার। এর বাইরে তার বেশভূষা বা উদ্‌যাপনও ছিল ব্যতিক্রম। মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল, মাঠে নামলে মাথায় পরতেন হেয়ার ব্যান্ড, আম্পায়ারের কাছে আবেদনের সময় থাকতেন আগ্রাসী মেজাজে আর উইকেট পেলে করতেন বুনো উদ্‌যাপন। বলা হচ্ছে নাথান ব্র্যাকেনের কথা। অস্ট্রেলিয়ার এই সাবেক বাঁহাতি পেসার বর্তমানে হিসাবরক্ষকের চাকরি করেন! দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ (২০০৩ ও ২০০৭) ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (২০০৬) জিতেছিলেন নাথান ব্র্যাকেন। তিন সংস্করণের ক্রিকেটে ১৪০ ম্যাচ খেলে তার উইকেটসংখ্যা ২০৫টি। ২০০৮ সালে ড্যানিয়েল ভেট্টোরিকে টপকে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ওয়ানডে বোলার হন ব্র্যাকেন। ২০০৮ এর শেষদিকে চোটে পড়েন এই দীর্ঘদেহী পেসার। সেই চোট ক্রমেই ভোগাতে থাকে। একপর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলও তাঁর প্রতি আগ্রহ হারায়। ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন ব্র্যাকেন। তবে চোটের সময় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) তাঁর প্রতি যথাযথ যত্নবান ছিল না বলে অভিযোগও করেছিলেন তিনি। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে রাজনীতিতে নামেন ব্র্যাকেন। ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচনে লড়ে হেরে যান। পরে যোগ দেন লিবারেল পার্টিতে। এই দল থেকে গত বছর নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের দ্য এনট্রেন্স আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হার মানেন তিনি। বর্তমানে সিডনিভিত্তিক একটি নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারক কোম্পানির হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করছেন নাথান ব্র্যাকেন। **রফিকুল ইসলাম কামাল**

ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়করা

● মো. জোবায়ের হোসেন ●

বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। সেই সাকিবের বেড়ে উঠা মাগুরায়। তাই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে মাগুরার পরিচিতি ও অবস্থান বিশেষ। ক্রিকেটে সাকিব ছাড়াও ফুটবল, টেবিল টেনিস আরও অনেক খেলায় মাগুরা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে অবদান রাখছে।

মাগুরার ক্রীড়াঙ্গনে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের আলোচনায় আলহাজ্ব মকবুল হোসেনের নাম আসে অনেকের আগেই। সাবেক এই ফুটবলার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বেশ কয়েক মেয়াদে। সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা প্রায় চার দশক। মাগুরা স্টেডিয়ামই যেন তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, 'সকাল-রাত অসংখ্য দিন কেটেছে এই মাগুরা স্টেডিয়ামে। নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি সময় দিয়েছি এই স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া সংস্থায়।'

সাকিব আল হাসানের ক্রিকেটের হাতেখড়ি মাগুরাতেই। এরপর বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছেন। মাগুরায় সাকিবের যখন ক্রিকেটের পথচলা শুরু, তখন জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বে মকবুল। তাই একটু বাড়তি গর্বই তাঁর, 'সাকিব যখন ক্রিকেট শুরু করে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তখন আমি সাধারণ সম্পাদক ছিলাম।'

ফুটবলার হওয়ায় ফুটবলের প্রতিও অনেক নিবেদন মকবুলের। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল। মাগুরা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি ছিলেন। লোভন, উজ্জ্বলদের পর বর্তমান দলে রহমত মিয়া জাতীয় ফুটবল দলে মাগুরার ব্যাটন ধরে রাখছেন।

মাগুরা জেলায় ফুটবলে একেবারে তৃণমূলে কাজ করছেন বার্কি। বিকেএসপির সাবেক শিক্ষার্থী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক-স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে সাংবাদিকতা পেশায় ছিলেন। পারিবারিক কারণে মাগুরায় ফিরে এসে ২০০৮ সাল থেকে ফুটবল নিয়ে কাজ শুরু করেন। গত এক যুগের বেশি সময়ে বার্কির মাধ্যমে মাগুরার অনেক তরুণ বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছে আবার অনেকে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে খেলছে।

ফুটবল উন্নয়নে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন সৈয়দ বারিক আনজাম বার্কি। তরুণদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেন না। আজীবন এই নিঃস্বার্থভাবেই কাজ করে যেতে চান, 'ফুটবল আমার রক্তে। বিকেএসপির শিক্ষার্থী ছিলাম। আমার চাচা লোভন জাতীয় দলের ফুটবলার ছিলেন। তরুণদের মধ্যে ফুটবল শেখার আগ্রহ অনেক। কিন্তু প্রকৃত শেখানোর লোকের অভাব। সেই দায়বদ্ধতা থেকে ইয়াং স্টার একাডেমি গঠন করি।'

ইয়াং স্টার একাডেমি এখন মাগুরায় ফুটবল

মাগুরা

শেখার অন্যতম কেন্দ্র। এতেই বড় তৃপ্তি বার্কির, 'বাচ্চা ছেলেরা মাঠবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের ক্রীড়া সেভাবে হয় না। বাচ্চাদের মাঠে ফেরানো জরুরি। এই একাডেমির মাধ্যমে বাচ্চারা মাঠে আসছে। ফুটবলের মাধ্যমে মানসিকতার বৃদ্ধি হচ্ছে।'

বার্কির ছোট ভাই সাদ্দাম হোসেন গোর্কিও ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলে কাজ করেন। বড় ভাই ফুটবল আর ছোট ক্রিকেট নিয়ে কাজ করেন। সাকিব আল হাসানের শুরুর দিকে সঙ্গী ছিলেন গোর্কি। জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ফাহিমাও গোর্কির একাডেমি থেকে উঠেছেন।

ক্রিকেট নিয়ে কাজ করছেন মাগুরার আরেক সাবেক ক্রিকেটার আরিফ হাসান। ২০০5 সাল পর্যন্ত ক্রিকেট খেলেছেন। এর পর থেকে ক্রিকেট আয়োজন, পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে জড়িত আরিফ। সাবেক ক্রিকেট ভায়না ক্রিকেট একাডেমি গঠন করেছেন। মাগুরা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে তার দলের সাফল্য রয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে না থেকেও স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করেন। সেই টুর্নামেন্টে জাতীয় দলের অনেক তারকা ক্রিকেটার অংশগ্রহণ করেন। ক্রিকেট ছাড়াও গোল্ডকাপ ফুটবলেও আরিফ হাসান পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সাবেক এই ক্রিকেটার মাগুরার ক্রিকেট নিয়ে বলেন, 'মাগুরার ক্রিকেট নিয়ে কাজ করছি প্রায় দেড় যুগ। এক সময় খেলেছি, এখন সংগঠক হিসেবে ক্রিকেট উন্নয়নে কাজ করছি। আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কোনো কমিটিতেও ছিলাম না। জেলা ও ক্রিকেটকে ভালোবেসেই কাজ করেছি এবং আগামীতেও করব।'

অন্য অনেক জেলা স্টেডিয়াম-সংকট রয়েছে। মাগুরায় অবশ্য নেই। মাগুরা জেলা স্টেডিয়াম বেশ ভালোই। এ ছাড়া রয়েছে একটি ইনডোর স্টেডিয়াম। ফুটবল, ক্রিকেটের বাইরে ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস ও দাবার যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। এক সময় জাতীয় টেবিল টেনিসে মাগুরার প্রতিনিধিত্ব ছিল ব্যাপক। সাবেক টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সোহানুজ্জামান খান নয়ন বর্তমানে জেলার টেবিল টেনিস নিয়ে কাজ করছেন। ফুটবল, ক্রিকেটের বাইরে অন্য খেলার অবস্থা ও নেপথ্যের কারিগরদের সম্পর্কে নয়ন বলেন, 'ফুটবল, ক্রিকেট ছাড়াও মাগুরায় অন্য খেলার মধ্যে টেনিস, টেবিল টেনিস, দাবা ও ব্যাডমিন্টনের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় দুই-তিনজন সাংবাদিক টেনিস, ব্যাডমিন্টন নিয়ে কাজ করেন পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও। সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে টেবিল টেনিস আমার আগ্রহের জায়গা। আমিও ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে টিটি নিয়ে কাজ করছি।'

আলহাজ্ব মকবুল হোসেন

সৈয়দ বারিক আনজাম বার্কি

আরিফ হাসান

NO.1 QUALITY AC
Used Panasonic Compressor
minister
Air Conditioner
FAST COOLING
MORE SAVINGS
WITH DUAL SMART INVERTER TECHNOLOGY
12 YEARS COMPRESSOR GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড
Panasonic
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART INVERTER Technology
Anti Bacterial Filter
100% BTU Capacity
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদার হার ৬০০ টাকা মাত্র।

গ্রাহক হলে শুধুমাত্র 'ক্রীড়াজগত' -এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি অর্ডার, বিকাশ অথবা নগদে পরিশোধযোগ্য।

সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৪১০৫০৫৩৭

E-mail : krirajagat@gmail.com

krirajagat@yahoo.com

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh